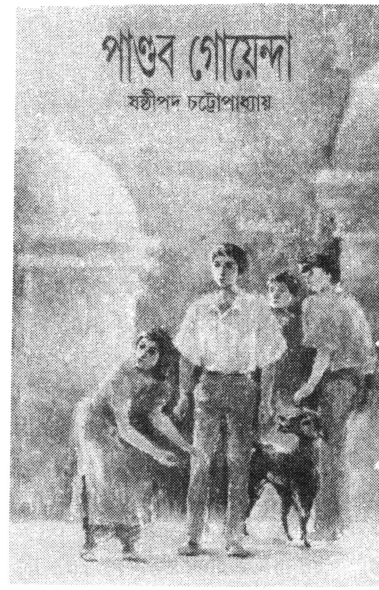

পাণ্ডব গোয়েন্দা ৮

ঊনবিংশ অভিযান

একদিন সকালে পাণ্ডব গোয়েন্দারা মিত্তিরদের বাগানে ওদের সযত্নে রক্ষিত গাছপালাগুলোর পরিচর্যা করতে করতে ঠিক করল আজ আর কোনও কাজই নয়, বিকেলবেলা ওরা সবাই মিলে পাতাল রেল দেখতে যাবে। কত দূর-দূরান্ত থেকে কত লোক এসে চক্র রেল, পাতাল রেল দেখে গেল, অথচ ঘরের কাছে থেকেও ওরা তা দেখল না। এর চেয়ে লজ্জার আর কী হতে পারে? তার ওপর পাতাল রেলের আকর্ষণ তো শুধু পাতাল রেলেই নয়, ধর্মতলার চলমান সিঁড়িতে। ভূগর্ভে নামার জন্য এই সিঁড়ির মজা কী কম? এইরকম সিঁড়িতে বাবলু অবশ্য অনেকদিন আগে একবার চেপেছিল, রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ওর বাবার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে। কিন্তু বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু চাপেনি। পঞ্চুও নয়। তাই ঠিক হল আজ ওরা পাতাল রেলে চাপবেই।

ঠিক তো হল। কিন্তু সমস্যা হল পঞ্চুকে নিয়ে। পঞ্চুকে কী করে ওই প্রোটেকটেড এরিয়ায় নিয়ে যাওয়া যায়? এমনই রেলে পঞ্চুকে নিয়ে অনেকবার ওঠা-নামা করেছে ওরা। টিকিট কেটেই নিয়ে গেছে। কখনও নিজেদের সঙ্গে, কখনও ব্রেক ভ্যানে বসিয়ে। কিন্তু পাতাল রেলে কি ওইভাবে ওকে নিয়ে যাওয়া যাবে? তাই বাবলুই বলল, "এই যাত্রায় আমাদের পঞ্চুচন্দ্রকে ঘরেই থাকতে হবে। কেন না, পাতাল রেলে আমরা কখনও চাপিনি। ওখানকার ব্যাপারস্যাপার যা শুনেছি, তাতে মনে হয় পঞ্চুকে ওরা ঢুকতে দেবে না ভেতরে। অতএব পঞ্চুকে নিয়ে ওখানে যাওয়াটা খুব একটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।"

পঞ্চু বোধ হয় বুঝতে পারল বাবলুর কথাটা। তাই অভিমানের সুর গলায় এনে ডেকে উঠল, "গোঁ-ও-ঔ।"

ভোম্বল তেড়েমেড়ে উঠল বাবলুর কথা শুনে, "কেন, কেন? ঢুকতে দেবে না কেন শুনি?"

বাবলু বলল, "কেন দেবে না তা ওরাই জানে। তবে এটা আমার অনুমান।"

বিলু বলল, "বাবলু ঠিক কথাই বলেছে ভোম্বল। ধর, কষ্ট করে অতদূর গিয়ে পঞ্চুর জন্য আমরা যদি ভেতরে ঢুকতে না পাই, তা হলে মন খারাপ হয়ে যাবে না? তার চেয়ে আমরা বরং আজ গিয়ে দেখে শুনে আসি। তারপর হালচাল বুঝে একদিন গিয়ে চাপিয়ে আনব পঞ্চুকে।"

পঞ্চু আবার প্রতিবাদ করল, "ভুক ভুক ভৌ।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "না পঞ্চু, আজ তোমার যাওয়া হবে না। বাবলুদা ঠিকই বলেছে। বাবলুদার সঙ্গে আমরা একমত।"

ভোম্বল বলল, "না। আমি এ-ব্যাপারে একমত নই।"

"কেন, কেন?"

"কেন আবার? পঞ্চু ছাড়া যখন আমরা নই, তখন মাইনাস পঞ্চু সবই মাইনাস হবে। তোমাদের ইচ্ছে হয় যাও। আমি যাচ্ছি না। পঞ্চুকে না নিয়ে আকাশ রেল, পাতাল রেল, কোনও রেলেই আমি চাপব না।"

বিলু বলল, "আচ্ছা অবুঝ তো!"

বাবুল বলল, "তুই ভুল করছিস ভোম্বল।"

ভোম্বল দারুণ রেগে বলল, "তোরা ঠিক করছিস তো? তা হলেই হল। বিপদের সময় পঞ্চু, আর বেড়াতে যাওয়ার সময় আমরা? ওর ভেতরে আমি নেই। তোরা তো সেবার খুব বলেছিলি, কলকাতার কোনও হলেই পঞ্চুকে ঢুকতে দেবে না। কিন্তু আমি দায়িত্ব নিয়ে কলকাতারই এয়ার কনডিশনড হলে ব্যালকনির টিকিট কেটে পঞ্চুকে 'সফেদ হাতি' দেখিয়েছিলাম কি না?"

এর উত্তরে বাবলু আর কোনও কথাই বলতে পারল না। শুধু বাবলু কেন, সকলেরই মুখ বুজে গেল। সত্যিই তো। সেবারে কী অসাধারণ কাণ্ডটাই না করেছিল ভোম্বল। এক সময় স্বভাবসুলভ হাসি হেসে বাবলু বলল, "হ্যাঁ। তা অবশ্য দেখিয়েছিস।"

"তবে!"

পঞ্চু তখন ওর ভাষায় বলল, "ভৌ ভৌ।" অর্থাৎ কিনা তখনও যদি ওই অসম্ভব কাণ্ডটা ঘটে থাকতে পারে

তা হলে এখনই বা হবে না কেন? বলেই ওদের কাছ থেকে সরে এসে ভোম্বলের পাশে বসে লেজ নাড়তে লাগল।

ভোম্বল ওর পিঠে হাত বুলিয়ে বলল, "পঞ্চুকে মেট্রো রেলে চাপানোর ভেলকি আমি দেখাব। ওর দায়িত্ব আমার হাতেই ছেড়ে দে।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "তা না হয় দিলুম। কিন্তু পঞ্চুকে নিয়ে তুমি ধর্মতলার বাসে উঠবে কী করে?"

"ধর্মতলার বাসে কেন উঠব?"

বিলু বলল, "তা হলে যাবি কী করে?"

"লঞ্চে যাব। চাঁদপাল ঘাটে নেমে দিব্যি হাঁটতে হাঁটতে রেডিয়ো অফিসের পাশ দিয়ে চলে যাব ধর্মতলায়। কোনও ঝামেলাই পোয়াতে হবে না।"

বাবলু খুশি হয়ে বলল, "দি আইডিয়া। তোর এই প্রস্তাবটা আমি সমর্থন করছি ভোম্বল।"

অতএব পঞ্চুসহ পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই যাবে এইরকমই স্থির হল। আর সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর সামান্য একটু বিশ্রাম নিয়েই বেরিয়ে পড়ল ওরা।

জি টি রোড পার হয়ে ফোরসোর রোড অতিক্রম করে রামকৃষ্ণপুর ফেরিঘাটে আসতেই আনন্দে নেচে উঠল ওদের মন। সত্যি, কতদিন যে আসেনি ওরা এখানে! কত স্মৃতি জড়িয়ে আছে এখানকার পন্টুন, জেটি আর ট্রেলপারের সঙ্গে। কত-কত স্মৃতি। এখন হিল্লি দিল্লি, মুম্বাই-বোম্বাই করতে গিয়েই ওদের ঘরের কাছে ঘাসের ডগার শিশিরবিন্দুটি ঝরে পড়ার উপক্রম হয়েছে। ওরা লঞ্চঘাটে এসে ছ'টা টিকিট কেটে জেটি পার হয়ে পন্টুন ডেকে নেমে দাঁড়াল। পঞ্চুর পারাপারের ব্যাপারে এখানে কোনওরকম নিষেধাজ্ঞা নেই। কেন না, সবাই চেনে ওদের। সেই লঞ্চে বুড়ো, আনা মিঞা, তায়জু সারেং সবাই আছে।

ওরা পন্টুনে নেমেই দেখল সুন্দরবন লঞ্চ সিন্ডিকেটের সেই বহু পুরাতন দোতলা লঞ্চটি কেমন একপাশে কাত হয়েও সুন্দরভাবে জল কেটে কেটে এপারে আসছে। বাবলুরা মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল সেই দিকে। গঙ্গার জল এখন জোয়ারে ফুলছে। ছোট ছোট বালিহাঁসগুলি জলে ভেসে ঢেউয়ের সঙ্গে খেলা করছে। কখনও শূন্যে উড়ে ঘুরপাক খাচ্ছে। কখনও ডুবছে। কখনও ভাসছে। হেমন্তের মিঠে-কড়া সোনালি রোদ লুটিয়ে পড়েছে চারদিকে। শহর কলকাতার প্রাসাদমালা তাই ঝলমল করছে রোদের ছ'টায়। সত্যি, কী ভাল যে লাগছে!

লঞ্চ এপারে আসতেই নোনধরা দেওয়ালের চুনবালির মতো কিছু লোক ঝরঝর করে ঝরে পড়ল লঞ্চের গা থেকে। সবাই নেমে গেলে বাবলুরা উঠল। পঞ্চু উঠেই বসল গিয়ে কেবিনের পাশে। এই জায়গাটা ওর খুব পছন্দ। কিন্তু এতদিনেও জায়গাটার কথা ভোলেনি ও।

লঞ্চ মিনিট পাঁচেক থেমে ভেঁপু বাজিয়ে টিঙ টিঙ করে ঘণ্টি দিয়ে আবার ভেসে চলল তিরতির করে। সবে ঘাটের কাছাকাছি এসেছে এমন সময় হঠাৎই একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। কোথা থেকে যেন বড় একটা স্টিমার হুড়মুড় করে জল কেটে এসে পড়ল সেখানে। আর ওদের এই ছোট লঞ্চটিকে ওভারটেক করে যেই-না চলে গেল, অমনই লঞ্চটা জলের দোলায় কাত হয়ে পড়ল একটু বেশি মাত্রায়। আর ঠিক সেই সময়ই ঘটে গেল এক চরম বিপর্যয়। এক অবাঙালি পরিবার রিটার্ন টিকিট কেটে লঞ্চে পারাপার করছিলেন । তাঁদেরই একটি বছর চারেকের শিশু লঞ্চের দুলুনির ফলে অসতর্ক মুহূর্তে মায়ের বুক থেকে টুক করে পড়ে গেল জলে।

মর্মান্তিক দুর্ঘটনা।

মুহূর্তের মধ্যে গেল গেল রবে চিৎকার করে উঠল সকাল।

শিশুটির পিতামাতার কান্নায় আকাশ-বাতাস ভরে উঠল।

সারেং ঘণ্টি বাজিয়ে লঞ্চ থামাল। খালাসিরা ছুটে এসে ঝুঁকে পড়ল রেলিংয়ের ধারে। এই গঙ্গায় একবার কেউ এইভাবে পড়ে গেলে মরে ভেসে না-ওঠা পর্যন্ত তার ডেডবডি খুঁজে পাওয়া দায়। কেন না, এই ধরনের দুর্ঘটনা তো নতুন নয়। লঞ্চে ওঠা-নামার সময় অসতর্কতার ফলে এ-পর্যন্ত কত লোক যে প্রাণ হারিয়েছেন তার কোনও হিসেব নেই। কাজেই সুস্থ-সবল বয়স্ক লোকেরা যেখানে অসহায় সেখানে সাঁতার-না-জানা এই শিশুটির পরিণাম যে কী হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

ওরা যখন সবাই নিরুপায়ভাবে তাকিয়ে আছে জলের দিকে তখন সবিস্ময়ে সকলেই দেখল, শ্রীমান পঞ্চুচন্দ্র কখন যেন জলে পড়ে শিশুটির জামা কামড়ে তাকে নিয়ে ভেসে ওঠার চেষ্টা করছে। পঞ্চু যে কখন কোন মুহূর্তে জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তা কেউ দেখেনি। তাই আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠল সবাই। বাবলু তো আবেগে শূন্যে দু' হাত ছুড়ে চেঁচিয়ে উঠল, "শাবাস পঞ্চু। যুগ যুগ জিয়ো।"

আর ভোম্বল? সে তখন দারুণ উত্তেজনায় চোখের পলকে জামা প্যান্ট ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলের বুকে। গঙ্গায় সাঁতার কাটার ব্যাপারে ভোম্বলের জুড়ি নেই। অমন ডায়মন্ডহারবারের মতো গঙ্গাতেও সেবার সাঁতার কেটে বাজিমাত করেছে ভোম্বল। তাই জলে ঝাঁপিয়েই সর্বাগ্রে শিশুটিকে ধরল ও। ভয়ে যেন বোবা হয়ে গেছে শিশুটি। অসহায় দুটি চোখে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে সে। পঞ্চু ও ভোম্বল শিশুটিকে নিয়ে সাঁতার কেটে ডাঙায় ওঠার চেষ্টা করল।

ততক্ষণে কয়েকটি ছোট ছোট মাছধরা নৌকো এসে ঘিরে ফেলেছে ওদের। কাজেই আর ওদের কষ্ট করে সাঁতার কাটতে হল না। মাঝি মাল্লারাই হাত বাড়িয়ে তুলে নিল ওদের। তারপর সযত্নে ওদের তিনজনকেই লঞ্চঘাটের পন্টুন ডেকে উঠিয়ে দিল।

জাহাজে লঞ্চে নৌকোয় জেটিতে তখন লোকে লোকারণ্য। ভোম্বল আর পঞ্চুর তো জয়জয়কার পড়ে গেল চারদিকে। ওদের যারা চেনে তারাই রটিয়ে দিল এরাই সেই বিখ্যাত পাণ্ডব গোয়েন্দা। ততক্ষণে লঞ্চ জেটিতে ভিড়লে বাবলু, বিলু, বাচ্চু, বিচ্ছু— সবাই ছুটে এসেছে। ওদের তখন সে কী সমাদর। ছুটে এলেন শিশুটির বাবা-মা। তাঁরা যে কী করবেন কিছু ঠিক করতে পারলেন না। তাঁদের একমাত্র সন্তানকে ফিরে পেয়ে তাকে বুকে নিয়ে আদরে সোহাগে ভরিয়ে দিলেন। আর প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করলেন পঞ্চু ও ভোম্বলকে। সেইসঙ্গে অভিনন্দন জানালেন পাণ্ডব গোয়েন্দাদেরও।

এই ঘটনার পর পাতাল রেলে চাপতে যাওয়ার পরিকল্পনা অন্যেরা হলে ত্যাগ করত। কিন্তু পাণ্ডব গোয়েন্দারা তা করল না। তায়জু সারেঙের কাছ থেকে একটা তোয়ালে চেয়ে নিয়ে ভোম্বল গা মাথা মুছে আবার প্যান্ট জামা পরল। পঞ্চুও খানিকটা তফাতে গিয়ে গা ঝাড়া দিয়ে জলমুক্ত হল। রোদ্দুর যা আছে তাতে দু' মিনিটে ভিজে গা শুকিয়ে যাবে। এরপর সকলের অনুরোধে গরম গরম হিঙের কচুরি আর এককাপ করে চা খেয়ে নিল ওরা। তারপর চক্র রেলের লাইন অতিক্রম করে গেট পার হয়ে বড় রাস্তায় এল।

ওরা যখন রাস্তা পার হয়ে ইডেনের ফুটপাথে উঠছে তখন ওরা জানতেও পারল না লঞ্চঘাটের সামনেই যে বটগাছটি আছে তার নীচে দাঁড়িয়ে ধুতি-পাঞ্জাবি পরা মধ্যবয়সি একজন ভদ্রলোক ক্রাচে ভর করে ওদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন। ভদ্রলোকের দুই চোখে কেমন যেন আশার আলো ফুটে উঠল। তিনি এপারের জেটিতে দাঁড়িয়ে শিশুটির জলে পড়া, পঞ্চুর কেরামতি, ভোম্বলের সাহসিকতা, সবই দেখছিলেন। এইসব দেখেই তাঁর মাথায় একটা পরিকল্পনা এসে গেল। তিনি আবার জেটিতে ফিরে গিয়ে সকলের কাছ থেকে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের সম্বন্ধে নানারকম খোঁজখবর নিতে লাগলেন। তারপর ফিরে এসে হেঁটে চললেন বাবুঘাটের দিকে।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা ইডেনের ফুটপাথ ধরে আকাশবাণী ভবনের পাশ দিয়ে এসপ্ল্যানেডের দিকে এগিয়ে চলল। ওদের মন এখন আনন্দে ভরপুর।

যেতে যেতে ভোম্বলই বলল, "কী রে! হঠাৎ সব বোবা হয়ে গেলি কেন? একটু কিছু বল?"

বাবলু বলল, "কী বলব? কিছু বলবার আর মুখ আছে? আজ আমরা সবাই তোর কাছে হেরে গেছি ভোম্বল। তোকে নিয়ে আমরা মজা করি। একটু লোভী, একটু ভিতু বলে জানি। কিন্তু আজ তুই আমাদের এমন শিক্ষাটা দিলি যে, আমরা আমাদের সব কথা ভুলে গেছি।"

ভোম্বল লাজুক লাজুক মুখ করে বলল, "যাঃ। কী সব যা-তা বলছিস?"

"ঠিকই বলছি। তোর কথা শুনে পঞ্চুকে আজ ভাগ্যিস নিয়ে এসেছিলুম, তাই তো একটি শিশুর প্রাণ রক্ষা হল আজ। এক পিতা-মাতা তাঁদের একমাত্র সন্তানকে ফিরে পেলেন। সেইসঙ্গে আমাদেরও মুখ উজ্জ্বল হল।"

বিলু বলল, "এ-ব্যাপারে পঞ্চুর কৃতিত্ব তো আছেই। তবু তোর অবদানও কম নয় ভোম্বল। ওইরকম জোয়ারের গঙ্গায় সাহস করে ঝাঁপিয়ে পড়া কি যা-তা ব্যাপার? আমি হলে তো পারতামই না।"

ভোম্বল বলল, "গঙ্গায় সাঁতার কাটার ব্যাপারে আমি তো অভ্যস্ত। তবে শিশুটিকে উদ্ধার করার ব্যাপারে পঞ্চুর কৃতিত্বই সবটুকু। কেন না, প্রথমে পড়ার মুখেই পঞ্চু ওকে ঝাঁপিয়ে পড়ে না ধরলে আমার সাধ্য ছিল কি ওকে রক্ষা করি!"

ওরা নিজেদের মধ্যে এইভাবে কথা বলতে বলতেই একসময় এসপ্ল্যানেডে পাতাল রেলের স্টেশনে এসে হাজির হল। কিন্তু এলে কী হবে, যা ওরা ভেবেছিল ঠিক তাই হল। অর্থাৎ ঢোকার মুখেই বাধা পেল ওরা। পুলিশ আর হোমগার্ড আটকাল ওদের। পুলিশ বলল, "এই! কুকুর নিয়ে তোমরা কোথায় যাচ্ছ?"

ভোম্বল বলল, "কোথায় আবার? দেখতেই তো পাচ্ছেন দাদা!"

"জন্তু-জানোয়ার নিয়ে এর ভেতরে ঢোকা যায় না।"

ভোম্বল বলল, "কই, সেরকম কিছু তো এখানে লেখা নেই।"

"লেখা নাই-বা রইল। আগুন নিয়ে ভেতরে ঢোকা নিষেধ এমন কথাও তো লেখা নেই। তাই বলে তোমরা জ্বলন্ত মশাল নিয়ে ভেতরে ঢুকবে নাকি? না, খড়ের বস্তা, কাঁচা বাঁশ, গোরুর গাড়ির চাকা এইসব নিয়ে ঢুকবে?"

বাবলু বলল, "আপনার এসব কথার উত্তর হয় না। তবু বলছি, আপনি একে যেতে দিন। এ কারও কোনও ক্ষতি করবে না। পোষা কুকুর আমাদের।"

হোমগার্ড ছেলেটি এগিয়ে এসে বলল, "প্লিজ। তোমরা এখনকার মতো ফিরে যাও ভাই। কুকুরটাকে বাড়িতে রেখে দিয়ে এসো। তারপর যতবার ইচ্ছে চাপো, আমরা কেউ না করব না। অথবা এখানেই কোথাও ওকে রেখে দিয়ে যাও।"

বিচ্ছু বলল, "এখানে কোথায় রাখব বলুন? যদি কেউ চুরি করে নিয়ে যায় ওকে?"

হোমগার্ড হেসে বলল, "এটা তো ফেতি কুকুর। একে কে চুরি করবে?"

ভোম্বলের এই এক দোষ, পঞ্চুকে 'ফেতি কুকুর' বললে ওর আর মাথার ঠিক থাকে না। ও তেড়ে মেড়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল যেই, বাবলু অমনই সামলে নিল ওকে। তারপর বলল, "তা হলে কী আমরা ফিরেই যাব?"

পুলিশ বলল, "হ্যাঁ, ফিরেই যাও। ছোটখাটো মিনিয়েচার হলে কিছু বলতাম না। কিন্তু অ্যালসেশিয়ানের মতো এতবড় কুকুর নিয়ে ঢুকলে সবাই আপত্তি করবে।"

ভোম্বল রাগত স্বরেই বলল, "এর কোনও মানে হয়? কুকুরের চেয়েও খারাপ জিনিস নিয়েও তো অনেকে যাতায়াত করছে এর ভেতরে। অথচ আমাদের কুকুরের বেলাতেই যত নিয়ম?"

হোমগার্ড ছেলেটি বলল, "আমি তোমাদের বুঝিয়ে পারব না।"

বাবলু বলল, "আর বোঝাতে হবে না। আমরা ফিরেই যাচ্ছি।"

ভোম্বল বলল, "ফিরে যাব? কোন দুঃখে? পাতাল রেলে আজ আমরা চাপবই। এক-আধ ঘণ্টার ব্যাপার। পঞ্চু এখানেই বসে থাকবে। কী রে পঞ্চু! থাকবি তো?"

পঞ্চু ডাকল, "ভৌ ভৌ।"

পুলিশ বলল, "ওকে এখানে রেখে যাচ্ছ যাও। কিন্তু আমাদের কোনও দায়িত্ব নেই।"

হোমগার্ড বলল, "কাউকে কামড়েটামড়ে দেবে না তো?"

ভোম্বল হেসে বলল, "কী যে বলেন, কাউকে কামড়াবে না। কী করে কামড়াতে হয় তাই জানে না ও।"

"বলা যায় না ভাই। দাঁতাল, শিঙেল এদের কখনও বিশ্বাস নেই।"

ভোম্বল বলল, "এসব কথা কারা বলে বলুন তো?"

"এগুলো প্রবাদ বাক্য।"

"তা হলে ছাগলেরও তো দাঁত আছে। ছাগল কাউকে কামড়ায়?"

"তোমরা দেখছি কথার আলাদিন। ঠিক আছে, যা তোমাদের মনে হয় তাই করো। শুধু কুকুরটাকে ভেতরে ঢুকিয়ো না। যাও।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা আর কী করে? পঞ্চুকে বাইরে রেখেই ভেতরে ঢুকল। তারপর দু'-চার পা এসেই ভোম্বল ইশারা করল পঞ্চুকে। আর যায় কোথা? পঞ্চু তো এর জন্যই অপেক্ষা করছিল। সে বাইরে বসে জুলজুল চোখে দেখছিল ওদের। এবার আর কারও অনুমতির অপেক্ষা না রেখেই ছুট্টে ঢুকে এল ভেতরে। তারপর বাবলুদের দিকে নজর রেখে লোকজনের ভিড়ে মিশে গেল।

হোমগার্ড পুলিশ দু'জনেই ছুটে এল 'হাঁ হাঁ' করে। কিন্তু পঞ্চুকে ধরা কী এতই সহজ?

বাবলু বলল, "আমাদের কোনও দোষ নেই দাদা। আমরা ওকে ভেতরে ঢোকাইনি কিন্তু।"

পুলিশ বলল, "ঠিক আছে। যাবে কোথায় বাছাধন। এইখান দিয়েই বেরোতে তো হবে। তখন এই বন্দুকের কুঁদো দিয়ে এমন এক ঘা দেব যে, মনে থাকবে চিরকাল।"

বাবলু বলল, "তা অন্যায় যখন করেছে শাস্তি তখন পাবেই। যা আপনাদের মনে আছে করবেন।"

বাবলুরা আর না দাঁড়িয়ে পাঁচটা টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকল। পঞ্চুকে ওরা দেখেও না-দেখার ভান করল। যেন কাদের কুকুর কে জানে? পঞ্চুও তখন তার স্বরূপে প্রকাশিত হয়েছে। ঘোরানো গেটের সামনে গিয়ে চেকারের পায়ের পাশ দিয়েই এক অদ্ভুত কায়দায় ভেতরে ঢুকে গেল।

হইহই করে উঠল সকলে।

বাবলুরা পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসল একটু। তারপর সেই চলমান সিঁড়ির কাছে এসে সিঁড়িতে পা দিয়ে তিরতির করে নীচে নামল। এইখানেই যা একটু বেকায়দায় পড়ল পঞ্চু। দু'-একবার ভুল করে যে সিঁড়িটা ওপরে উঠছে সেইটে দিয়েই নামতে গেল। ফলে যেই না নামতে যায় অমনই আবার উঠে পড়ে। শেষকালে ওর রকমসকম দেখে দয়া-পরবশ হয়ে এক ভদ্রমহিলা ওকে ডেকে আদর করে গায়ে হাত বুলিয়ে আসল জায়গাটা দেখিয়ে দিলেন। তারপর ওকে সঙ্গে নিয়ে নিজেও নামলেন।

পাতাল রেলের প্ল্যাটফর্মে একটি কিশোরী অনেকক্ষণ ধরে পঞ্চুকে লক্ষ করছিল আর মজা পাচ্ছিল। মেয়েটি পঞ্চুর রকমসকম দেখে ওর মাকে বলল, "দ্যাখো মা, এই কুকুরটাকে ঠিক সেই পাণ্ডব গোয়েন্দাদের পঞ্চুর মতো দেখতে, তাই না? পঞ্চুরও গায়ের রং কালো, এরও কালো। পঞ্চুরও এক চোখ কানা, এরও তাই। পঞ্চুও যেমন মজাদার, এও দেখছি তাই। কী আশ্চর্য মিল!"

পাতাল রেল তখন প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে।

মেয়েটির মা বললেন, "সত্যিই, তাই তো!"

পাতাল রেল থামার পর লোকজন নামলে বাবলুরা উঠে পড়ল যে-যার। চালাক পঞ্চুও উঠল। উঠেই ঢুকে পড়ল সিটের তলায়। কেন না, পঞ্চু জানে যত গণ্ডগোলের মূলেই হল সে।

দু'-একজন যাত্রী অবশ্য পঞ্চুর দিক থেকে পা বাঁচিয়ে সরে বসল। কিন্তু মুখে কিছু বলল না।

একজন অবশ্য একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, "এর ভেতরে কুকুর কী করে ঢুকল রে বাবা?"

এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক টিটকারি করে বললেন, "কী করে ঢুকল? যেভাবে আপনি ঢুকেছেন, ও-ও ঠিক সেইভাবেই ঢুকেছে।"

"সে কী! গেটের বাইরে পুলিশ আছে, হোমগার্ড আছে। কেউ ওটাকে আটকাল না?"

"আটকাবে না। এদেশে ডিসিপ্লিন বলে কিছু আছে? যেটুকু আছে সেটুকুও লোকে থাকতে দেবে না। আজ তো দেখছেন কুকুর ঢুকেছে, কাল দেখবেন খাটাল থেকে গোরু নিয়ে এসে ঢুকিয়ে দিয়েছে। বুঝেছেন?"

এতক্ষণে ভোম্বল একটু চাপা গলায় বলল, "কী ঝকমারি করেছি রে বাবলু তোর কথা না শুনে।"

বাবলু বলল, "যা হওয়ার হয়ে গেছে। এখন চুপচাপ থাক। একবার নেমে বেরোতে পারলে বাঁচি।"

ট্রেন তখন পার্ক স্ট্রিট, ময়দান, রবীন্দ্রসদন, ভবানীপুর, যতীন দাস পার্ক হয়ে কালীঘাটে এসে থেমেছে। ট্রেন যদিও টালিগঞ্জ পর্যন্ত যাবে তবু ওরা কালীঘাটেই নামল।

বাচ্চু বলল, "বাবলুদা, এই ট্রেন কত সালে প্রথম চালু হয় তোমার মনে আছে?"

"আছে বইকী। ১৯৮৪ সালের ২৪ অক্টোবর।"

ওরা ট্রেন থেকে নেমে প্ল্যাটফর্মে অযথা না দাঁড়িয়ে গেট পার হয়ে বাইরে এল।

বিলু বলল, "এবার তা হলে কীভাবে যাবি?"

ভোম্বল বলল, "যেভাবেই হোক। পাতাল রেলে আর নয়।"

বাবলু বলল, "না। আর রিস্ক নেওয়া উচিত নয়। আমাদের পাতাল রেলে চাপার শখ তো মিটেছে। এখন একটা ট্যাক্সি ধরে বাবুঘাটে চলে যাই চল। ওখানে গঙ্গার ধারে কিছুক্ষণ হাওয়া খেয়ে লঞ্চে পার হব।"

একটা খালি ট্যাক্সি তখন চেতলার দিকে মুখ করে যাচ্ছিল। বাবলু হাত দেখাতেই থেমে গেল সেটা।

ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল, "কোথায় যাবে?"

"বাবুঘাট।"

"উঠে পড়ো।"

এককথায় রাজি। আসলে সাউথের দিকের কোনও ট্যাক্সিই বাবুঘাটে যাওয়ার নামে না করে না। ওরাও ড্রাইভারের সম্মতি পেতেই চটপট উঠে পড়ল। পঞ্চুকেও ওঠাল। ড্রাইভার একবার আড়চোখে দেখল পঞ্চুকে। কিন্তু কিছু বলল না। এই একটিই মাত্র পরিবহন যেখানে কুকুরের প্রবেশাধিকার অবাধ।

ট্যাক্সি ওদের তুলে নিয়ে কালীঘাট হয়ে হরিশ মুখার্জি রোড ধরে দ্রুত গতিতে ছুটে চলল বাবুঘাটের দিকে। রাস্তা ফাঁকা ছিল। তাই খুব কম সময়ের মধ্যেই বাবুঘাটে পৌঁছে গেল ওরা।

ট্যাক্সি থেকে নেমে ভাড়া মিটিয়ে ওরা যখন গঙ্গার দিকে এগিয়ে চলল, ঠিক তখনই বিচ্ছুর চোখে পড়ে গেল সেটা। বলল, "দ্যাখো তো বাবলুদা, এটা কী?"

বাবলু বলল, "কোথায় কী?"

"এই যে পঞ্চুর মুখে।"

ওরা সবাই দেখল যে পঞ্চুর মুখে একটি বড় সাইজের মানিব্যাগ।

বাবলু ব্যাগটা ওর মুখ থেকে নিয়ে বলল, "এ কী রে! এটা তুই কোথায় পেলি?"

পঞ্চু বলল, "গোঁ-ও-ঔ।"

"রাস্তায় কুড়োলি? না ট্যাক্সিতে?"

পঞ্চু মুখে একবার 'ভুক-ভুক' শব্দ করে মাটি শুঁকতে লাগল।

ওরা তখন বাবুঘাটে গিয়ে গঙ্গার ধারে নিরিবিলিতে একটা বেঞ্চে বসে মানিব্যাগটা খুলে দেখল তার ভেতর কী আছে বা থাকতে পারে। নাম-ঠিকানা লেখা একটা কার্ড নিশ্চয়ই থাকবে এর ভেতরে। আর তা যদি থাকে তা হলে ঠিকানা খুঁজে যার ব্যাগ তাকে ঠিকই পৌঁছে দেবে ওরা।

বাবলুরা ব্যাগ খুলতেই পেয়ে গেল একশো টাকার কয়েকটি কড়কড়ে নোট। গুনে দেখল মোট এগারোখানা। হিন্দিতে লেখা কয়েকটা চিঠি। কিছু খুচরো পয়সা আর হাওড়া টু ইন্দোরের রিজার্ভ করা কম্পিউটারাইজড তিনজনের একটি টিকিট। যাত্রার তারিখ টিকিটে যা লেখা আছে তাতে দেখা গেল হাতে আর দিন তিনেক মাত্র সময়। আর পেল নাম-ঠিকানা লেখা একটা কার্ড। মি. আর কে জয়সওয়াল।—নং কালাকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭।

সব দেখে-শুনে বাবলু বলল, "ভাগ্যিস এটা পঞ্চুর চোখে পড়েছিল। না হলে অন্য কারও হাতে পড়লে টাকা পয়সা ট্রেনের টিকিট সব কিছুই লোপাট হয়ে যেত।"

বিলু বলল, "এটা তা হলে ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে তো?"

"অবশ্যই। কাল সকালেই তুই-আমি চলে যাব।"

ভোম্বল বলল, "কালাকার স্ট্রিটটা কোথায়?"

"বড়বাজারের কাছে। আমি অবশ্য গেছি অনেকবার। সত্যনারায়ণ পার্ক জানিস? ওরই কাছাকাছি।" বলে ব্যাগটা মুড়ে যেই-না পকেটে রাখতে যাবে বাবলু, অমনই কোথা থেকে যেন মুশকো চেহারার দু'জন লোক দাঁত বার করে হাসতে হাসতে এগিয়ে এল ওদের দিকে। বর্ন ক্রিমিনাল বলতে যা বোঝায় এ লোকদুটিও ঠিক তাই।

ওরা হাসতে হাসতে কাছে এসে বলল, "আরে ভাই, আর ওটা পকেটে ঢুকিয়ে কী হবে? আমরা এসে গেছি। ওটা আমাদের দিয়ে দাও।"

বাবলু বলল, "খালি ব্যাগ। সামান্য কিছু খুচরো পয়সা আছে। এ নিয়ে তোমরা কী করবে?"

"সে কী! আমরা যে দূর থেকে দেখলুম দিব্যি তোমরা কড়কড়ে নোটগুলো গুনলে, আর এখন বলছ খালি ব্যাগ? তা খালি ব্যাগটাই দাও। ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে ওইরকম দামি ব্যাগ থাকা ঠিক নয়।"

বাবলু বলল, "আমাদের সঙ্গে ঝঞ্ঝাট বাধাতে এসো না ব্রাদার। ফল কিন্তু খারাপ হবে।"

দু'জনের একজন বলল, "কোথাকার ছেলে রে তোরা! আমাদের ভয়ে লালবাজার পর্যন্ত কাঁপে, আর তোরা এসেছিস কিনা আমাদেরই ভয় দেখাতে? সাহস তো কম নয়!" বলেই একটা চাকু বার করে বলল, "দেখবি, তোদের গলার নলিগুলো কচাকচ কেটে পেটের ভেতর গঙ্গার জল পুরে দেব?"

বাবলু বলল, "না ভাই। ওসবের দরকার নেই। তার চেয়ে বলি কী, চাকুটা তুমি যথাস্থানেই রেখে ব্যাগটা এসে নিয়ে যাও।"

লোকটি বলল, "বাঃ। এই তো ভাল ছেলের মতন কথা।" বলে চাকুটা পকেটে রেখে বলল, "দে। ভালয়-ভালয় দিয়ে দে দেখি ব্যাগটা?"

বাবলু বলল, "উঁহু। ওভাবে নয়। আমি ছুড়ে দেব, তোমরা লুফে নেবে। কেমন?"

"তাই দে।"

বাবলু পঞ্চুকে ইশারা করেই ব্যাগটা ওদের দেওয়ার ভান করে শূন্যে ছুড়ে দিল। আর পঞ্চু করল কী, একটা ভল্ট খেয়ে লাফিয়ে উঠেই লুফে নিল ব্যাগটাকে। বার দুয়েক এইরকম করতেই এরা বুঝে গেল বাবলুর চালাকি। বলল, "ও, মশকরা হচ্ছে আমাদের সঙ্গে?"

বাবলু বলল, "কী আশ্চর্য! আমি তো দিচ্ছি তোমাদের। কিন্তু নিতে না পারলে? একটা কুকুর যা পারছে তোমরা তা পারছ না। তার মানে তোমরা কুকুরেরও অধম, বলো?"

আর যায় কোথা? এতবড় কথা! বলে কিনা কুকুরেরও অধম! দু'জনের একজন তখন ঝাঁপিয়ে পড়ে বাবলুর গলা টিপে ধরল। অমনই শুরু হল পঞ্চুর খেল। মানিব্যাগটা সে বিলুর হাতে দিয়েই ভয়ংকর একটা ডাক ছেড়ে লাফিয়ে পড়ল লোকটির ঘাড়ে।

লোকটির দুটো হাতই তখন শিথিল হয়ে গেছে। বাবলুকে ছেড়ে সে তখন প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগল নিজেকে বাঁচাবার। কিন্তু না, পঞ্চুর আক্রমণের হাত থেকে কিছুতেই সে নিজেকে বাঁচাতে পারল না। অপর লোকটি তখন বেগতিক দেখে কেটে পড়বার তাল করছে। কিন্তু তারও তখন ওই একই অবস্থা। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু হাতের কাছে যা পাচ্ছে তাই নিয়ে ছুড়ে মারছে তাকে। আর লোকটিও সমানে মার খাচ্ছে। কিন্তু পঞ্চুর ভয়ে এদের কারও গায়ে হাত দিতে সাহস করছে না।

ইতিমধ্যে হইহই করে অনেক লোকজনই এসে জড়ো হয়ে গেল সেখানে। সবাই বলল, "কী হয়েছে! কী হয়েছে ভাই?"

ভোম্বল বলল, "ও কিছু না। আপনারা যান। একটা শুটিং হচ্ছে এখানে।"

এ-কথা বললেই কী লোকে শোনে? সবাই দূরে দাঁড়িয়ে কাণ্ডটা দেখতে লাগল। সবই অবাক। দু'-দুটো দানবাকৃতি লোককে এই ক'টা ছেলে-মেয়ে যে এইভাবে ঘায়েল করবে তা দেখেও যেন বিশ্বাস হল না কারও।

একসময় দুটি লোকই হাত জোড় করে ক্ষমা চাইলে বাবলু ওদের ছেড়ে দিল। পঞ্চু যে লোকটার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়েছিল তার ঘাড় কামড়ে রক্তারক্তি করে দিয়েছে। কুকুরের কামড়ের পরিণাম চিন্তা করে লোকটি তখন থরথর করে কাঁপছে ভয়ে। অপর লোকটির নাক-মুখ ফুলে উঠেছে ইটের ঘায়ে।

ওরা যখন বাবলুদের কাছ থেকে ছাড়া পেয়ে রণক্লান্ত শরীরে দু'জনে দু'জনকে ধরে চলে যাচ্ছিল ঠিক সেই সময়ই কলকাতা পুলিশের একজন সার্জেন্ট এসে দাঁড়ালেন সেখানে। বললেন, "হে! হোয়্যার গো? মি. মুকুল অ্যান্ড পঙ্কা! কিক দ্য ডোর অব খাঁচাগাড়ি অ্যান্ড গো ইন।"

মুকুল আর পঙ্কা একবার ঘুরে তাকাল সার্জেন্টের দিকে। তারপর শোল মাছ যেভাবে পিছলে পালায় ঠিক সেইভাবে লাফিয়ে পড়ল গঙ্গার জলে। চোখের পলকে ডুব সাঁতারে তারা যে কোথায় তলিয়ে গেল তা টেরও পেল না কেউ।

বাবলুরাও আর সেই নির্জনে বসে না থেকে লঞ্চঘাটে এসে হাজির হল।

সন্ধে উত্তীর্ণ হয়ে কালো রাত্রি নেমেছে তখন।

॥ দুই ॥

বাবলু এমনিতেই ভোরে ওঠে। কিন্তু আজ আর সে ভোরবেলা উঠতে পারল না। তার কারণ গতকাল বিকেল থেকে সন্ধে পর্যন্ত যা সব ঘটেছে সেগুলোর কথা ভাবতে ভাবতেই ওর ঘুমোতে অনেক রাত হয়ে গেল। তাই স্বপ্নহীন ঘুমের আরামে কখন যে কালো রাত আলো হল তা ও টেরও পেল না।

ঘুম ভাঙল সকালবেলায় ডোর-বেলটা বেজে উঠতে।

পঞ্চু "ভৌ ভৌ-উ-উ-উ" করে একটা ডাক দিয়ে উঠল।

বাবলু বলল, "এ কী! এইভাবে কেউ চেঁচায়! লোকে কী ভাববে বল তো?"

পঞ্চু বলল, "গোঁ-ও-ও-ঔ-গোঁয়াক।" অর্থাৎ কি না কী করব, আমার স্বভাবই এই।

বাবলু দরজা খুলেই দেখল দরজার সামনে একজন সম্ভ্রান্ত চেহারার সুদর্শন পুরুষ ক্রাচে ভর করে দাঁড়িয়ে আছেন। পরনে চুড়িদার পাজামা। আদ্দির পাঞ্জাবি। চোখে মোটা ফ্রেমের পুরু লেন্সের চশমা। বাবলুকে দেখে হাসিমুখে বললেন, "আসতে পারি?"

"অবশ্যই।"

"আগে তোমার কুকুরটাকে সামলাও বাবা। আমার কিন্তু কুকুরে ভয় খুব।"

বাবলু হেসে বলল, "না না ভয় নেই। আমাদের কুকুর সে-রকম কুকুর নয়। অতিথি চেনে। তা ছাড়া যতক্ষণ না কেউ আমাদের আক্রমণ করছে ততক্ষণ ও কাউকে কিচ্ছু বলবে না।" বলে পঞ্চুকে বলল, "পঞ্চু, তুই ভেতরে যা।"

পঞ্চু ভেতর বাড়িতে চলে গেল।

ভদ্রলোকের একটি পা নেই। হাঁটুর নীচ থেকে কাটা। তাই ক্রাচে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকে আরাম করে সোফায় বসলেন।

বাবলু বলল, "একটু বসুন আপনি। আমি সবে ঘুম থেকে উঠছি। এখনও চোখে-মুখে জল দিইনি।"

"সে কী!"

"এত বেলা অবশ্য হয় না আমার। তবে কাল অনেক রাত করে শুয়েছিলাম তাই। না হলে আমি খুব ভোরেই উঠি।"

ভদ্রলোক বললেন, "বেশ বেশ। একটু ফ্রেশ হয়েই এসো। তোমার সঙ্গে কিছু দরকারি কথা আছে আমার।"

বাবলু চলে গেল। ও চলে যাওয়ার একটু পরেই পঞ্চু মুখে করে সকালের খবরের কাগজটা নিয়ে এসে ধরিয়ে দিল ভদ্রলোকের হাতে। ভদ্রলোক নির্ভয়ে কাগজটা নিয়ে পড়তে লাগলেন।

বাবলু প্রায় মিনিট কুড়ি বাদে ঘরে ঢুকল খাবারের দুটো প্লেট হাতে। আজ আর ডিম-টোস্ট নেই। লুচি-আলুভাজা আর সন্দেশ। একটা নিজের জন্য রেখে একটা ভদ্রলোকের দিকে এগিয়ে দিল।

ভদ্রলোক বললেন, "আবার এসব কেন?"

বাবলু বলল, "আমি কিন্তু কোনও ভদ্রলোকের বাড়ি সকালবেলায় গেলে এরকম কিছু না পেলে মনে মনে খুব অসন্তুষ্ট হই।"

ভদ্রলোক হা হা করে হেসে ঘর ভরিয়ে তুললেন।

বাবলু বলল, "নিন, খেয়ে নিন। খেতে খেতেই বলুন যা বলবার। একটু পরেই চা আসছে।"

ভদ্রলোক বললেন, "না। আগে খেয়ে নিই। তারপর বলব। খেতে খেতে কথা বললে কথাও বলা যাবে না, খাবারও পড়ে থাকবে।"

"বেশ। খেয়েই নিন আগে।"

ভদ্রলোক অত্যন্ত তৃপ্তির সঙ্গে খেতে খেতে বললেন, "আলুভাজার সঙ্গে লুচি। কতদিন পরে যে খাচ্ছি। খেতে কিন্তু খুব ভালই লাগছে। গরম গরম আর দুটো পেলে মন্দ হত না।"

বাবলু বলল, "বিলক্ষণ। আরও দুটো কেন, যত ইচ্ছে খান। পেট ভরে খান।" বলেই উঠে গিয়ে মায়ের কাছ থেকে আরও কয়েকটা লুচি এনে ভদ্রলোকের পাতে দিল। সেইসঙ্গে চা-ও নিয়ে এল দু' কাপ।

ভদ্রলোক না করলেন না। লুচিগুলো খেয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বললেন, "কাল আমি লঞ্চঘাটে দাঁড়িয়ে তোমাদের কীর্তিকলাপ সব দেখেছি। কাল যেভাবে তোমরা ওই বিপন্ন শিশুটিকে উদ্ধার করলে তাতে অভিভূত হয়ে গেছি আমি। আমার মনে হয় এবার তোমাদের একটা পুরস্কার পাওয়া উচিত।"

বাবলু হেসে বলল, "পুরস্কার পাওয়ার মতো কী করেছি আমরা? কিছুই তো করিনি। আমরা সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়ে। এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াই। রহস্যের গন্ধ পেলে ছুটে যাই। এর বেশি কিছু নয়। কাজেই পুরস্কার আমাদের কে দেবে? বাবা-মা'র আশীর্বাদ, আপনাদের শুভেচ্ছা এবং ভগবানের করুণাই আমাদের পুরস্কার।"

ভদ্রলোক এবার বোমার মতো ফেটে পড়লেন। বললেন, "তোমার কত বয়স হে ছোকরা? আমাকে তুমি ভগবান দেখাচ্ছ! ভগবানকে তুমি দেখেছ কখনও? ভগবানে তুমি বিশ্বাস করো?"

বাবলু বলল, "কী আশ্চর্য! আমেরিকা কখনও দেখিনি বলে আমেরিকা আছে বলে বিশ্বাস করব না?"

"ওসব কেতাবি কথা রাখো।"

"তা না হয় রাখলাম। কিন্তু এই যে আমাদের এমন ব্যাপক পরিচিতি, এই যে আমরা বিপদের জাল ছিঁড়ে আশ্চর্য কায়দায় নিজেদের বাঁচিয়ে নিয়ে ফিরে আসি, এ কার কৃপায়?"

ভদ্রলোক বললেন, "যাক। তুমি যখন বিশ্বাস করো তখন তোমার বিশ্বাসে আমি চিড় ধরাতে চাই না। কিন্তু আমি করি না।"

"সেটা আপনার ব্যাপার।"

"এখন শোনো, তোমাদের এই কাজের জন্য আমি নিজে তোমাদের ব্যক্তিগতভাবে দশ হাজার টাকা পুরস্কার দিতে চাই।"

বাবলু অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল ভদ্রলোকের মুখের দিকে। বলল, "দশ হাজার...!"

"হ্যাঁ, দশ হাজার।"

ভদ্রলোক বললেন, "তোমরা ছেলেমানুষ। দশ হাজার টাকাটা তোমাদের কাছে খুব একটা বেশি মনে হলেও আমার কাছে কিন্তু কিছুই নয়। আমি ঠিক করেছি এখন থেকে তোমাদের মতো পরহিতব্রতীদের হাতে আমার সঞ্চয়ের সামান্য একটা অংশ কিছু কিছু করে তুলে দেব।"

বাবলু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "দেখুন, টাকায় আমাদের লোভ নেই। কিন্তু আমাদেরও টাকার প্রয়োজন। কারণ আমরা হুট করতেই এখানে ওখানে চলে যাই। হয়তো নিছক ভ্রমণের জন্য, নয়তো কোনও

রহস্যোদ্ধারে। আর সে-সবের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় হয় আমাদের। তাই আপনার এই ভালবাসার দান বা উপহার আমরা মাথা পেতেই নেব। এবং এতে আমাদের কোনও আপত্তি নেই।"

ভদ্রলোক বললেন, "না থাকাই উচিত।" বলে বাবলুর পুরো নাম জেনে খসখস করে একটা চেক লিখে ওর হাতে দিলেন। তারপর বললেন, "এবার কিন্তু আমি একটা আমার ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা তোমাকে বলব। আসলে সেই কাজের জন্যই বিশেষ করে আমার এখানে আসা।"

বাবলু চেকটা ড্রয়ারে রাখতে রাখতে থমকে দাঁড়াল।

ভদ্রলোক হেসে বললেন, "না না। ওটা রাখো। কোনও গিভ অ্যান্ড টেক পলিসি ওর মধ্যে নেই। যেটা দিলাম সেটা আমার ভালবাসার দান। তোমাদের প্রাপ্য পুরস্কার ওটা। আজ হঠাৎ আমি চোখ বুজলে আমার সম্পত্তি যে কে কীভাবে লুটেপুটে খাবে তা ভগবানই জানেন।"

বাবলু এবার খুব জোরে হেসে উঠে বলল, "এই তো একটু আগেই আপনি বললেন, ভগবানে আপনি বিশ্বাস করেন না?"

ভদ্রলোক জিভ কেটে বললেন, "এই রে!"

"আসলে কোনও মানুষই ভগবান ছাড়া নয়। তা আপনার সম্পত্তি যে-কেউ লুটেপুটে খাবে কেন? আপনার কি কেউ নেই?"

"আছে। কিন্তু তারা যে কে কোথায় তা জানি না।"

"সে কী!"

ভদ্রলোকের চোখের কোলদুটি ভিজে উঠল এবার। বললেন, "এমনকী, তারা বেঁচে আছে কি না জানি না তাও।"

বাবলু বলল, "আশ্চর্য!"

"পুলিশ অনেক চেষ্টা করেও তাদের কোনও সন্ধান পায়নি। তোমরা কি পারবে বাবা তাদের কোনও খোঁজখবর আমাকে এনে দিতে? শুনেছি তোমরা নাকি অসাধ্যসাধন করতে পারো। তাই অনেক আশা নিয়ে তোমাদের কাছে ছুটে এসেছি। যদি পারো তা হলে জেনে রেখো, আমি তোমাদের লক্ষাধিক টাকা পুরস্কার দেব। আর সে কাজের জন্য যত টাকা খরচ হবে সবই বহন করব আমি। তারা জীবিত কি মৃত এই সংবাদটুকু শুধু আমাকে এনে দাও।"

বাবলু বলল, "এক মিনিট।" বলে দারুণ উত্তেজিতভাবে ঘরময় একবার পায়চারি করল। তারপর এঁটো কাপ-ডিশগুলো নিয়ে ঢুকে গেল ভেতর ঘরে। একটু পরেই দুটো প্লেটে ভাল ঘিয়ে তৈরি হালুয়া এনে চা-টেবিলে রাখল। তারপর দরজাটা লক করে ভদ্রলোকের মুখোমুখি বসে বলল, "নিন। হালুয়া খান। খেতে খেতে বলুন আসল ব্যাপারটা কী? এবং আমাদের কীভাবে কী করতে হবে?"

ভদ্রলোক বললেন, "কাজটা কিন্তু অত্যন্ত দুরূহ।"

"আপনি বলুন।'

"হয়তো জীবনও বিপন্ন হতে পারে এ কাজে।"

"আমরা ডাকাত মঙ্গল সিং, প্রেমা তামাং এবং ডেভিড লোদির মতো বিপজ্জনক লোকেরও মুখোমুখি হয়েছি।"

"আমি জানি। আর সেইজন্যই তো আশায় বুক বেঁধে তোমাদের কাছে এসেছি বাবা। তবু ভয় হয়। হাজার হলেও তোমরা ছেলেমানুষ তো। আমার কারণে যদি তোমাদের কোনও ক্ষতি হয় তা হলে তোমাদের মা-বাবার কাছে আমি মুখ দেখাব কী করে?"

বাবলু বলল, "কী আশ্চর্য! মুখ আপনি দেখাবেন কেন? সত্যিই যদি তাই হয়, তা হলে স্রেফ গা-ঢাকা দেবেন। তা ছাড়া আপনার কোনও কাজের সঙ্গে যে আমরা যুক্ত এ-কথা আপনিও যেমন কাউকে বলবেন না, আমরাও তেমনই কাউকে বলব না। তা হলেই তো ল্যাঠা চুকে গেল।"

"তা হলে বলছ আমার ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই?"

"না। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেমন পাণ্ডবপক্ষের হয়ে সখারূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তেমনই সাক্ষাৎ ধর্মরাজও পঞ্চুরূপে আমাদের সহায় হয়েছেন। আমাদের সব কিছুর মূলে ওই পঞ্চুই। ওই আমাদের ভগবান। ওই আমাদের বডিগার্ড। ও ছাড়া আমরা কিছুই নই। আর ও যেখানে, জয় সেখানে। অতএব এমনিতেই আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।"

ভদ্রলোক একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, "আঃ বাঁচালে। এইবার মনে হচ্ছে আমি বোধহয় ঠিক জায়গাতেই এসেছি।"

"সত্যিই আপনি ঠিক জায়গায় এসেছেন। তবে এখন হচ্ছে আপনার ভাগ্য এবং আমাদের হাতযশ। যাক, আসল ঘটনাটা এবার আগাগোড়া আমাকে খুলে বলুন তো। কোনও কিচ্ছু বাদ দেবেন না কিন্তু।"

ভদ্রলোক বললেন, "আমার নাম শশাঙ্কশেখর বসুরায়। আমি মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ভোপাল থেকে আসছি। আগে আমি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের একজন অফিসার ছিলাম। তারপর সরকারি চাকরি ছেড়ে পুরোপুরি ব্যবসায় নেমে যাই।"

"কীসের ব্যবসা আপনার?"

"মেডিসিনের।"

বাবলু হেসে বলল, "প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অফিসার থেকে ওষুধের ব্যবসাদার!"

"হ্যাঁ, ভোপাল শহরে সবচেয়ে বড় ওষুধের দোকানটিই আমার। সারা বছরে সমস্ত খরচ খরচা বাদ দিয়ে সেই দোকানের আয় কত জানো?"

"কত?"

"কয়েক লাখ টাকা।"

"বলেন কী!"

"এতেই অনুমান করো দোকানটি কীরকম চালু এবং নির্ভরযোগ্য।"

"তারপর?"

"তারপর যা হয়। হিংসার বলি হলাম আমি। একটা দুষ্টচক্র আমাকে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবার জন্য উঠেপড়ে লাগল। উড়ো চিঠিতে আমার প্রাণনাশের হুমকি দিল।"

"সে-কথা আপনি পুলিশকে জানিয়েছিলেন?"

"জানিয়েছিলাম। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি।"

"দুষ্টচক্রের দাবিটা কী?"

"তাদের দাবি আমাকে দোকান বেচে দিয়ে ভোপাল ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে হবে।"

"সে কী! তা দোকানটা বেচতে হবে কাকে?"

"যাকে কখনও চোখে দেখিনি এমন একজন মি. ওবেরয়কে।"

"বাঃ। আবদার তো মন্দ নয়।"

"যাই হোক। এই চিঠি পাওয়ার পর আমি ভোপাল থেকে আমার পরিবারকে বিদিশায় সরিয়ে নিয়ে যাই।"

"বিদিশা ওখান থেকে কতদূর?"

"ছাপ্পান্ন কিলোমিটার। এতে অবশ্য খুব যে একটা নিরাপদ হলাম তা নয়। তবে শত্রুর মুখ থেকে সরে গেলাম খানিকটা। বাড়িতেও কড়া প্রহরার ব্যবস্থা রাখলাম। কিন্তু বিপদ এল এবার অন্যদিক থেকে।"

"কীরকম!"

"আমার দোকান থেকে কেনা জাল ইঞ্জেকশান ব্যবহার করে এই শহরের সবচেয়ে ধনী মি. এ কে জৈনের একমাত্র ছেলেটি মারা গেল।"

বাবলু শিউরে উঠল এবার। বলল, "জাল ওষুধ আপনার দোকানে এল কোত্থেকে?"

"কী করে জানব বাবা?"

"এ-ব্যাপারে আপনার কোনও কর্মচারীর হাত নেই তো?"

"না। তারা অত্যন্ত সৎ এবং আমার খুব অনুগত ও বিশ্বাসী।"

"তা হলে?"

"তা হলেই বোঝো, কীরকম পাকা মাথায় কাজ করেছে ওরা।"

"বুঝেছি। মি. জৈন ভদ্রলোকের ক্ষতি করার জন্য যে জাল ইঞ্জেকশানটি ব্যবহার করা হয় আসলে সেটি আসে দুষ্টচক্রের হাত দিয়ে। কিন্তু পুলিশের কাছে আপনার দোকানের ক্যাশমেমোটি শো করিয়ে ওরা আপনাকে বিব্রত করে এবং চালু দোকানটিকেও বন্ধ করায়।"

"ঠিক তাই।"

"এতেই বোঝা যাচ্ছে ওই জৈন পরিবারের মধ্যেই এমন একজন আছেন যিনি ওই দুষ্টচক্রের সঙ্গে জড়িত।"

"কী করে বুঝলে?"

"বাঃ। এ তো জলের মতো সহজ। ওই ইঞ্জেকশনটি মি. জৈন নিশ্চয়ই নিজে না কিনে তাঁর কোনও

বিশ্বাসী লোককে দিয়ে কিনতে পাঠিয়েছিলেন এবং আসলের বদলে জাল ইঞ্জেকশানটি তার হাত দিয়ে গেছে।"

শশাঙ্কবাবু বললেন, "তুমি ঠিক বলেছ তো বাবলু।"

বাবলু বলল, "এই ঘটনার পর আপনি একবার সেই জৈন ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করেছিলেন বা আপনার বক্তব্য তাঁকে শুনিয়েছিলেন?"

"অবকাশ পেলাম কোথায়? তা ছাড়া আমার ক্যাশমেমোই যেখানে আমার জালিয়াতি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে সেখানে আমার স্বপক্ষে প্রমাণ কই? এর ওপর শত্রুপক্ষের লোকেরা পুলিশকে ঘনঘন চাপ দিচ্ছে আমাকে আরও জালে জড়িয়ে দেওয়ার জন্য।"

"এই জৈন ভদ্রলোক এখন কোথায়?"

"শুনেছি তিনি ওখানকার পাট চুকিয়ে ইন্দোরে গিয়ে বসবাস করছেন। আর তাঁর ব্যবসাপত্র দেখাশোনা করছেন তাঁরই বিশ্বস্ত ম্যানেজার দীনেশ মেহতা।"

বাবলু বলল, "এ তো গেল একদিকের খবর। এখন আপনার পরিবারে বিপর্যয়টা ঘনিয়ে এল কী করে বলুন তো দেখি?"

"হ্যাঁ। সেদিন আমার মামলার শুনানির দিন ছিল। আমি বাড়ি থেকে আমার স্কুটারে চেপে কোর্টে যাচ্ছি, এমন সময় প্রকাশ্য দিবালোকে মুখে কাপড়-বাঁধা অবস্থায় একজন লোক মোটরবাইকে চেপে সাঁচির কাছে আমাকে এত জোরে ধাক্কা দিল যে সেই দুর্ঘটনায় আমি আমার একটা পা হারালাম।"

বাবলু বলল, "এত টাকার মালিক হয়ে আপনি শেষে স্কুটারে চাপতে গেলেন! আপনার গাড়ি নেই?"

শশাঙ্কবাবু বললেন, "তোমার জেরা দেখছি একেবারে ঝানু গোয়েন্দার মতন। শুনে খুশি হলাম। গাড়ি আছে বইকী! গাড়ি না থাকলে হয়? কিন্তু সেদিন আমার গাড়ি ছিল না। তাই স্কুটারটিই ব্যবহার করেছিলাম।"

"কেন, ছিল না কেন?"

"সেই কথাই এবার বলব। সেদিন ছিল আমার শুনানির দিন। ইতিমধ্যে আমার টাকার জোরে জাল ওষুধ বিক্রির কেসটা আমার স্বপক্ষে চলে এসেছিল। তার কারণ আমি তো সত্যিই জাল ওষুধ বিক্রি করতাম না। তাই আমার দোকানে তদন্ত করে বিশেষজ্ঞরা দেখেছিলেন আমার স্টকে যা যা ওষুধ ছিল তার সবই খাঁটি। অতএব দোকানটি আমি আবার ফেরত পেতে চলেছিলাম। সেই আনন্দে আমার স্ত্রী সেইদিনই ভোরবেলা ওই গাড়ি নিয়ে উজ্জয়িনী গিয়েছিলেন মহাকালের পুজো দিতে। সঙ্গে আমার মেয়ে কাঞ্চন এবং ছেলে কুন্তলও ছিল।"

"ওদের বয়স কত?"

"মেয়ের বয়স দশ। ছেলের বয়স আট।"

"তারপর কী হল?"

"শশাঙ্কবাবু রুমালের খুঁটে চোখের জল মুছে বললেন, "তারপর? আমি তো পা ভেঙে পড়ে রইলাম হাসপাতালে। পা'টাকে মোটরবাইকের চাকায় বারে বারে থেঁতলে এমন করে দিয়েছিল যে, কেটেই বাদ দিতে হল সেটাকে। আমি হাসপাতালে শুয়ে ছটফট করতে লাগলাম কিন্তু আমার স্ত্রী-ছেলেমেয়ে কেউই আমাকে দেখতে এল না। খবর পেয়ে আমার বন্ধুরাই এসে আমার দেখাশোনা করতে লাগল। পরে শুনলাম আমার ড্রাইভার সেই যে ওদের নিয়ে উজ্জয়িনী গিয়েছিল সেই শেষ যাওয়া। ওরা কেউ আর ফিরে আসেনি।"

বাবলু বলল, "রহস্যময় ব্যাপার তো!"

"এই ঘটনার তিন মাস পরে আমার স্ত্রীর সন্ধান পেলাম। সে তখন ধার শহরের পথে পথে অর্ধোন্মাদ হয়ে ভিক্ষা করছে। আমি তাকে বিদিশায় নিয়ে এলাম। অনেক বড় বড় ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসা করালাম। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। একদিন সে আত্মহত্যা করেই তার জ্বালা জুড়োল।"

"আপনার স্ত্রীর ওইরকম অবস্থার কারণ?"

"ডাক্তাররা সন্দেহ করছেন কোনও খারাপ ইঞ্জেকশানের প্রভাবেই নাকি ওইরকমটা হয়েছিল।"

"বুঝেছি। কোনও ভেজাল ওষুধ তৈরির পাপচক্রের বলি হয়েছেন আপনি। আপনার ওই চালু দোকানটিকে কেন্দ্র করেই ওরা জাল ওষুধের ঢালাও কারবার চালিয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু ওদের সে আশা পূর্ণ না হওয়ায় আপনার ক্ষতি করতে বদ্ধপরিকর হয় ওরা। এবং মি. জৈনের সঙ্গেও কোনও ব্যাপারে ওরা প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা নিতে তাঁর একমাত্র সন্তানটিকে চালাকির দ্বারা হত্যা করে।"

শশাঙ্কবাবু বললেন, "তোমরা কি পারবে আমার কাঞ্চন ও কুন্তলের কোনও খবর এনে দিতে, বা ওদের খুঁজে বার করতে?"

"পারব এ-কথা কী করে বলি? তবে এ-ব্যাপারে আমরা কিন্তু আপ্রাণ চেষ্টা করব। আচ্ছা, আপনার গাড়ি এবং সেই ড্রাইভারের কী হল?"

"গাড়ির খবর জানি না। তবে ড্রাইভারের ডেড বডি ইন্দোর শহরে একটি ড্রেনের মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু আমার কাঞ্চন আর কুন্তলের কোনও খবর নেই। ওরা যদি বেঁচে থাকে তা হলে কোথায় এবং কী ভাবে আছে শুধু সেইটুকু জানার অপেক্ষাতেই আমি বেঁচে আছি। না হলে কবেই বিষ খেয়ে মরতাম।"

বাবলু বলল, "বিষ খেয়ে মরবেন কেন? মৃত্যু তো অবধারিত। কাজেই তাকে ডাক দিয়ে টেনে আনবার কোনও দরকার নেই। মরতেই যদি হয় তা হলে প্রতিশোধ নিয়ে মরুন। জৈনের একমাত্র পুত্রের হত্যাকারীকে খুঁজে বার করুন। জামার কলার ধরে টেনে নিয়ে আসুন ওই জাল ওষুধ প্রস্তুতকারক মি. ওবেরয়কে। ওদের ছিন্নমুণ্ড নিয়ে ফুটবল খেলুন। তারপর তো মরবেন।"

শশাঙ্কবাবু প্রবল উত্তেজনায় এবং আবেগে জড়িয়ে ধরলেন বাবলুকে। তারপর বললেন, "এ ইচ্ছা যে আমার মনেও নেই তা কিন্তু নয়। শুধু পারিনি কেন জানো? যদি আমার কাঞ্চন আর কুন্তল বেঁচে থাকে। যদি ওরা কখনও ফিরে আসে আমার বুকে, সেই আশায়।"

বাবলু বলল, "এই ঘটনাগুলো কতদিন আগে ঘটেছিল?"

শশাঙ্কবাবু একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "সে অনেক দিনের কথা বাবা। প্রায় পাঁচ বছর।"

"আপনার দোকানের এখন কী হাল?"

"দোকান এখন বেচে দিয়েছি। মামলায় জেতার পর দোকান আমি রাখিনি। আকবর বাদশা নামের এক সজ্জন ভদ্রলোককে বেচে দিয়েছি দোকানটা।"

"তা হলে এখন চালাচ্ছেন কী করে?"

"এখন আমি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিটে টাকা খাটাচ্ছি। অবশ্য এসব না করলেও আমার চলে। কেন না, টাকার অঙ্ক তো অনেক হয়ে গেছে। তাই অর্থনৈতিক দুশ্চিন্তাটা আমার নেই।"

"আচ্ছা, এবার বলুন তো আপনি সেই ভোপাল ছেড়ে এত দূরে কী কারণে এসেছেন? আমাদের সাহায্য নিতে নিশ্চয়ই নয়?"

"না। তোমাদের পরিচয় তো পেলাম সবেমাত্র কাল বিকালে। আমি এখানে এসেছিলাম আমার এক বন্ধুর বাড়ি, কালীঘাটে। ভবানীপুরে একটা ছোট বাড়ি বিক্রি ছিল। সেটা আমি কাঞ্চন আর কুন্তলের নামে কিনে নিলাম। যদি ওরা কখনও ফিরে আসে তা হলে আর ওদের ভোপালে নয়, বাংলাতেই রাখব।"

"বিদিশার বাড়িটা কী হবে?"

"হয় বেচে দেব, না হলে যেমন আছে তেমনই থাকবে।"

"এ-ব্যাপারে কাগজে কোনও বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন আপনি?"

"দিয়েছিলাম। কিন্তু কোনও ফল হয়নি।"

বাবলু অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর বলল, "আর একটু চা খাবেন?"

"না বাবা। এবার আমি উঠব।"

"ঠিক আছে। আমরা এ-ব্যাপারে আগ্রহী। আপনি শুধু কাঞ্চন ও কুন্তলের একটা করে ফোটো আমাকে দিয়ে যান। আমরা খুব শিগগির ভোপালে যাব। এমনিতেই তো অনেক দেরি হয়ে গেছে। তাই আর দেরি করব না।"

শশাঙ্কবাবু বললেন, "ফোটো তো এখানে আমার কাছে নেই। তোমরা ভোপালে গেলে পাবে। আমার যা কিছু সব বিদিশায় আছে। যাই হোক, আমি বিশদ আলোচনার জন্য কালই তোমাদের কাছে আসছি।"

বাবলু বলল, "ধন্যবাদ। আপনার কাজটা করে দিতে পারলে আমরা সত্যিই গর্ববোধ করব।"

শশাঙ্কবাবু ক্রাচে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর যেমন এসেছিলেন তেমনই চলে গেলেন টুকটুক করে।

বাবলু তাঁর যাত্রাপথের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর দরজা বন্ধ করে বিছানায় এসে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। কথা তো দিল ভদ্রলোককে। কিন্তু কী ভাবে কী যে করবে ও তার কিছুই ঠিক করতে পারল না। ভদ্রলোক কত আশা নিয়েই না ছুটে এসেছেন ওর কাছে। অথচ এতবড় একটা দায়িত্বকে কি সুষ্ঠুভাবে পালন করা সম্ভব! যতই ওরা চোর-ডাকাতের মোকাবিলা করুক না কেন, তবু তো সত্যিকারের গোয়েন্দা ওরা নয়। আসলে ওরা কেউ কখনও কোনও শয়তানের জালে জড়িয়ে পড়লে বুদ্ধির জোরে সেই জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে মাত্র। কিন্তু এ যে অথৈ পারাবার।

বাবলু যখন শুয়ে শুয়ে এইসব চিন্তা করছে তেমন সময় একটি কোমল করস্পর্শে ও অনুভব করল এ হাত মায়ের হাত। মা হেসে বললেন, "তা কী করবি ঠিক করলি?"

"কীসের কী?"

"ওই যে ভদ্রলোক এসে যা সব বলে গেলেন।"

"তুমি কী করে জানলে?"

মা হেসে বললেন, "তোর মা আমি। কাজেই গোয়েন্দাগিরি আমিও একটু আধটু জানি। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে আমি সব শুনেছি।"

বাবলু বলল, "কী করি বলো তো মা?"

"কী আর করবি। একবার চেষ্টা করে দ্যাখ। তবে আমার মন বলছে ওরা কেউ বেঁচে নেই।"

বাবলু বলল, "আমি একটা কথা কিছুতেই ভেবে পাই না মা। তোরা খুন-জখম করবি কর। বদলা নিবি নে। কিন্তু অসহায় শিশুগুলো তোদের কী দোষ করেছিল? জৈন ভদ্রলোকের ওই ছেলেটাকে জাল ইঞ্জেকশন দিয়ে মেরে ফেলার কী কোনও দরকার ছিল? কাঞ্চন আর কুন্তলকে অপহরণ করার বা মেরে ফেলার মধ্যে সার্থকতা কী? শশাঙ্কবাবুর ওপর রাগ, তাকে জখম করার মধ্যে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার না হয় একটা কারণ থাকতে পারে। কিন্তু ওই অসহায় শিশুগুলোকে কেন মারতে গেলি তোরা?"

মা বললেন, "আমি মা হয়ে যদিও বলতে পারি না ওই দূর দেশে গিয়ে ওই ধরনের শত্রুর তোরা মুখোমুখি হ। তবুও বলি, খুব ঠান্ডা মাথায় বুদ্ধি খাটিয়ে ছেলে-মেয়ে দুটোকে একটু খুঁজেপেতে বের করবার চেষ্টা কর।"

"তোমার আশীর্বাদ নিয়ে তাই আমরা করব মা। ওদের কোনও ডেড বডি যখন পাওয়া যায়নি তখন ওদের জন্য একটু আশা মনের কোণে রাখলে ক্ষতি কী?"

এমন সময় দরজায় টকটক শব্দ।

মা বললেন, "বিলু এসেছে নিশ্চয়ই।"

"তুমি কী করে বুঝলে বলো তো মা?"

"তোদের চলার শব্দগুলো পর্যন্ত আমি চিনি।"

বাবলু দরজা খুলেই দেখল বিলু।

বিলু ঘরে ঢুকল বলল, "ওই খোঁড়া ভদ্রলোক এখানে কী করতে এসেছিল রে?"

মা বললেন, "ছিঃ বিলু। কোনও মানুষকেই তার প্রতিবন্ধকতার জন্য ওইরকম কানা-খোঁড়া বোলো না। ওঁর ওইরকম অবস্থার জন্য মানুষ দায়ী। উনি তো নন। কোনও-কোনও ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক দুর্ঘটনাও দায়ী হয়। তাই বলে তাকে বিদ্রূপ করবে? আজ কোনও একটা দৈব কারণে তোমার পা'টাও ভাঙতে পারে। তোমার ওই চোখদুটোও অন্ধ হয়ে যেতে পারে। সেজন্য কী তুমি দায়ী? এই যে পঞ্চুর একটা চোখ নেই, সে দোষ কী ওর?"

বিলু বলল, "আপনি ঠিকই বলেছেন। আসলে আমি ঠিক বিদ্রূপ করে বলিনি। এমনই বলে ফেলেছি। তবে আর কখনও বলব না।"

"না, বোলো না। অন্যে যে যাই বলুক। তোমরা ভাল ছেলে। তোমরা কেন বলবে?"

মা চলে গেলেন।

বাবলু বলল, "তুই কী করে জানতে পারলি? উনি তো অনেক আগেই চলে গেছেন।"

"আমি রাস্তায় ছিলাম। কথা বলছিলাম একজনের সঙ্গে। তখনই দেখলাম উনি এখান থেকে বেরিয়ে একটা রিকশায় উঠলেন।"

"তাই বল।"

বিলু ধপ করে সোফায় বসে দেহটা ছড়িয়ে দিয়ে খবরের কাগজটায় চোখ বোলাতে-বোলাতে বলল, "যেখানে যাওয়ার কথা ছিল যাবি তো?"

"কালাকার স্ট্রিটে? হ্যাঁ যাব।"

বাবলু পরদা সরিয়ে ভেতর ঘরে চলে গেল। আর বিলুর গলা পেয়েই পঞ্চু ছুটে এসে ওর পায়ের কাছে ঘুরে-ফিরে ঘনঘন লেজ নাড়তে লাগল।

একটু পরে চা-বিস্কুট নিয়ে ঘরে ঢুকল বাবলু। তারপর একটা কাপ বিলুকে দিয়ে নিজের কাপে দু'-একটা চুমুক দিয়ে বলল, "ওই যে ভদ্রলোক এলেন। কেন, কী বৃত্তান্ত কিছু জিজ্ঞেস করলি না তো?"

বিলু উৎসাহিত হয়ে বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ। সত্যিই তো? ভদ্রলোক কে?"

"উনি মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ভোপাল থেকে এসেছেন। ওঁর নাম শশাঙ্কশেখর বসুরায়।"

"কী ব্যাপার!"

"ব্যাপার খুবই গুরুতর। একটা জটিল তদন্তে হয়তো দু'-একদিনের মধ্যেই আমাদের ভোপালে যেতে হবে।"

"বলিস কী রে! এ তো দেখছি মেঘ না চাইতেই জল।"

"কেন?"

"আমার কিন্তু ক'দিন ধরেই খুব একটা বাইরে যাওয়ার ইচ্ছে করছিল।"

বাবলু বলল, "সে আশা অচিরেই পূর্ণ হবে। তবে বিলু, এবারের এই অভিযানের ওপর কিন্তু আমাদের মান-মর্যাদার ব্যাপারটা সম্পূর্ণরূপে জড়িয়ে আছে। আমরা কিন্তু আলেয়ার পেছনে ছুটতে যাচ্ছি এবার।"

"কীরকম?"

বাবলু বলল, "শোন তবে।" বলে এক-এক করে সব কথা খুলে বলল বিলুকে।

বাবলু বলল, "পাঁচ বছর আগে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া ওই ছেলে-মেয়েদুটোর সন্ধান নিতে যাওয়া মুখের কথা নাকি? এ অসম্ভব। এ কাজের দায়িত্ব তুই কেন নিলি বাবলু?"

"নিলাম এই কারণে যে, না নেওয়া ছাড়া কোনও উপায় ছিল না। প্রথমত, ভদ্রলোক অনেক আশা নিয়ে ছুটে এসেছেন। দ্বিতীয়ত, এই কাজের ওপর আমাদের সুনাম নির্ভর করছে। তৃতীয়ত, এ কাজের পারিশ্রমিক লক্ষাধিক টাকা।"

"গুলি মারো টাকাতে। কী দরকার টাকার? তুই বরং ওই দশ হাজার টাকাটাও ফিরিয়ে দে। এখনও বলছি এ কাজের দায়িত্ব নিস না।"

"আমি নিয়েছি। কেন না, এত অভিযানের সাফল্যের পর এই অভিযানে পিছিয়ে আসার গ্লানি আমি বইতে পারব না।"

বিলুর মুখও ম্লান হয়ে গেল। বলল, "তা অবশ্য সত্যি। পাণ্ডব গোয়েন্দারা ভয়ে পিছিয়ে গেল এ-কথা শোনার আগে মরে যাওয়া ভাল।"

"তবে? লড়াই না করে মরার চেয়ে লড়ে মরাটা ভাল নয় কী?"

"এখন তা হলে চল, যে কাজের জন্য এসেছি সেটাকে সেরে আসি।"

"হ্যাঁ চল। কাল সন্ধেবেলা পঞ্চুর কুড়িয়ে পাওয়া ওই মানিব্যাগটা সর্বাগ্রে তার আসল মালিককে ফিরিয়ে দিয়ে আসি।" এই বলে বাবলু অন্য জামাপ্যান্ট পরে মানিব্যাগটা পকেটে নিয়ে মাকে দরজায় খিল দিতে বলে বিলুর সঙ্গে বাইরে এল। ওদের গন্তব্য এখন কালাকার স্ট্রিটে। কলকাতার বড়বাজারে।

॥ তিন ॥

বড়বাজারে বাস থেকে নেমে কালাকার স্ট্রিটে ঢুকে লছমি নারায়ণ মন্দিরের কাছে একটি চারতলা ফ্ল্যাট বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল দু'জনে। ঠিকানাটা ভাল করে মিলিয়ে দেখল। হ্যাঁ, এই সেই বাড়ি। তবুও পাশের একটি দোকানে জিজ্ঞাসাবাদ করে সেই বাড়ির দোতলায় উঠে ডোর-বেলে চাপ দিয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ।

ময়লা পাজামা আর ছেঁড়া গেঞ্জি পরা একজন লোক সজোরে দরজাটা খুলে খুব অভদ্র ভঙ্গিতে ওদের বলল, "ক্যা চাহিয়ে?"

বাবলু বলল, "মি. জয়সওয়াল আছেন?"

"কাঁহা সে আয়া তুম?"

"আমরা একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

"উয়ো ঘরমে নেহি হ্যায়। যাও ভাগো।"

বাবলু রেগে বলল, "যাও ভাগো মানে? এ কি কুকুর তাড়াচ্ছেন নাকি?"

লোকটি আরও রেগে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই বাবলুর জামার কলার ধরে বলল, "বুরা বাত বলোগে তো উপরসে ফিক দেগা একদম।"

বিলু তেড়ে আসছিল। বাবলু ওকে আটকাল।

লোকটি ওদের মুখের সামনেই দড়াম করে বন্ধ করে দিল দরজাটা।

হতচকিত বাবলু ও বিলু রাগে অপমানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সেই বন্ধ দরজার সামনে।

এমন সময় ঘরের ভেতর থেকে বেশ ভারিক্কি গলায় কে যেন বলে উঠল, "কৌন আয়া রে?"

লোকটির বিরক্তির গলা শোনা গেল এবার, "আরে দো বাঙালি বাচ্চা চানদা লেনে আয়া।"

বাবলু বুঝতে পারল নিশ্চয়ই চাঁদা দেওয়ার ব্যাপারে কারও সঙ্গে ওদের কোনও মনোমালিন্য ঘটেছে, তাই এই দুর্ব্যবহার। তবুও যার সঙ্গে যাই ঘটে থাকুক না কেন এসব ব্যাপারে একটু ভদ্র হওয়া উচিত। কেন না, ওরা যদি সত্যিই স্থানীয় কোনও ক্লাবের ছেলে হত বা চাঁদা নিতে আসত, তা হলে তো কুরুক্ষেত্র বেধে যেত এতক্ষণে।

যাই হোক, বাবলু তবুও উত্তেজিত না হয়ে দু'-একবার দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলল, "আরে খুলুন তো। আমরা চাঁদা নিতে আসিনি।"

কিন্তু বন্ধ দরজাও খুলল না। কেউ কোনও সাড়াও দিল না।

বিলু তখন বাবলুর হাতে টান দিয়েছে, "তুই চলে আয় তো বাবলু। দরকার নেই অত ভালমানুষীর। টিকিটগুলো ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে টাকাগুলো নিয়ে আমরা বরং পিকনিক করি গে চল।"

বাবলু বলল, "কী দরকার পরের পয়সায় মজা করে? যাওয়ার সময় থানায় জমা দিয়ে যাব।"

"থানায় জমা দেব? এর চেয়ে হাওড়া ব্রিজের ওপর থেকে গঙ্গায় ফেলে দেব সেও ভাল।" বলে প্রায় টানতে-টানতেই বাবলুকে নিয়ে চলল বিলু।

ওরা যখন অর্ধপথে তেমন সময় সিঁড়ির ওপর থেকে ঝুঁকে পড়ে বেশ সুরেলা গলায় কে যেন ডাকল ওদের, "শুনিয়ে!"

বাবলুরা ফিরে তাকিয়ে দেখল, ওদেরই বয়সি স্কার্ট পরা একটি ফুটফুটে কিশোরী ঝুঁকে পড়ে ডাকছে ওদের। বেশ হাসিহাসি সরলতায় ভরা চোখ-মুখ।

ওরা ওর দিকে তাকিয়ে বলল, "আমাদের ডাকছ?"

"জি হাঁ।"

ওরা ওপরে উঠতেই মধুর হাসিতে মুখ ভরিয়ে মেয়েটি বলল, "তুম কিসকো মাংতা?"

"মি. জয়সওয়ালকে।"

"চানদা লেনে আয়া?"

বাবলুর মুখ দিয়ে এবার হিন্দি বেরিয়ে এল, "নেহি।" তারপর বলল, "চাঁদার জন্য আসিনি আমরা। এসেছি অন্য কারণে।"

ওদের কথা বলার সময়েই একজন বিশাল শরীর মধ্যবয়সি ভদ্রলোক ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, "অন্দর আ যাও বেটা। ম্যায় হুঁ মি. জয়সওয়াল।"

বাবলু, বিলু অবাক চোখে তাকিয়ে রইল ভদ্রলোকের দিকে। কেন না, এমন দীর্ঘ উন্নত ও মজবুত শারীরিক গঠনের মানুষ খুব কমই দেখা যায়।

জয়সওয়ালজি বললেন, "ও মেরা ছোটা ভাই। ওর একটু দিমাক খারাপ আছে। তোমরা কুছু মনে কোরো না বাবা।" বলেই মেয়েটিকে বললেন, "পুষ্পা, তুম ঘর মে বৈঠাও ইন দোনোকো।"

বাবলু-বিলু দু'জনেই ঘরে ঢুকতে একটু ইতস্তত করছিল দেখে জয়সওয়ালজি বললেন, "ডরো মাত। ও আর কুছু বলবে না।"

পুষ্পা নামের মেয়েটি তেমনই হাসিখুশি মুখে ওদের নিয়ে গিয়ে সোফায় বসতে বলল। তারপর যেন কত দিনের পরিচিত এমন ভাব দেখিয়ে নিজের মনেই গুনগুন করে গান গাইতে-গাইতে এ-ঘর ও-ঘর করতে লাগল। এমন সময় হঠাৎই একটি বিকট চিৎকার কানে এল ওদের, "মুঝে মাত মারো। মাত মারো মুঝে।"

বাবলু পুষ্পাকে জিজ্ঞেস করল, "কী হল! কেউ ওকে মারছে বুঝি?"

পুষ্পা হেসে বলল, "না না। ওর মাথাটা থেকে-থেকে খারাপ হয়ে যায়। তখন যা মনে আসে তাই বলে চেঁচায় ও। ক'দিন বেশ ছিল। কাল থেকেই একটু বাড়াবাড়ি করছে। অথচ একেবারে পাগলও নয়।"

"ওকে ডাক্তার দেখানো হচ্ছে না?"

"ইসি লিয়ে তো হিঁয়া আয়া হুঁ।"

"তোমাদের দেশ কোথায়?"

"এম পি-তে।"

বাবলু বলল, "তুমি বেশ পরিষ্কার বাংলা বলতে পারো দেখছি।"

পুষ্পা হাসল।

একটু পরেই জয়সওয়ালজি ঘরে ঢুকলেন। তারপর বাবলুদের সামনে বসে হাসিমুখে বললেন, "বলিয়ে ক্যা সমাচার?"

বাবলু কোনও কথা না বলে মানিব্যাগটা পকেট থেকে বের করে জয়সওয়ালজির হাতে দিয়ে বলল, "দেখুন তো এটা আপনার কিনা?"

জয়সওয়ালজি মানিব্যাগটা হাতে নিয়েই লাফিয়ে উঠলেন, "আরে! এ তুমহে কাঁহা মিলা?"

"এটা আপনারই তো?"

"ইয়ে মেরা হি হ্যায়। লেকিন তুমনে তো কামাল কর দিয়া ভাই।"

পুষ্পাও ব্যাগটা দেখেই অবাক হয়ে গেল। বলল, "এটা কোথায় পেলে তোমরা?"

"বলছি। তার আগে খুলে দেখো ভেতরের জিনিসগুলো সব ঠিকঠাক আছে কিনা?"

জয়সওয়ালজি নিজেই মানিব্যাগ খুলে টাকা এবং টিকিট দেখে নিলেন।

পুষ্পা আনন্দে বিগলিত হয়ে বলল, "ওঃ। তোমরা যে কী উপকার করলে, তা কী বলব!"

জয়সওয়ালজি বললেন, "দেখো ভাই, বাংলা মে আমি অনেকদিন আছে। এই কলকাতা শহরেই আমার বিশ সাল হয়ে গেল। আমার নসিব ভাল যে এই ব্যাগটা দু'জন বাঙালি বাচ্চার হাতে পড়ে গিয়েছিল। অন্য কারও হাতে পড়লে সব রুপিয়া চোট করে দিত। তা ছাড়া এর ভেতরে আমার মুলুক যাওয়ার টিকিট ভি ছিল। সেইজন্য আমার মন এত খারাপ হয়ে গিয়েছিল যে, কুছু ভাল লাগছিল না। কেন না, আজকের দিনে গাড়িতে একটা রিজার্ভেশন পাওয়া খুবই ভাগ্যের ব্যাপার। রুপিয়া দিলে ভি ও চিজ মিলে না।"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ, সেইজন্যই আমরা সব কাজ ফেলে এখানে এলাম এটা আপনাদের দেব বলে। পরশুই তো আপনাদের জার্নি ডেট। তাই না?"

"হ্যাঁ।"

টিকিট ফিরে পাওয়ার ব্যাপারে সবচেয়ে খুশি মনে হল পুষ্পাকে। ও একেবারে উপচে পড়ে বলল, "সত্যি, তুম কিতনি আচ্ছি হো।"

জয়সওয়ালজি বললেন, "আরে পুষ্পা, তেরি মাজিকো বুলা না। মিঠাই খিলা দো ইন দোনো কো।"

পুষ্পা ছুট্টে ঘরের ভেতর চলে গেল।

একটু পরেই এক সুন্দরী ভদ্রমহিলা হাসিমুখে দুটি প্লেটে কচুরি, লাড্ডু আর মুগের বরফি এনে ওদের দু'জনকে দিলেন। আর দু' হাতে দু' গ্লাস জল নিয়ে পুষ্পা এসে ওদের সামনে বসিয়ে রাখল।

ভদ্রমহিলা বললেন, "খা লো বেটা।" তারপর বললেন, "আমি বহুত খুশি হয়েছি তোমরা টিকিট ফেরত দিতে এসেছ বলে। না হলে কী যে হত! আমার তো খুব মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আজকালকার দিনে এইরকম কেউ করে না। তার ওপর অত টাকা হাতে পেলে কেউ ছাড়ে? কী নাম আছে তোমাদের?"

বাবলু-বিলু ওদের নাম বলল।

"তোমরা লিখাপড়া করো নিশ্চয়? বাড়ি কোথায়?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ লেখাপড়া করি বইকী! বাড়ি হাওড়ায়।"

জয়সওয়ালজি বললেন, "তুমহারা অ্যাড্রেস হামকো লিখ দিজিয়ে।"

বাবলু একটা কাগজ নিয়ে ঠিকানাটা লিখে দিল।

"আমি একদিন তোমাদের বাড়ি যাবে। তোমাদের মা-বাবার সঙ্গে মুলাকাত করবে। ইউ আর রিয়্যালি গুড বয়।" বলে দু'জনের দিকে দুটো একশো টাকার নোট এগিয়ে দিলেন।

বাবলু বলল, "মাফ করবেন জয়সোয়ালজি। এ টাকা তো আমরা নিতে পারব না।"

পুষ্পা বলল, "নিতেই হবে তোমাদের।"

জয়সওয়ালজি বললেন, "কাহে কো? এই রুপিয়া তোমরা না পেলে আমার তো সব কুছ চোট হয়ে যেত। আমি খুশ হো কর মাত্র দু'শো টাকা তোমাদের মিঠাই খানেকে লিয়ে দিচ্ছি।"

বাবলু বলল, "না। তা কেন? মিঠাই তো আমরা খাচ্ছিই। আবার নতুন করে কী খাব?"

পুষ্পা তখন টাকা নিয়ে জোর করে ওদের পকেটে গুঁজে দিতে গেল। কিন্তু বাবলুরা কিছুতেই সে টাকা নিল না।

বাবলু আর বিলু কচুরি মিষ্টি ইত্যাদি খেতে খেতে বলল, "আচ্ছা জয়সওয়ালজি ওই মানিব্যাগটা আপনি কোথায় হারিয়েছিলেন মনে আছে? না কি আপনার পকেটমার হয়েছিল?"

"না না। পিক পকেট হয়নি। কাল সন্ধের সময় আমি একবার বাবুঘাটে গিয়েছিলাম। তা ওইখানে আমার

এক দোস্তের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। একটা জিনিস কিনবার জন্য তাকে কুছু টাকা দিতে গিয়েই দেখি আমার এক পুরানা দুশমন আমাকে দূর থেকে ওয়াচ করছে। তখন সাম কি টাইম ছিল। তাই তাড়াতাড়ি মানিব্যাগটা পকেটে রেখে একটা ট্যাক্সি ধরে পালিয়ে আসি। ওহি সময় পাকিটমে রাখতে গিয়েই ব্যাগটা গিরে যায়।"

বাবলু বলল, "বুঝেছি।"

"তারপর মকান পৌঁছে ট্যাক্সি ভাড়া দিতে গিয়ে বুঝতে পারি সত্যানাশ হয়ে গেছে। তা কী আর করি, মন খারাপ করে বসে রইলাম। এমন সময় তোমরা এলে।"

"তার মানে আপনিও চলে এসেছেন, আমরাও গেছি। একটু দেরি হলে অন্য কেউ পেয়ে যেত। ভাল লোক হলে ফেরত দিত, না হলে মেরে দিত টাকাগুলো।"

ভদ্রমহিলা বললেন, "ইসি লিয়ে তো আমি তোমাদের ওপর সন্তোষ আছি। তোমরা খুব ভাল ছেলে। আমার লেড়কির শাদিতে তোমরা আসবে।"

বাবলু বলল, "আপনার লেড়কির শাদি কবে?"

"দো মাহিনাকে বাদ।"

"বেশ তো, নিশ্চয়ই যাব।"

বিলু বলল, "কোথায় হবে বিয়েটা? এখানে, না আপনাদের মুলুকে?"

"মুলুকমেই হোগা।"

বাবলু-বিলু খাওয়া শেষ করল।

ভদ্রমহিলা বললেন, "চায় পিয়োগে?"

"হলে একটু মন্দ হত না।"

"বইঠো তুম।" বলে ভেতরে চলে গেলেন।

বাবলু বলল,"আচ্ছা জয়সওয়ালজি! আপনি তো ইন্দোরের লোক। আমরাও খুব শিগগির ইন্দোর যাচ্ছি। হয়তো দু'-একদিনের ভেতরেই যাব। তা আপনি কি একটা ব্যাপারে আমাদের একটু হেল্প করতে পারেন?"

জয়সওয়ালজি উৎসাহিত হয়ে বললেন, "জরুর। তুমহারে লিয়ে হাম সব কুছ কর সকেঙ্গে। লেকিন কব যাওগে তুম?"

"এই তো বললাম, দু'-একদিনের ভেতরেই। অবশ্য আগে আমরা ভোপাল যাব। তারপর ইন্দোর।"

"পহলে ভোপাল, উসকে বাদ ইন্দোর? কুছু কাম আছে ওখানে, না ঘুমনেকে লিয়ে?"

"কোনও কাজ নেই। এমনই বেড়াতে যাব। তা ছাড়া আমরা ছেলেমানুষ। আমাদের আর কী কাজ থাকতে পারে?"

"না। তোমাদের বাবুজির তো অফিস কা কোনও কাম থাকতে পারে?"

"সেসব কিছুই নেই। আমরাই যাব। সঙ্গে আমাদের বন্ধুরা যাব। আমরা ভোপালে গিয়ে সাঁচি দেখব। বিদিশা দেখব। তারপর ইন্দোর যাব।"

"বিদিশামে ক্যা হ্যায়? অ্যায়সা খাস কুছ তো নেহি। একদিন তুম সাঁচি যাও, দুসরেকা দিন ভীমবেটকা।"

"ইন্দোরে কী দেখার আছে?"

"বহৎ কুছ। জৈন মন্দির, ছত্রীবাগ, মানিকবাগ, লালবাগ। মলহারগঞ্জমে বড়ে গণপতি কি মন্দির। ছোটা সা শহর। হুঁয়াসে ওঙ্কার যাও, উজ্জয়িন যাও, ধার মাণ্ডব যাও। মেরা মকান ইন্দোরমে নেহি। মাণ্ডবমে, মাণ্ডব।"

বাবলু বলল, "মাণ্ডব! সেটা আবার কোথায়?"

"আরে বাবা, মাণ্ডব নেহি জানতা?"

পুষ্পা বলল, "মাণ্ডব বললে ওরা বুঝবে না। মাণ্ডু বলতে হবে।"

"হাঁ হাঁ মাণ্ডু। রানি রূপমতী কা মাণ্ডু। আনন্দনগরী। সিটি অব জয়।"

বাবলু লাফিয়ে উঠল, "হু-র-র্-রে। সিটি অব জয়। এইবার বুঝতে পেরেছি। তা হলে তো ভালই হল। এই সুযোগে মাণ্ডুটাও আমাদের দেখা হয়ে যাবে। আমরা কোথাও যাই-না-যাই, মাণ্ডু যাবই।"

"অবশ্য যাও। মাণ্ডু হিস্টোরিক্যাল প্লেস। হুঁয়া কা সাইট সিন ভি দেখবার মতো আছে।"

"তা না হয় যাব। কিন্তু ইন্দোরের একটা খবর আমাদের জানবার ছিল।"

"কী জানতে চাও বলো। কোশিস করুঙ্গা।"

"আপনি ইন্দোর শহরে মি. এ কে জৈন নামে কোনও ভদ্রলোককে চেনেন?"

জয়সওয়ালজির মুখটা কেমন যেন কালো হয়ে গেল। বললেন, "হাঁ হাঁ চিনি। লেকিন হুঁয়া তুমহারা কাম ক্যা?"

"আমরা একবার বিশেষ প্রয়োজনে ওঁর সঙ্গে দেখা করব। উনি কোন এলাকায় থাকেন বলতে পারেন?"

জয়সওয়ালজি গম্ভীর গলায় বললেন, "ছত্রীবাগ।'

"আপনার সঙ্গে ওঁর পরিচয় আছে?"

"উনি তো শেরিফ আদমি আছেন। মস্তবড় শেঠ।"

"তা জানি।"

"ঠিক আছে। তুম সব চা পিয়ো। হাম আ রহে। হামকো থোড়া কাম হ্যায়। বজবজ যানে পড়ে গা।" বলে আর একটুও না বসে জয়সওয়ালজি উঠে পড়লেন।

বাবলুরা বুঝল, যে-কোনও কারণেই হোক জয়সওয়ালজি এই প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেতে চান। তাই আর আলোচনা এগোতে না দিয়ে কেটে পড়লেন।

জয়সওয়ালজি চলে যেতেই পুষ্পা চা এনে বাবলু আর বিলুকে দিল।

চা খেতে খেতেই বাবলু বলল, "আচ্ছা পুষ্পা, আমরা যদি তোমাদের দেশে যাই, ধরো এই দু'-একদিনের মধ্যেই, তা হলে তুমি আমাদের সব কিছু ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিতে পারবে?"

পুষ্পা খুশি খুশি মুখে বলল, "তোমরা কি সত্যিই যাবে? যদি যাও তা হলে নিশ্চয়ই তোমাদের সব কিছু দেখিয়ে দেব আমি।"

"আমরা যাবই।"

"তা হলে ভালই হবে। খুব ঘুরব আমরা ওখানে, চারো তরফ শুধু পাহাড়ো—পাহাড় আছে। কিলা, প্যালেস ভি আছে। ইকো পয়েন্ট—বহত কুছ আছে।"

বাবলু বলল, "ঠিক আছে। আমরা আসি। তোমরা তো পরশু যাচ্ছ। আর দেখা হবে না। তোমাদের মাণ্ডুর ঠিকানাটা আমাকে লিখে দাও।"

পুষ্পা বলল, "ঠিকানা লাগবে না। তোমরা বাসস্ট্যান্ডে নেমেই যে সর্দারজির হোটেলটা আছে দেখবে, সেইখানেই আমার নাম, বাবুজির নাম বলবে। তা হলেই পৌঁছে দেবে ওরা। ওই হোটেলটা বাবুজি সর্দারজিকে করে দিয়েছেন।"

"তাই নাকি? তবে তো ভালই হল।"

বাবলু-বিলু হাসিমুখে বিদায় নিল পুষ্পাদের বাড়ি থেকে।

দুপুরবেলা মিত্তিরদের বাগানে জোর আলোচনা বসল ওদের। বাবলু, বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু—সবাই ছিল সেই আলোচনাতে। আর ছিল পঞ্চু। সে কানটা খাড়া করে সব কিছু শুনছিল আর ঘনঘন লেজ নাড়ছিল। সে বেশ বুঝতে পারছিল এই দুরন্ত দুর্বার ছেলে মেয়েগুলো আবার কোনও-না-কোনও বিপজ্জনক অভিযানের ঝুঁকি নিয়ে দূরে কোথাও যাওয়ার পরিকল্পনা করছে।

বাবলুর মুখে সব শুনে ভোম্বল বলল, "তার মানে দু'-এক দিনের ভেতরেই আমাদের দূরপাল্লায় পাড়ি দিতে হচ্ছে, এই তো?"

বিলু বলল, "ইয়েস।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "তা না হয় হল। কিন্তু বাবলুদা, ধরো, যদি শত চেষ্টাতেও আমরা ওই ছেলে-মেয়েগুলোর সন্ধান না পাই?"

"তা হলে বাধ্য হয়েই পরাজয়কে মেনে নিতে হবে।"

সবাই চুপ করে এই অভিযানের গুরুত্বের বিষয় চিন্তা করতে লাগল।

বাবলু বলল, "তবে এই কুটিল রহস্যের অন্ধকারে আমি কিন্তু সামান্য একটু আলোর ইশারা দেখতে পাচ্ছি।"

"কীরকম!"

"জয়সওয়ালজির কাছে মি. জৈনের নাম করতেই উনি হঠাৎ একটু অন্যরকম হয়ে গেলেন কেন?"

বাচ্চু বলল,"হয়তো ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে ওঁর সঙ্গে কোনও বিশেষ পরিচিতির ব্যাপার আছে।"

"আমার কিন্তু তা মনে হয় না। ওঁর চোখে-মুখে কেমন যেন একটা শঙ্কার ভাব ফুটে উঠল দেখলাম।"

"হয়তো কোনও শত্রুতা আছে ওঁর সঙ্গে।"

"থাকতে পারে। এবং সেইজন্যই আমরা কি ধারণা করতে পারি না ওই জয়সওয়ালজি মি. জৈন সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানেন?"

"তা হলে তো ওঁকে চেপে ধরলেই সমস্ত খবরাখবর পাওয়া যাবে। আর সেই সূত্র ধরে এগোলে নিখোঁজ কাঞ্চন-কুন্তলের রহস্যেও আলোকপাত হবে কিছুটা।"

ভোম্বল বলল, "সেইসঙ্গে হয়তো আমরা জেনে যাব ওবেরয় নামের সেই নেপথ্য নায়কটি কে? যার জাল ওষুধের প্রভাবে জৈন হারিয়েছেন তাঁর একমাত্র পুত্রকে।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "দি আইডিয়া!"

বাবলু বলল, "কাঞ্চন-কুন্তলের রহস্য উদ্ধারে এই জয়সওয়ালই এখন আমাদের কাছে একমাত্র আশার আলো। আমার মনে হয় এই অভিযানের শুরুতেই ভগবান হঠাৎ করে এমন একজনকে আনিয়ে দিলেন যাঁর সঙ্গে এই তদন্তের বেশ কিছুটা যোগসূত্র আছে।"

ভোম্বল বলল, "ঠিক তাই।"

বিলু বলল, "তবে আমি কিন্তু খুব একটা আশান্বিত হচ্ছি না।"

বাবলু ছাড়া সবাই ওর মুখের দিকে তাকাল, "কেন! কেন!"

"জয়সওয়ালজির যে-রকম ভাবগতিক দেখলাম তাতে মনে হয় না এ-ব্যাপারে তিনি আমাদের সঙ্গে কোনওরকম আলোচনা করবেন। কেন না, জৈনের নাম শোনামাত্রই যেভাবে উনি আমাদের কাছ থেকে সরে গেলেন তাতে আর আমি ওঁকে ভরসা করতে পারছি না।"

ভোম্বল বলল, "স্বাভাবিক। তবে উনি তো আমাদের উদ্দেশ্যটা জানেন না। ওঁকে সব কথা খুলে বললে হয়তো উনি আমাদের হেল্প করবেন।"

বাবলু বলল, "খেপেছিস। তাই কখনও কেউ বলে? আসলে এই জয়সওয়ালজি মানুষটিই যে কীরকম তাই তো আমরা জানি না। উনি কী প্রকৃতির লোক, ওঁর কীসের ব্যবসা, উনি নিজেই একজন ক্রিমিন্যাল কি না, এসব না জেনে কখনও ওঁর কাছে মুখ খোলে? বিশেষ করে উনি যখন ওই অঞ্চলের লোক এবং জৈন যখন ওঁরই পরিচিত, তখন ওঁর কাছে আমাদের গোপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করলে তো পাকা ঘুঁটি কেঁচে যাবে। মি. জয়সওয়ালও এখন আমাদের সন্দেহভাজন।"

"কী কারণে?"

"প্রথমত, জৈন প্রসঙ্গটা উনি আমাদের ওইভাবে এড়িয়ে গেলেন কেন? দ্বিতীয়ত, বাবুঘাটে উনি কাকে দেখে ভয় পেলেন? ওঁর দুশমনটি কে? ভাল লোক সন্ধের মুখে বাবুঘাটে গিয়ে কাউকে টাকা দেবেন কেন? এবং ওঁর এতই বা ভয় কীসের যে, মানিব্যাগটা পকেটে রাখতে গিয়ে রাস্তায় পড়ে যাবে?"

"তা হলে কীভাবে কী করতে চাস?"

বিলু বলল, "চটজলদি কিছুই কিন্তু করা যাবে না।"

বাবলু বলল, "যা করবার চটজলদিই করতে হবে। কেন না, পরশু দুপুরের গাড়িতেই জয়সওয়ালজি ইন্দোর যাচ্ছেন।"

বিলু বলল, "আচ্ছা বাবলু, একটা কথা চিন্তা করেছিস, টিকিট তো ওঁদের তিনজনের। তা হলে ওঁর ওই পাগল ভাইটি থাকবে কার কাছে?"

"সব এক-এক করে জেনে নেব। আমি ভাবছি, কাল সকালেই একবার পুষ্পার সঙ্গে দেখা করব আমি।"

"তাতে লাভ?"

"লাভ-লোকসান কী হবে জানি না, তবে এমনভাবে ওর সঙ্গে দেখা করব যাতে বেশ কিছুক্ষণ ওকে একা পাই। আর সেই সুযোগে কুরেকুরে ওর পেট থেকে অনেক কথা এমনভাবে বের করব, যাতে আমার আসল অভিসন্ধি ও টেরও না পায়।"

"যদি জয়সওয়ালজির চোখে পড়ে যাস?"

"তা হলেই সব চালাকি ভেস্তে যাবে। কাজেই এমনভাবে দেখা করতে হবে যাতে কারও চোখে না পড়ি।"

বিলু বলল, "তা ছাড়া কাল সকালে তো শশাঙ্কবাবুও আসছেন। ওঁকেও জিজ্ঞেস করে দেখতে পারিস এই জয়সওয়ালজি ওঁর পরিচিত কি না বা লোকটি কীরকম।"

বাবলু বলল, "না না। খবরদার নয়। আমার মন বলছে এই জয়সওয়ালকে ঘিরেই কোনও একটা রহস্যচক্র রয়েছে। যাক, অবস্থা বুঝে অবশ্য ব্যবস্থা করা যাবে।"

বাবলুরা এর পর এই প্রসঙ্গে আর কোনও আলোচনা না করে বাগানময় ঘুরে বেড়াতে লাগল। তারপর সন্ধে হতেই ফিরে গেল যে-যার ঘরে।

রাত্রি তখন ন'টা। বাবলু গভীর মনোযোগে পড়াশোনা করছিল। এমন সময় মা বললেন, "বাইরে একবার দ্যাখ তো বাবলা, মনে হচ্ছে কেউ যেন তোকে খুঁজছে।"

বাবলু ডাকল, "পঞ্চু!"

পঞ্চু 'ভুক ভুক' শব্দ করে বাবলুর পিছু নিল।

বাবলু দরজা খুলে গেটের কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, "কাকে চাই?"

"এটা কি পাণ্ডব গোয়েন্দার বাড়ি?"

"ভেতরে আসুন।"

"তুমিই তা হলে বাবলু?"

"হ্যাঁ।"

এক মধ্যবয়সি ভদ্রলোক বাবলুর পিছু-পিছু ঘরে ঢুকলেন। মাথা-ভর্তি ঘন চুল। সুট-বুট-টাই পরা ভদ্রলোকের চেহারায় বেশ আভিজাত্যের ছাপ আছে। ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে আসন গ্রহণ করে বললেন, "আমার নাম মঙ্গলময় মৈত্র। আমি কালীঘাট থেকে আসছি। আমার বন্ধু শশাঙ্কশেখরের সঙ্গে তোমাদের পরিচয় হয়েছে। তোমরা ওর একটা কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেছ। তা তোমাদের যাওয়ার টিকিট এবং পথ খরচার জন্য সামান্য কিছু টাকা ও আমার হাত দিয়ে পাঠিয়েছে।"

"কিন্তু ওঁর তো কাল সকালে আসবার কথা ছিল।"

"ছিল। কিন্তু বিশেষ একটা জরুরি কাজে ওকে আজকেই চলে যেতে হল। তাই এগুলো আমার হাত দিয়েই পাঠিয়েছে ও।"

বাবলু বলল, "কী এমন জরুরি কাজ যে, একেবারে সাত তাড়াতাড়ি চলে যেতে হল?"

"তা জানি না। তবে বহু কষ্টে আমি সারাদিনের চেষ্টায় শিপ্রা এক্সপ্রেসের প্রথম শ্রেণীতে তোমাদের জন্য একটা কুপে রিজার্ভ করিয়েছি।"

"কবে যেতে হবে?"

"পরশু।"

"কিন্তু...।"

"এর মধ্যে কোনও কিন্তু নেই। এই নাও তোমাদের টিকিট আর দু' হাজার টাকা।"

"বিদিশার ঠিকানা?"

"ও একটা চিঠিও দিয়ে গেছে তোমাদের। তাতেই লেখা আছে সব।"

বাবলু চিঠিটা পড়ে টাকা আর টিকিট হাত পেতে নিল। বলল, "কবে যেতে হচ্ছে তা হলে, পরশু?"

"হ্যাঁ। জার্নি-ডেট টিকিটেই লেখা আছে, দ্যাখো।"

বাবলু একবার টিকিটটা বেশ ভাল করে নেড়েচেড়ে দেখল। তারপর বলল, "আপনি এক কাজ করুন, এই টাকা আর টিকিট দুটোই ফেরত নিয়ে যান।"

"সে কী! কত কষ্টে ভি আই পি কোটায় এই কুপেটা পাওয়া গেছে তা জানো?"

"জানবার দরকার নেই। আমার বাবা এবং মায়ের ঘোর আপত্তি, তাই এই কেসটা আমরা হাতে নিচ্ছি না। ওঁরা কিছুতেই ছাড়তে চাইছেন না আমাদের।"

মঙ্গলময়বাবু বললেন, "সরি। আমি ভুল করে অন্য বাড়িতে ঢুকে পড়েছি। এটা পাণ্ডব গোয়েন্দাদের বাড়ি নয়।"

"আপনি ঠিক বাড়িতেই এসেছেন। তবে কিনা দুঃখের বিষয় আমরা কোনওমতেই এই দায়ভার গ্রহণ করতে পারছি না।"

"কিন্তু কেন?"

"যে কারণে হঠাৎ শশাঙ্কবাবু আমাদের সঙ্গে পরামর্শ না করেই চলে গেলেন।"

"তা হলে কি আমি ফিরে যাব?"

"অবশ্যই।"

মঙ্গলময়বাবু টাকা এবং টিকিট পকেটে রেখে উঠে দাঁড়ালেন।

বাবলু বলল, "কিছু যদি মনে না করেন, এবার তা হলে একটা অন্য কথা বলব। আপনার মেক-আপটা কিন্তু ঠিক হয়নি। এইভাবে কেউ পরচুলা লাগায় না। সাদা জুলফির পাশে আপনার কালো চুলগুলো খুবই বেমানান লাগছে।"

মঙ্গলময়বাবু সঙ্গে সঙ্গে পরচুলা খুলে টাকামাথা বের করলেন। তারপর হাসতে হাসতে বললেন, "এটা আজই নিউমার্কেট থেকে কিনেছি। তোমাদের গোয়েন্দাগিরির কথা আমি অনেকের মুখেই এর আগে শুনেছি। তাই ভাবলাম এটা পরেই তোমাদের কাছে আসি। এতেই বোঝা যাবে এতবড় একটা বিপজ্জনক কাজের ঝুঁকি যারা নিচ্ছে এইসব খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলো তাদের নজর এড়িয়ে যায় কি না।"

বাবলু হেসে বলল, "আপনার এই মনগড়া কথাটা কিন্তু আমি বিশ্বাস করলুম না।"

"এটা তোমার ব্যাপার। তবে আমি শুধু পরীক্ষা করতে চাইছিলাম।"

বাবলু বলল, "যাক-গে। আপনার ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার এখন আমার কোনও প্রয়োজন নেই। শুধু বলুন তো আপনি যদি সত্যিই শশাঙ্কবাবুর বন্ধু হন, তা হলে এখানে এসে উনি কোথায় উঠেছিলেন?"

"কেন? আমার কথা ও কিছু বলেনি? ও আমার ওখানেই উঠেছিল। ও যখনই কলকাতায় আসে তখনই আমার ওখানে ওঠে। আমিই ওর জন্য ভবানীপুরে একটা ছোট বাড়ি দেখে দিয়েছিলাম। সেটি কেনবার জন্যই এবারে ও এখানে এসেছিল। আসলে ওর এখনও বিশ্বাস, ঠিকমতো তদন্ত হলে ও ওর ছেলে-মেয়েদের ফিরে পাবে।"

"তাই নাকি? আচ্ছা এবার আপনাকে অন্য একটা প্রশ্ন করি। আপনি কি মি. জৈন বা ওবেরয় সম্বন্ধে কিছু জানেন?"

"না। আমি সপরিবারে এখানেই থাকি। জমিজমার দালালি করি। একমাত্র পুরী আর বেনারস ছাড়া কোথাও যাইনি আমি। এমনকী, আমার বন্ধুর কাছে ভোপাল বা বিদিশাতেও যাইনি কখনও। কাজেই ওদের কাউকেই চিনি না।"

বাবলু এবার একটু গম্ভীর গলায় বলল, "আপনার বন্ধু পরশু দুপুরবেলা কী করতে চাঁদপালঘাটে গিয়েছিলেন?"

"তা তো বলতে পারব না। তবে ওর অনেকরকম বিজনেস আছে। হয়তো খিদিরপুর থেকে জাহাজে কোনও মাল যাচ্ছিল, তারই ব্যবস্থা করে কোনও কাজে ওদিকে গিয়েছিল।"

"কাল সন্ধেবেলাও কি ওখানে গিয়েছিলেন উনি?"

"কাল আমরা দু'জনেই গিয়েছিলাম।"

"কেন?"

"এ তোমার অবান্তর প্রশ্ন।"

"মোটেই না। প্রতিটি ঘটনার সঙ্গে অন্য আর-একটি ঘটনার যোগসূত্র আছে বলেই জিজ্ঞেস করছি। আপনি কালীঘাটের লোক হয়ে বেড়ানোর জন্য ওই জায়গাটাই বেছে নিলেন কেন?"

"তবে কি কালীঘাটে থাকি বলে দক্ষিণেশ্বরকে বেছে নেব?"

"তা কেন নেবেন? বালিগঞ্জের লেকটাকে বেছে নিলে সেটা কিন্তু আপনার আরও কাছে হত।"

"আমি তোমার সঙ্গে বৃথা বাক্যব্যয় করতে চাই না। তোমাদের টিকিট আর টাকা রইল। যেতে হয় যেয়ো, না যেতে হয় যেয়ো না। আমি চললাম।" বলে টাকা আর টিকিট পকেট থেকে বের করে টেবিলের ওপর রেখে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন।

বাবলু বলল, "এত সহজে এখান থেকে যাওয়া যায় না। আমি আপনাকে ছাড়পত্র না দিলে আপনি কিন্তু যেতেই পারবেন না এখান থেকে। ওই দেখুন।"

মঙ্গলময়বাবু দেখলেন দরজা আগলে বসে আছে দেশি একটি কালো কুকুর। কী ভয়ংকর তার মূর্তি!

বাবলু বলল, "ওর নাম পঞ্চু। ওকে এড়িয়ে এই ঘর থেকে আপনি বেরোতেই পারবেন না। যাক, এখন আপনি আমার তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিন। এক, আজ সকালে আপনার বন্ধু যখন আমাদের বাড়ি এসেছিলেন, তখন আপনি সঙ্গে আসেননি কেন? দুই, আপনার বন্ধুর কীসের ব্যবসা এবং কী ধরনের মালপত্র বিদেশে যায়? তিন, কাল সন্ধেবেলা বাবুঘাটে বেড়াতে গিয়ে সন্দেহজনক কাউকে আপনারা দেখেছিলেন কি না?"

"শোনো, তোমার প্রথম প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে, সকালের দিকে আমি আমার নিজের কাজে এমনভাবে ব্যস্ত থাকি যে, কোথাও যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই আমি শশাঙ্কর সঙ্গে আসতে পারিনি। এমনকী, কালও সকালের দিকে আসতে পারব না বলে আজ রাতেই এসেছি। তোমার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলি, আমার বন্ধুর ওষুধের ব্যবসা ছিল তা তোমরা জানো। এখন ও ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে মানি লেন্ডিংয়ে এবং বিদেশ থেকে কাঁচা ফিল্ম আমদানির ব্যাপারে জড়িত আছে। আর শেষ প্রশ্নের উত্তরে বলি, কাল সন্ধেবেলা বাবুঘাটে সন্দেহজনক কাউকেই আমরা দেখিনি।"

বাবলু আস্তে করে বলল, "চেপে গেলেন।" তারপর বলল, "ঠিক আছে। এবার আপনি যেতে পারেন। আসলে আমার কাজের সুবিধার জন্যই এত কিছু জিজ্ঞেস করলাম।"

মঙ্গলময়বাবু আবার পরচুলাটা মাথায় দিয়ে টাকমাথা ঢেকে দরজার দিকে এগোলেন। যাওয়ার সময় অবশ্য তাঁর নাম-ঠিকানা লেখা কার্ডও একটা দিয়ে গেলেন বাবলুর হাতে।

আর বাবলু? মঙ্গলবাবুকে বিদায় দিয়ে খাওয়া-দাওয়ার পর বিছানায় শুয়ে আগাগোড়া ব্যাপারটা নিয়ে আবার নতুন করে ভাবতে লাগল। অনেক, অনেক রাত পর্যন্ত ঘুমোতে পারল না সে।

॥ চার ॥

পরদিন সকালে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু ও বিচ্ছুকে গত রাতের রহস্যময় মঙ্গল মৈত্রর বৃত্তান্ত বলে বাবলু পুষ্পার সঙ্গে গোপনে দেখা করতে চলল। মধ্য হাওড়া থেকে কলকাতার বড়বাজার কী আর এমন দূর! তাই হাওড়া ময়দান থেকে শিয়ালদহগামী একটা বাসে চাপতেই মিনিট দশেকের মধ্যে বড়বাজারে পৌঁছে গেল। বাস থেকে নেমে কীভাবে যে পুষ্পার সঙ্গে যোগাযোগ করবে সেই কথাই ভাবতে-ভাবতে যাচ্ছিল বাবলু। এমন সময় মেঘ না চাইতেই জল। দেখল মিসেস জয়সওয়াল লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে পুজো দিতে এসে বিগ্রহের সামনে বসে দু' চোখ বুজে কী যেন প্রার্থনা করছেন। আর মন্দিরের বাইরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে লোকজনের চলাফেরা দেখছে পুষ্পা।

বাবলু ওকে দেখে এমন ভান করল যেন খুব একটা জরুরি কাজে এদিকে এসেছিল, হঠাৎই ওকে দেখতে পেয়ে গেছে। বাবলু ওকে দেখেই বিস্মিত হয়ে বলল, "আরে পুষ্পা! তুমি এখানে কী করছ?"

পুষ্পাও এই দুর্লভ মুহূর্তে বাবলুকে দেখে অবাক হয়ে গেল। তাই আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, "তুম হিঁয়া! কাঁহা যা রহে?"

বাবলু বলল, "একটু সত্যনারায়ণ পার্কের কাছে যাচ্ছিলাম। এমন সময় দেখতে পেলাম তোমাকে।"

"চলো, আমাদের ঘরে চলো।"

"না না। এখন আমার কোথাও যাওয়া চলবে না। খুব দেরি হয়ে যাবে।"

"আরে চলো না ভাইয়া।"

বাবলু বলল, "আচ্ছা যাব। আগে আমার আসল কাজটা সেরে আসি। তা ছাড়া কাল এসেছিলাম আবার আজকে আসব, এটা কি ঠিক? তোমার মাজি-বাবুজি কী ভাববেন বলো তো? মনে করবেন কাল অত কচুরি, লাড্ডু খেয়ে লোভ হয়ে গেছে বোধ হয়। তাই হ্যাংলা ছেলেটা আবার এসেছে।"

"না না। কিছু ভাববে না।"

"তার চেয়ে তুমি এক কাজ করো না, আমি আমার কাজটা সেরে আসি। আর তুমিও তোমার মাজিকে বলে এইখানে এসে দাঁড়াও। আমার কথা কিছু বোলো না যেন, বলবে তোমার কোনও বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছ।"

"তারপর?"

"তারপর আমার সঙ্গে তুমি আমাদের বাড়ি যাবে। আমার মা কিন্তু তোমাকে দেখলে খুশি হবেন খুব।"

আনন্দে নেচে উঠল পুষ্পার চোখ দুটো। বলল, "সত্যি?"

"আমি কি মিথ্যে কথা বলছি?"

"তা হলে শোনো, তুমি তোমার কাজ সেরে এইখানেই এসে দাঁড়াও। আমি একটু পরেই তোমার সঙ্গে দেখা করছি। আমার দেরি হলে চলে যেয়ো না যেন। আমি যাবই। আমার মাজি, বাবুজি এক্ষুনি বজবজ চলে যাবেন। ওঁরা গেলেই আমি আসছি।"

"বজবজ চলে যাবেন? কেন?"

ওই যে কাল যাঁকে দেখলে! ওই কাকা! ওঁকে রেখে আসতে।"

"তাই নাকি? কখন ফিরবেন ওঁরা?"

"তা ফিরতে রাত্রি হবে।"

মিসেস জয়সওয়াল তখন পূজাপাঠ সেরে ফিরে আসছেন। বাবলু পুষ্পাকে ইশারা করল। বলল, "আমি আসছি। আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে এ-কথা বোলো না যেন।" বলেই গা-ঢাকা দিল। তারপর একটু এদিক-সেদিক করে আবার এসে দাঁড়াল মন্দিরের সামনে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক কেটে যাওয়ার পর পুষ্পা এল।

বাবলু বলল, "কী হল! যাচ্ছ তো?"

পুষ্পা বলল, "নাঃ। আমার যাওয়া হল না। কাল তো আমরা যাচ্ছি। তাই একগাদা কাজ পড়ে গেল ঘাড়ে। তুমি বরং আমাদের বাড়ি এসো। ওঁরা চলে গেছেন। একেবারে ফাঁকা ঘর। আমরা দু'জনে অনেকক্ষণ ধরে গল্প করব। কেউ কিছুই বলতে পারবে না।"

"বেশ, তাই চলো।"

"আসলে অনেক কাচাকাচির ব্যাপার আছে। তুমি চলো, তোমাকে আমি হিঙের কচুরি খাওয়াব। চা করে খাওয়াব।"

বাবলু তো এইসবই চাইছিল। ওর আসল উদ্দেশ্যই তো ছিল এই। পুষ্পাকে ওদের বাড়ি নিয়ে যাওয়ার টোপটা অছিলা মাত্র। ও চাইছিল ওকে একা পেতে এবং জয়সওয়ালজির ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে।

ওরা কথা বলতে-বলতে পুষ্পাদের ফ্ল্যাটে এল। যাওয়ার সময় দরজায় তালা লাগিয়ে দিয়েছিল পুষ্পা। তাই চাবি খুলে বাবলুকে নিয়ে ঘরে বসাল। তারপর বলল, "তুমি একটু বসো। আমি নীচে থেকে আসছি। গরম-গরম কচুরি নিয়ে আসছি তোমার জন্য।"

পুষ্পা সরল অন্তঃকরণে বাবলুকে ঘরে বসিয়ে চলে গেল দোকান করতে।

আর বাবলু? সে তখন ওর সন্ধানী দুটো চোখ মেলে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল। আর ঘুরে ফিরে দেখতে লাগল সন্দেহজনক কোথাও কিছু পাওয়া যায় কিনা। পাশের একটি ঘরে গিয়ে দেখল এক জায়গায় একটি কার্টুন বোঝাই নানা ধরনের ওষুধ। বিভিন্ন ধরনের ইঞ্জেকশনের অ্যাম্পুল। দেখেই শিউরে উঠল ও। ওর মনের মধ্যে সন্দেহ দানা বেঁধে উঠল। এত ওষুধ এত ইঞ্জেকশনের অ্যাম্পুল এখানে ডাঁই করা কেন? তবে কী জয়সওয়ালজিও কোনও ওষুধ ব্যবসায়ে লিপ্ত? আর-এক জায়গায় দেখা গেল টুকরোটাকরা অনেক সিনেমার ফিল্ম ইতস্তত ছড়ানো। কাটা ফিল্মের টুকরোয় ঘর বোঝাই। একটা ফিল্ম তুলে নিয়ে আলোয় দেখল বাবলু। দেখেই ফেলে দিল। বাজে ছবি। তার মানে জয়সওয়ালজি শুধু ওষুধের ব্যবসা নয়, নানারকম ফিল্ম তৈরির সঙ্গেও যুক্ত। যাই হোক, ও কয়েকটা ওষুধ, ইঞ্জেকশনের অ্যাম্পুল এবং কাটা ফিল্ম পকেটে পুরে আবার এ-ঘরে এসে বসল।

একটু পরেই হাসিখুশি পুষ্পা এল খাবার নিয়ে। কচুরি, অমৃতি, গজা কত কী এনেছে। ডিশ ভর্তি করে সেইসব বাবলুকে দিয়ে নিজেও নিল পুষ্পা।

বাবলু বলল, "ভাগ্যিস ওই মানিব্যাগটা কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। তাই তোমার মতো একটি বোন পেলাম। আমার খুব আনন্দ হচ্ছে পুষ্পা তোমাকে পেয়ে। তুমি তো কাল যাচ্ছ। আমরাও কিছুদিনের মধ্যেই যাচ্ছি। আমরা যাব পাঁচজন। তার মধ্যে দুটি মেয়েও আছে। তুমি কিন্তু ওখানে যা কিছু দেখার সব ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেবে। কেমন?"

"জরুর দেগা। ওখানে আমাদের চম্পাদিদি আছে। সঞ্জুদাদা আছে। আমার আরও দোস্ত ভি আছে।"

"চম্পাদিদি কে?"

"বাবুজির লেড়কি।"

"তুমি তা হলে কে?"

"আমি বাবুজির লেড়কির মতন।"

বাবলুর বুকটা কেঁপে উঠল একবার। মরুভূমিতে মরীচিকার মতো হলেও কিছু একটু যেন দেখা গেল। দারুণ একটা সম্ভাবনায় ওর সমস্ত অন্তর আশার আলোয় ভরে উঠল। বলল, "তোমার মা-বাবা নেই?"

পুষ্পা ঘাড় নেড়ে করুণভাবে বলল, "না।"

"তুমি কতদিন আছ এ-বাড়িতে?"

"খুব ছোটি উমরসে আছি। আমার মা-বাবা মরে গেলে গ্রামের লোকেরা আমাকে বাবুজির কাছে রেখে যায়। আমি বাঙালি। এদের সঙ্গে থেকে-থেকে আমার কথায় হিন্দি টান এসে গেছে। না হলে আমি ভাল বাংলা বলতে বা বুঝতে পারি। শুধু লিখতে পারি না।"

"তোমার দেশ কোথায় ছিল জানো? কিছু কি তোমার মনে আছে?"

"হ্যাঁ। আমার দেশ ছিল জয়পুরে।"

যেটুকু আশার আলো বাবলুর চোখের তারায় নেচে উঠেছিল তা নিমেষে ম্লান হয়ে গেল। বলল, "জয়পুর! সে তো রাজস্থানে!"

"আরে না-না। সে জয়পুর নয়। হাওড়া-আমতার কাছে যে জয়পুর আছে, সেইখানে।"

"তাই বলো। তা হলে তোমার মাজি যে কাল বললেন মেয়ের বিয়ের হলে দিনরাত টোটো করে ঘুরতে পারবে আমাদের সঙ্গে।"

"ঘুরবই তো।"

"আচ্ছা, তোমাদের এই যে কাকা, মানে যাঁর মাথা খারাপ, উনি কতদিন এইভাবে আছেন?"

"অনেকদিন। তবে সব সময় এইভাবে থাকেন না। আমাদের ডাক্তার-জেঠু এসে ওঁকে ইঞ্জেকশন দিলেই উনি বেশ কিছুদিনের জন্য পাগলামি শুরু করে দেন।"

"তা হলে ওঁকে ইঞ্জেকশন দেন কেন?"

"পাগল ভাল করার এইটাই নাকি নিয়ম।"

"তোমার ডাক্তার-জেঠু থাকেন কোথায়?"

"বজবজে। উনি বাবুজির দোস্ত আছেন। কাকাকে ওঁর কাছে রেখে আমরা ইন্দোর যাব। কেন না, চম্পাদিদির বিয়ে তো। যদি সেই সময় কোনও বাড়াবাড়ি করেন তাই। তা ছাড়া কাকার ব্রেন অপারেশন হবে। এতে হয় উনি মরবেন, না হলে একেবারে ভাল হয়ে যাবেন।"

বাবলু নিজের মনেই হাসল। আর বিড়বিড় করে বলল, "ভাল হাওয়ার জন্য তো নয়। মারবার জন্যই ওঁকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।" তারপর বলল, "আচ্ছা, তোমার বাবুজির কীসের ব্যবসা বলতে পারো?"

পুষ্পা হেসে বলল, "আমার বাবুজির তো একরকমের ব্যবসা নয়। ফিল্মের ব্যবসা, ওষুধের ব্যবসা—সবরকম আছে। তা ছাড়া শুধু তোমাকে বলেই বলছি, বিদেশ থেকে বেআইনি জিনিস আনা-নেওয়া করেন বাবুজি। কাউকে বলবে না কিন্তু। চুপিচুপি, কেমন?"

বাবলু বলল, "না না, কাউকেই বলব না। আচ্ছা, এবার বলো তো, তোমার বাবুজির বিষয়-সম্পত্তি কীরকম আছে দেশে?"

"অনেক। বহুত খেতি-জমিন আছে। আন্ডারগ্রাউন্ড স্টুডিয়ো আছে। দাওয়াই তৈরির ল্যাবরেটরি আছে।"

"বুঝে গেছি। আচ্ছা পুষ্পা, তুমি তোমার ওই বাবুজির দোস্ত ডাক্তার-জেঠুর ঠিকানাটা আমাকে দিতে পারো?"

"ও তো আমার জানা নেই। এমনকী ওখানে কখনও যাইওনি আমি।"

"তা না হয় না গেলে। তোমার ডাক্তার-জেঠুর নামটা অন্তত বলতে পারবে তো?"

"তাও পারব না। বাবুজিও তো ওঁকে 'ডাক্তার-ডাক্তার' বলেই ডাকেন। খুব রাশভারী লোক উনি। কম কথা বলেন।"

"কিন্তু ঠিকানাটা যে আমার চাই।"

পুষ্পা এবার ভয়ে ভয়ে বলল, "ও তো আমি দিতে পারব না। তা ছাড়া ওঁর ঠিকানা নিয়ে তুমি কী করবে?"

"সে তুমি বুঝবে না। ঠিক আছে, একজনকে যখন পেয়েছি তখন আর একজনকেও খুঁজে বের করতে অসুবিধে হবে না।"

"আমি তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"বুঝতে তুমি পারবেও না। যাকগে, আমি যে এসেছিলাম এ-কথা যেন বোলো না কাউকে। তোমার সঙ্গে তা হলে আবার দেখা হবে মাণ্ডুতে। অবশ্য আমার একার সঙ্গে নয়। আমাদের সকলের সঙ্গে।"

বাবলু আর বসল না। যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল।

পুষ্পা বলল, "কী ব্যাপার! এক্ষুনি চলে যাচ্ছ যে? চা খাবে না?"

বাবলু বলল, "উঁহু। আর চা খাওয়ার সময় নেই। আমার এক জায়গায় যাওয়ার কথা ছিল, একদম ভুলে গিয়েছিলাম সেটা। আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে সেখানে।"

পুষ্পা ওকে সিঁড়ির মুখ পর্যন্ত এগিয়ে দিল।

বাবলু যখন বাড়ি ফিরল দুপুর তখন দুটো। বাড়িতে সবাই হানটান করছিল ওর জন্য। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু—সবাই। সেইসঙ্গে ওর মা-ও।

সবাই বলল, "কী রে! এত দেরি হল কেন? কখন গেছিস তুই মনে আছে?"

"আমার কি একটা কাজ? পুষ্পার সঙ্গে দেখা করলাম। কালীঘাট গেলাম। হাওড়া স্টেশনে টিকিট কাটলাম। এক রহস্যের জট খুলতে গিয়ে আর-এক রহস্যজালে জড়িয়ে পড়েছি এখন।"

বাবলুর কথার অর্থ কেউ বুঝতে না পেরে সবাই সবাইয়ের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল।

ভোম্বল বলল, "শুনি তা হলে ব্যাপারটা কী?"

বাবলু এক-এক করে সব কথা খুলে বলল। তারপর বলল, "আমাদের সামনে এখন মস্ত একটি জিজ্ঞাসা-চিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ওই মি. জয়সওয়াল। ওঁকে ঘিরেই রহস্য যেন ক্রমশ দানা পাকিয়ে উঠছে। আরও রহস্যময় বজবজের ওই ডাক্তারবাবু। যিনি নাকি পাগলের চিকিৎসা করেন। শশাঙ্কবাবুর স্ত্রীর বৃত্তান্ত শুনেছিস তো? উন্মাদ হয়ে ধার শহরের পথে-পথে ঘুরছিলেন। এদিকে জয়সওয়ালের ভাইয়ের ব্যাপার হল তাঁকে নাকি ইঞ্জেকশন দিলেই তিনি অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়েন। এর ওপর কার্টুন বোঝাই ওষুধ, বেআইনি জিনিস—সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।"

বিলু বলল, "শশাঙ্কবাবুও তো ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে যুক্ত তাই না?"

"তা হলেই বোঝো। দু'জনেরই যাতায়াত বাবুঘাটে। এ ছাড়াও হঠাৎ করে শশাঙ্কবাবুর চলে যাওয়া, বাবুঘাটে জয়সওয়ালজির পুরনো দুশমনকে দেখে ভয় পাওয়া, সমস্ত ঘটনার পেছনেই কেমন যেন একটা রহস্য মাখানো আছে। আরও রহস্য এই, কালীঘাটে মঙ্গলময়বাবুর বাড়িতে গিয়ে এই মর্মান্তিক দুঃসংবাদ পেলাম।"

"কীরকম!"

"কাল রাতে সম্ভবত আমাদের এখান থেকে ফিরে যাওয়ার সময় উনি এক অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে নিগৃহীত হন। এখন পি জি-তে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন।"

সবাই রুদ্ধশ্বাসে শুনে গেল সব কিছু। কিন্তু কেউ কোনও কথা বলতে পারল না। ঘরের মধ্যে তখন একটা সূচ পড়লেও শব্দ হবে বুঝি।

অনেক পরে বিলু বলল, "তুই চট করে জয়সওয়ালকে আমাদের ঠিকানাটা লিখে দিতে গেলি কেন?"

"ওইটাই ভুল হল রে। আসলে জয়সওয়ালজি তখন তো আমাদের সন্দেহভাজন হননি। তা ছাড়া আমার মনে হয় আমরা যে ওঁর ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করছি এটা বোধ হয় উনি এখনও ঠিক বুঝতে পারেননি। আর এও বুঝতে পারছি এই ধরনের কোনও বিপদের গন্ধ পেয়েই শশাঙ্কবাবু আগেভাগেই সরে পড়েছেন এবং ওঁর হয়ে কাজ করতে গিয়ে টাক-মাথা পরচুলায় ঢেকেও রেহাই পাননি মঙ্গল মৈত্র। অথচ ছদ্মবেশ ধারণের জন্য ভদ্রলোককে আমি ভুল বুঝেছিলাম। আর সেইজন্যই উনি আসল কি নকল তা যাচাই করতে কালীঘাটে গিয়েছিলাম।"

"এ-ব্যাপারে পুলিশের সঙ্গে কি যোগাযোগ করবি?"

"খেপেছিস? ফিল্মের কাটিং, ওষুধের স্যাম্পেল, ইঞ্জেকশনের অ্যাম্পুল—সব আমার কাছেই আছে। সময়মতো সব কিছুই পেশ করব। তবে ওষুধগুলো আসল কি জাল তা জানার জন্য অবশ্য পুলিশকে দেব। কিন্তু কোথায় পেয়েছি না পেয়েছি তা এখন বলব না। কারণ জয়সওয়ালজির পেছনে এখন পুলিশ লেগে গেলে আমার সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে। ওঁর ইন্দোর যাওয়া বন্ধ হলেই মাগুর তল্লাশিও আমাদের বন্ধ হবে। যা করব সব ওখান থেকে ঘুরে এসেই করব।"

"ঠিক বলেছিস। আমরা তো পরশু যাচ্ছি, আশা করি মাসখানেকের মধ্যেই আমরা ফিরে আসব।"

বাবলু একটু গম্ভীর হয়ে বলল, "না। পরশু আমরা যাচ্ছি না।"

"তা হলে কবে যাবি? আমাদের টিকিট তো পরশুর।"

"আমরা আজই রাতের গাড়িতে যাব। বম্বে মেলে।"

"কিন্তু বম্বে মেল কি ইন্দোর যাবে?"

"না। বম্বে মেল যেটা ভায়া এলাহাবাদ হয়ে যায়, তাতে ইদানীং ইন্দোরের একটা বগি জুড়ে দেওয়া হচ্ছে। আমি শিপ্রা এক্সপ্রেসের ফার্স্ট ক্লাসের টিকিটটা রিটার্ন করে ওই ইন্দোর কোচেই আমাদের পাঁচটা বার্থ রিজার্ভ করিয়েছি। বগিটা কাল সন্ধেবেলায় জব্বলপুরে কেটে রেখে বম্বে মেল চলে যাবে। আর বিলাসপুর থেকে নর্মদা এক্সপ্রেস এসে রাত সাড়ে ন'টায় ওই বগিটাকে জুড়ে নিয়ে চলে যাবে ইন্দোর। আমরা অবশ্য ইন্দোর যাব না। খুব ভোরে ভোপালেই নেমে যাব।"

"তা হলে তো আর দেরি নেই। এক্ষুনি আমাদের তৈরি হতে হয়।"

"হ্যাঁ। সন্ধে সাতটার মধ্যেই পৌঁছতে হবে হাওড়া স্টেশনে। কেন না, পঞ্চুকে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপার আছে।"

পঞ্চু নিজের নাম শুনেই লাফিয়ে উঠল, "ভৌ। ভৌ ভৌ।"

মনের মধ্যে উত্তেজনা যতই থাকুক না কেন, বেড়াতে যাওয়ার আনন্দই আলাদা। তাই জমজমাট হাওড়া স্টেশনে ঢোকা মাত্রই আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল ওরা। কী ভিড়! কী ভিড়! বন্যার স্রোতের মতো যেন সহস্র মানুষের ধারা এসে জমাট বেঁধেছে হাওড়া স্টেশনে। পঞ্চুর একটা টিকিট কেটেই ওরা প্ল্যাটফর্মে ঢুকল। বাবলুদের বগিটা ছিল একেবারে ইঞ্জিনের গায়ে। ওরা ওদের নির্দিষ্ট বার্থে বসে পঞ্চুকেও বসিয়ে রাখল নিজেদের পাশে। ওদের সামনের সিটে একজন বাঙালি ভদ্রলোক বসে ছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "কোথাও ডগ শো আছে বুঝি?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ আছে। ভোপালে।"

"তোমরা এই ক'জনে অতদূর যাচ্ছ?"

"গেলেই বা। ওখানে আমাদের লোক আছে।"

"কোথায়? কোন জায়গায়?"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুর মুখ শুকিয়ে গেল।

বাবলু অকপটে বলল, "হামিদিয়া হসপিটালের কাছে। ভোজপাল হাউসে।"

"বুঝেছি। তোমরা নিশ্চয়ই জালালউদ্দিন সাহেবের পার্টিতে যাচ্ছ? উনি প্রায়ই ডগ শো করান।"

"ঠিক ধরেছেন আপনি।"

"তা যাচ্ছ যখন, তখন ওখানকার ভারতভবনটা যেন দেখে নিতে ভুলো না। আর ছোটি তালাও, বড়ি তালাওটাও ঘুরে নিয়ো।"

বাবলু বলল, "যাচ্ছি যখন সবই দেখব।"

"শ্যামলা মার্গে ভারতভবনটি সত্যিই দেখবার। ভারতীয় সংগীত ও নৃত্যকলার পীঠস্থান এটি।"

"তবে খুব বেশিদিন তো হয়নি।"

"না না। ১৯৮২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে হয়েছে। এর পরিকল্পনা করেছিলেন বিখ্যাত স্থপতি চার্লস কেড়িয়ার।"

"শুনেছি।"

"এইসঙ্গে আরও একটা জিনিস দেখে নিয়ো। শ্যামলা পাহাড়ে উঠে ভোপাল শহরের সৌন্দর্য। শহরের আলো যখন লেকের বুকে ঝলমল করবে তখন আনন্দে ভরে উঠবে মন। ইদগা পাহাড়ে বিড়লা সংগ্রহশালা, লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরও দেখো।"

"আমরা সব দেখব। কোনও কিছুই বাদ দেব না।"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু—বারবার বাবলুর মুখের দিকে তাকাতে লাগল। কী চাল চালছে বাবলু তা ওরা ভেবে পেল না।

বাবলু বলল, "আপনি কোথায় যাচ্ছেন?"

"আমি ইন্দোর যাব। শিপ্রা এক্সপ্রেসে টিকিট পেলুম না বলে এই গাড়িতে যাচ্ছি।"

"ইন্দোরে থাকেন আপনি?"

"হ্যাঁ। মলহারগঞ্জে থাকি।"

"আচ্ছা আচ্ছা। ওখানে তো বড়ে গণপতি দেখতে যায় অনেকে।"

ভদ্রলোক দারুণ খুশি হয়ে বললেন, "আরে! তুমি তো অনেক কিছুই জানো দেখছি?"

"না। মানে আমার বাবার এক বিজনেস পার্টনার থাকেন ওখানে।"

"কী নাম বলো তো?"

"মি. এ কে জৈন।"

ভদ্রলোক চমকে উঠলেন, "আদিকেশর জৈন! ওরে বাবা, উনি তো মস্ত শেঠ। গোটা ইন্দোর শহরটাকেই প্রায় কিনে নিয়েছেন। দু'-দুটো সিনেমা হলের মালিক। ধামনোরে বাসস্ট্যান্ডের গায়ে বড় হোটেল। এ ছাড়া টিভি, টেপ-রেকর্ডার ইত্যাদিরও ডিলারশিপ আছে।"

বাবলু বলল, "এসব কার জন্য? ওঁর তো শুনেছি একটিমাত্র ছেলে। তাও মারা গেছে কয়েক বছর আগে।"

"ও বাবা। এখন ওঁর দুই ছেলে। আসলে ওঁর প্রথম ছেলেটাকে তো মেরে ফেলা হয়েছে। তা যাকগে, ওসব কথা। তোমরা ছেলেমানুষ। এসব তোমাদের না জানাই ভাল। তোমার বাবা অবশ্য সবই জানেন।"

"আমরাও কিছু-কিছু জানি। তবে ওঁর যে আরও দুটি ছেলে আছে তা জানতাম না। শুনেছিলাম কে এক ওবেরয় নাকি...?"

"চুপ, চুপ। ওই নামটি কোরো না এই পথে। জব্বলপুর টু খান্ডোয়া একটা সন্ত্রাস ওই লোকটা।"

"বলেন কী!"

"ওসব আলোচনা থাক। তবে তোমরা যখন ভোপাল যাচ্ছ তখন ওইখান থেকেই পারো তো উজ্জয়িনী ইন্দোরটাও ঘুরে নিয়ো। ওইদিকে অনেক কিছু দেখবার আছে। ওঙ্কার, মহেশ্বর, ধার, বাঘ, মাণ্ডু। ইন্দোর থেকে সব কিছুই ঘুরে দেখা যায়। ওঙ্কার, মহেশ্বর, অবশ্য তীর্থস্থান। তোমাদের ভাল নাও লাগতে পারে। তবে ইন্দোর, ধার, বাঘ, মাণ্ডু—এসব ভাল লাগবেই।"

যথাসময়ে ট্রেন ছাড়ল।

কোচ অ্যাটেন্ডেন্ট এসে টিকিট চেক করলেন। পঞ্চুর দিকে একবার তাকিয়ে দেখে বললেন, "একে আবার এই বগিতে ঢোকালে কেন? কাউকে কামড়ে-টামড়ে দেবে না তো?"

বাবলু বলল, "না। ও কামড়ায় না কাউকে। খুবই নিরীহ প্রাণী।"

"তা হোক। তবু ওকে তোমরা বার্থের তলায় ঢুকিয়ে রাখো। না হলে কেউ আপত্তি করলে বা অন্য টি টি এলে ঝামেলায় পড়ে যাবে তোমরা।"

এই কথা শোনার সঙ্গে-সঙ্গে পঞ্চু নিজেই বার্থের তলায় ডুকে পড়ল।

সকলেই অবাক। কোচ অ্যাটেন্ডেন্ট ভদ্রলোক বললেন, "কী ব্যাপার। ও আমার কথা বুঝতে পারল নাকি?"

বাবলু বলল, "ও সব বোঝে। এবং খুবই অনুগত।"

ট্রেন দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলল। বাবলুরা টিফিন ক্যারিয়ার খুলে খাবার ভাগ করতে বসে গেল এবার। তবে অন্যবারের মতো খাবারের তালিকাটা এবারে খুব একটা জোরদার নয়। লুচি-মাংসের বদলে রুটি আর আলুর দম। কেন না, এত তাড়াতাড়ির মধ্যে অতসব করে ওঠা সম্ভব হয়নি। তবে বাক্স-ভর্তি তালশাঁস-সন্দেশ যেমন কিনে নেওয়া হয় তেমনই নেওয়া হয়েছে।

ওরা খাওয়া-দাওয়া সেরে যে-যার বার্থে শুয়ে পড়ল। গাড়ি একদম ফাঁকা। যাঁরা আছেন তাঁদের সবাই প্রায় ভোপালের যাত্রী। বাবলু সেই বাঙালি ভদ্রলোককে বলল, "কী ব্যাপার বলুন তো? এত কম লোকজন কেন?"

"এই বগিটা তো দিনকতক হল দিয়েছে। অনেকে জানেই না।"

"ও! সেইজন্য আমি চাওয়ামাত্র রিজার্ভেশন পেয়ে গেলাম।"

"ঠিক তাই। মাস ছয়েক যাক। তারপর দেখবে এই বগিরই হাল কী হয়। তখন আর তিলধারণের জায়গা থাকবে না। দু' মাসের আগে টিকিটই পাবে না।"

শুয়ে থাকতে থাকতে গাড়ির দুলুনিতে এক সময় গভীর ঘুমে দু' চোখ বুজে এল ওদের। ট্রেন ছুটে চলল ঝড়ের গতিতে। পরদিন সকালে ঠিক সময়ে ট্রেন এসে থামল মোগলসরাইতে। গাড়ি এখানে আধ ঘণ্টা থামে। তাই ওরা সবাই নেমে পড়ল ট্রেন থেকে। অবশ্য পঞ্চু বাদে। কেন না, ও রইল মালপত্তরের পাহারায়।

ভোম্বল বলল, "একটা মজার ব্যাপার দেখেছিস বাবলু, আমরা যতবার কোথাও যাই ততবারই একটা-না-একটা ঝামেলা লেগে যায়। এবারে কিন্তু কোথাও কোনও গোলমাল নেই।"

বাবলু বলল, "সেইজন্যই তো আমি শিপ্রা এক্সপ্রেসের ফার্স্ট ক্লাসের টিকিটটা বিক্রি করে এই গাড়িতে রিজার্ভেশন করিয়েছি। কেন না, ইতিমধ্যে যদি আমরা কোনওরকমে কারও নজরে পড়ে গিয়ে থাকি তা হলে হয়তো ঝামেলার চরম হয়ে যেত। তবে তোর কাছে ব্যাপারটা মজার মনে হলেও আমি কিন্তু তা মনে করছি না। এর পরে হয়তো এমন এক বিচ্ছিরি ব্যাপার ঘটে যেতে পারে যা অন্যান্য বারের চেয়েও রোমাঞ্চকর হয়ে যাবে। তখন কিন্তু কেঁদে কূল পাবি না। সেইজন্য এখন থেকে লাফিয়ে কোনও লাভ নেই। আসলে আমাদের এইবারের অভিযানটা রীতিমতো রহস্যজনক।"

ওরা প্ল্যাটফর্মে নেমে কচুরি, প্যাঁড়া, ডজন দুই কলা ইত্যাদি কিনে নিল। গোটা দুই পাঁউরুটিও নিয়ে নিল সঙ্গে। দূরপাল্লার জার্নি। কখন কোথায় কী পাওয়া যায় না যায় তা কে জানে? তারপর বগিতে উঠেই দেখল ঝামেলার ব্যাপার। দলে-দলে লোক উঠে বসে আছে ওদের বসবার জায়গায়। বার্থে, মেঝেয় কোথাও এতটুকুও জায়গা খালি নেই।

বাবলুরা উঠেই অবাক। বলল, "এসব কী ব্যাপার?"

ওরা অবশ্য ঠাসাঠাসি করেও ওদের বসবার জায়গা পেয়ে গেল।

বাঙালি ভদ্রলোক বললেন, "রেলের আজকাল এইরকমই হাল হয়েছে। ট্রেন কম যাত্রী বেশি। তাই দিনের বেলাতে রিজার্ভেশনের কোনও বালাই নেই।"

"সেকী! আমরা বাথরুমে যাব কী করে?"

"যাওয়ার দরকার নেই।"

ভোম্বল বলল, "এ তো ভারী অন্যায় কথা।"

"এখানে ন্যায়-অন্যায়ের বিচার কে করছে ভাই? রেলের দরকার টাকা। তোমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য রইল কি না রইল তাতে ওদের ভারী বয়েই গেল।"

"এরা কতদূর যাবে?"

"এরা অবশ্য এলাহাবাদ পর্যন্ত যাবে। তারপর এলাহাবাদ থেকেও এইরকম আর-একটা ঝাঁক উঠবে। তারা যাবে জব্বলপুর পর্যন্ত। ওইখানেই শান্তি। রাতে টি টি ম্যানেজ-পার্টি দু'-একজন ছাড়া ফালতু কেউ থাকবে না।"

ভদ্রলোকের কথা যথার্থই ঠিক। সারাটাদিন কাঠ হয়ে কুঁকড়ে-মুকড়ে বসে থাকার পর এক ঘণ্টা লেটে গাড়ি সন্ধের সময় জব্বলপুরে পৌঁছলে তবেই শান্তি। ট্রেন একদম ফাঁকা হয়ে গেল। শুধু ইন্দোর ও ভোপালের কিছু যাত্রী ছাড়া আগাগোড়া বগিটাই খালি হয়ে গেল এখানে।

বাঙালি ভদ্রলোক এই লাইনের যাত্রী। তাই সবই তাঁর জানা। কাটা বগিটা এক নম্বর প্ল্যাটফর্মের গায়ে সাইডিং করতেই ভদ্রলোক বললেন, "এই প্ল্যাটফর্মের গায়েই রেলের যে ক্যান্টিনটা আছে ওখানে গিয়ে তোমরা খাওয়াদাওয়াটা সেরে নিতে পারো। খুব ভাল খাওয়া। মাত্র ন'টাকায় পেট ভরে মাংস-ভাত। ট্রেন এখানে তিন-চার ঘণ্টা থামবে। কাজেই তাড়াহুড়োর কিছু নেই। সব কিছু ধীরেসুস্থে করতে পারো।"

বাবলুরা তাই করল। পঞ্চুকে বার্থের ওপর জিনিসপত্রের পাহারায় বসিয়ে রেখে ওরা স্টেশনের কলে মুখ-হাত ধুয়ে খেতে গেল।

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "এবার কিন্তু আমাদের আনন্দ হচ্ছে খুব। সত্যি! কী ভাল যে লাগছে।"

বিলু বলল, "এইখানেই সেই বিখ্যাত মার্বেল রক, তাই না?"

বাবলু বলল, "শুধু কি মার্বেল রক? নর্মদার বিখ্যাত জলপ্রপাতও এখানে।"

"অমরকণ্টক তা হলে কী?"

"ওখানে তো উৎপত্তি। শোণ আর নর্মদার উৎস হল অমরকণ্টকে। কালিদাসের মেঘদূতে ওর যা বর্ণনা আছে পড়লে মাথা খারাপ হয়ে যাবে। মেঘদূতে অবশ্য অমরকণ্টক নাম নেই। ওখানে নাম আছে রামগিরি, অমরাবতী, মেকল।"

বাচ্চু বলল, "আমার অনেক দিনের আশা ছিল মার্বেল রক দেখবার। সেই জব্বলপুরেরই ওপর দিয়ে যাচ্ছি, অথচ দেখা হবে না, এ দুঃখ কী কম?"

বাবলু বলল, "দেখিই না এই অভিযানে আমরা কতটা সফল হই। তারপর ফেরার সময় না হয় দেখা যাবে।"

ওরা সারাদিনের ট্রেন জার্নির পর বেশ তৃপ্তির সঙ্গে খাওয়াদাওয়া করে প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করতে লাগল। তারপর ঘণ্টাখানেক এইভাবে সময় কাটিয়ে আবার যখন বগিতে উঠল তখন লোকজনে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে ভেতরটা। তবে কিনা ফালতু লোক একেবারেই নেই। এক বাঙালি পরিবার দারুণ কলরব শুরু করে দিয়েছেন। কর্তা গিন্নি, চার-পাঁচটি মেয়ে। কী সুন্দর দেখতে মেয়েগুলোকে। কথাবার্তায় বোঝা গেল এঁরাও ভোপালে যাবেন। এদের মধ্যে আলো নামের ওদেরই বয়সি একটি মেয়ে ছিল। মেয়েটির মুখের আকর্ষণ এত চমৎকার যে, বারবার যে-কোনও মানুষের চোখ তার ওপরে পড়বেই। বাচ্চু আর বিচ্ছুর সঙ্গে কিছু সময়ের মধ্যেই আলোর দারুণ ভাব জমে উঠল। বাবলুরা যে-যার বার্থে শুয়ে কথাবার্তা শুনতে লাগল ওদের। শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ল এক সময়। কখন যে নর্মদা এক্সপ্রেস এল, কখন জুড়ে নিল বগিটাকে, তার কিছু টেরও পেল না। ঘুমের মাঝেই পাশ ফিরতে গিয়ে একবার শুধু অনুভব করল ট্রেনটা রাতের অন্ধকারে দুর্বার গতিতে ছুটছে।

ট্রেন ছুটছিল। বাবলুরা ঘুমোচ্ছিল। সবই ঠিকঠাক ছিল। হঠাৎ চারদিক থেকে হুটোপাটি ধস্তাধস্তি চিৎকার চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেল। দেখল, মুখে কাপড়-বাঁধা দশ-বারোজনের একটি ডাকাত দল চলন্ত ট্রেনে ডাকাতি শুরু করেছে। এরা যে কখন কোথা থেকে কীভাবে উঠল, ঘুমিয়ে থাকা যাত্রীরা টেরও পায়নি কেউ। একজন শুধু বলল, রেলপুলিশের ছদ্মবেশে ইটারসিতে নাকি উঠেছিল এরা। এই ডাকাত দল কম্পার্টমেন্টের দু' দিক থেকে লুণ্ঠন করতে করতে এগিয়ে এল।

বাবলুরা ছিল কামরার মাঝামাঝি জায়গায়। তাই এত ডাকাতের দু' মুখো আক্রমণ যে কীভাবে মোকাবিলা

করবে তা কিছুই ভেবে পেল না। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু এবং পঞ্চু নির্দেশের অপেক্ষায় বাবলুর মুখের দিকে তাকাল।

বাবলু ইশারায় ওদের চুপ থাকতে বলল।

এমন সময় দু'জন অবাঙালি ভদ্রলোক রুখে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গেই বন্দুকের গুলিতে ঝাঁজরা হয়ে গেলেন তাঁরা। কী মর্মান্তিক সেই দৃশ্য। এক ভদ্রমহিলা তাঁর মৃত স্বামীর বুকের ওপর চিৎকার করে লুটিয়ে পড়তেই একজন ডাকাত বন্দুকের কুঁদো দিয়ে তাঁর কোমরে এমনভাবে আঘাত করল যে, ভদ্রমহিলা যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠলেন।

এই দৃশ্য দেখার পর আর থাকা যায় না। বাবলু হিতাহিত ভুলে বার্থের ওপর থেকেই ডাকাতটার মাথা লক্ষ করে ওর পিস্তল চালাল। 'ডিসুম' করে একটা শব্দ। তারপরই দেখা গেল লোকটা পড়ে গিয়ে ছটফট করছে। গুলি ওর কানের ভেতর দিয়ে একেবারে মাথার খুলি চুরমার করে বেরিয়ে গেছে।

দলটা দু'ভাগে ভাগ হয়েছিল। তাই দলের একজনের ওইরকম পরিণতি দেখেই এদিক থেকে একজন ছুটে এসে শেয়ালের মতো জিজ্ঞেস করল, "ক্যা হুয়া?"

ভোম্বল এপাশের বার্থে বসে ছিল। বলল, "হুক্কা হুয়া।"

ডাকাতটা গলায় বিস্ময়ে এনে জিজ্ঞেস করল, "হুক্কা হুয়া? হুক্কা ক্যা চিজ ভাই?"

ভোম্বল বলল, "হুক্কা নেহি জানতা? এই দ্যাখো..." বলেই ওর নাকের ওপর মারল এক ঘুষি।"

লোকটি অ্যাঁক করে উঠল।

আর সঙ্গে সঙ্গে বাবলুর নির্দেশ পেয়ে 'আঁউ' করে ঝাঁপিয়ে পড়ল পঞ্চু।

আর-একজন যেই না তেড়ে আসবে, বাবলুর পিস্তল আবার গর্জে উঠল 'ডিসুম।"

এবার শুরু হল দৌড়োদৌড়ি।

বাবলুকে যারা দেখতে পায়নি তারা ভাবল নিশ্চয়ই তাদের দলটা পুলিশের খপ্পরে পড়ে গেছে। তাই একটুও দেরি না করে গাড়ির চেন টেনে চলন্ত গাড়ি থেকেই ঝুপঝাপ লাফাতে শুরু করল। আর যারা এদিকে ছিল তারা পঞ্চুর তাড়া খেয়ে কে কী করবে তা ভেবে না পেয়ে হুটোপুটি শুরু করল। হাতের বন্দুক হাতেই রইল তাদের। পঞ্চুর তৎপরতার জন্য কিছুতেই তারা আক্রমণ করতে পাল না পঞ্চুকে। কেন না, এই সংকীর্ণ জায়গার মধ্যে কী করে তারা পঞ্চুর আক্রমণ প্রতিহত করবে? পঞ্চুকে মারতে গেলে নিজেদেরই লোক মরবে হয়তো। পঞ্চু তো এককভাবে কাউকে আক্রমণ করছে না। ও প্রত্যেককে আঁচড়ে-কামড়ে বেড়াচ্ছে। ওর আক্রমণের লক্ষ্যই হল গলার টুঁটি, নয়তো চোখ। এর ওপর আছে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুর পেটানি। যা হাতের কাছে পাচ্ছে তাই দিয়েই পেটাচ্ছে ওরা। এজন্য কোনওরকম উপায়ন্তর না দেখে এই হিংস্র কুকুরের কবল থেকে এবং পাণ্ডব গোয়েন্দাদের আক্রমণের হাত থেকে বাঁচবার জন্য দু'জন লাফিয়ে পড়ল ট্রেন থেকে এবং দু'জন টয়লেটে ঢুকে দরজা বন্ধ করল। পঞ্চু বিকট চিৎকারে চারদিক মাত করে টয়লেটের দরজার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দরজা আঁচড়াতে লাগল।

এদিকে যখন এইসব কাণ্ড, অন্যদিকে তখন আর-এক দৃশ্য। চেন টেনে গাড়ির গতি কমিয়ে যে ডাকাতরা পালাচ্ছিল তাদেরই একজনের নজর পড়ল আলোর দিকে। ডাকাতটা যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল একবার। তারপর ছুটে এসে চেপে ধরল আলোকে।

আলো চিৎকার করে উঠল।

ডাকাতটা গায়ের জোরে ওকে কাঁধে উঠিয়ে বলল, "চিল্লাও মাত।"

আলোর কাতর ক্রন্দন শোনা গেল এবার, "ও বাবা গো! আমাকে বাঁচাও। আমাকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। আমি আর তোমাদের দেখতে পাব না বাবা।"

আলোর বাবা-মা দু'জনেই ছুটে এলেন। ডাকাতটা ওর ডান হাতের কনুই দিয়ে বাবার বুকে এমন একটা গোত্তা মারল যে, সঙ্গে সঙ্গে বুক চেপে বসে বললেন বাবা।

আলোর মা ডাকাতটার একটা পা জড়িয়ে ধরে বললেন, "দয়া করো। আমাদের সর্বস্ব নাও। শুধু মেয়েটাকে নিয়ে যেয়ো না।"

ডাকাতটা এক লাথি মেরে ছিনিয়ে নিল পা'টাকে। তারপর বন্দুক উঁচিয়ে বলল, "হট যাও হিঁয়াসে।"

আলো তবুও চেঁচাতে লাগল, "ওমা গো! আমাকে নিয়ে চলে যাচ্ছে মা। আমাকে বাঁচাও।"

কিন্তু সেই ডাকাতের হাত থেকে কে বাঁচাবে ওকে?

হঠাৎ বিচ্ছুই দূর থেকে সেই দৃশ্য দেখতে পেয়ে চিৎকার করে উঠল, "বাবলুদা! দ্যাখো, দ্যাখো, মেয়েটাকে নিয়ে পালাচ্ছে ডাকাতটা। শিগগির ওদিকে চলো।"

ততক্ষণে ডাকাতটা আলোকে কাঁধে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে অন্ধকারের বুকে।

টয়লেটের বন্ধ দরজার সামনে দু'-একজন যাত্রীকে পাহারায় রেখে পঞ্চুসহ পাণ্ডব গোয়েন্দারা ছুটে এল হাঁ হাঁ করে।

আলোর বাবা বুকের যন্ত্রণায় অস্থির তখন। মা তো কেঁদে আকুল।

বাবলু কোনও কথা না বলে টর্চটা হাতে নিয়েই টিকিটিটা বিলুকে দিয়ে বলল, "তুই এটা রাখ। সকলকে দেখিস। আমি না ফেরা পর্যন্ত ভোপাল ছেড়ে কোথাও যাস না যেন।" বলেই চলন্ত ট্রেনের হাতল ধরে নামতে গেল।

বাচ্চু-বিচ্ছু দু'জনেই ছুটে গেল তখন ওর কাছে, "বাবলুদা, নেমো না তুমি। অচেনা জায়গায় এ কী করছ?"

বাবলু বলল, "আমাকে বাধা দিস না রে।" বলেই অন্ধকারে নেমে পড়ল ঝুপ করে।

তাই না দেখে পঞ্চুও লাফিয়ে পড়ল বাবলুর পাশে। ট্রেনের গতি তখন অনেক কমে গেছে।

বাবলু আর পঞ্চু লাইন ধরেই ছুটতে লাগল পেছন দিকে। ডাকাতটা আলোকে নিয়ে খুব বেশি দূরে পালাতে পারেনি নিশ্চয়ই। নিজের জীবন বিপন্ন করেও মেয়েটার জীবন রক্ষা করবেই ও। ওকে ওর মায়ের বুকে ফিরিয়ে ও দেবেই।

বাবলু আর পঞ্চু লাইন ধরেই ছুটছিল। খানিক ছোটার পর ওরা দেখতে পেল একটি ছায়ামূর্তি কী যেন একটা ভারী জিনিস কাঁধে নিয়ে ছুটে চলেছে। সম্ভবত ডাকাতটাই পালাচ্ছে আলোকে নিয়ে। কিন্তু আশ্চর্য! আলো ওকে বাধা দিচ্ছে না কেন?

ছায়ামূর্তিকে দেখে পঞ্চু তখন ছোটার গতি আরও বাড়িয়েছে। পঞ্চু জানে কাকে কখন কীভাবে আক্রমণ করতে হয়। ছুটন্ত লোকের পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেই মুখ থুবড়ে পড়বে সে। তাই নিমেষের মধ্যে ছুটে গিয়ে পিলে চমকানো একটা হাঁক ছেড়েই লোকটার পায়ের খাঁজে ঝাঁপিয়ে পড়ল পঞ্চু। আর পড়া মাত্রই সশব্দে আছাড়।

বাবলু ছুটে গিয়ে ধরল আলোকে। কিন্তু ধরলে কী হবে? আলো তখন সংজ্ঞাহীন। অতিকষ্টে পাঁজাকোলা করে আলোকে তুলে নিয়ে একপাশে ঘাসের ওপর এনে শোয়াল। সম্ভবত প্রচণ্ড ভয়েই অজ্ঞান হয়ে গেছে মেয়েটি। এই সময় ওর চোখে-মুখে একটু জলের ঝাপটা দিতে পারলেই জ্ঞান ফিরে আসবে ওর। কিন্তু জল এখানে পাবে কোথায়? চারদিকেই শুধু গাছপালা আর ধু-ধু মাঠ।

ওদিকে ডাকাতটাকে লাইনের ওপর চিত করে ফেলে তার বুকে উঠে গরর গরর করছে পঞ্চু। অসহ্য যন্ত্রণায় পরিত্রাহি চিৎকার করছে ডাকাতটা। বাবলু ছুটে গিয়ে টর্চ ফেলে দেখল আঁচড়ে-কামড়ে পঞ্চু আর কিছুমাত্র রাখেনি ওর। বন্দুকটা ছিটকে পড়েছিল একপাশে। বাবলু সেটা কুড়িয়ে নিয়ে দূরে একটা ঝোপের ভেতর ফেলে দিল। তারপর পঞ্চুকে বলল, "এবার ছেড়ে দে ব্যাটাকে। মরুক এখন ছটফটিয়ে। আমাদের আর কোনও ক্ষতিই করতে পারবে না ও।" বলে পঞ্চুকে ডেকে নিয়ে আবার আলোর কাছে ফিরে এল।

টর্চের আলো ফেলে চারপাশ একবার দেখে নিল বাবলু। কিন্তু কাছে পিঠে কোথাও জল আছে বলে মনে হল না। তবুও পঞ্চুকে আলোর পাহারায় রেখে ও সন্ধানী চোখে এগিয়ে চলল জলের খোঁজে। খানিক যাওয়ার পর ছোটখাটো একটা জলাশয় ওর নজরে পড়ল। কিন্তু মুশকিল হল এখান থেকে জল ও নিয়ে যাবে কী করে? হঠাৎই মাথায় একটা বুদ্ধি এল ওর। পকেট থেকে রুমালটা বার করে ভাল করে ভিজিয়ে নিয়ে চলে এল আলোর কাছে। তারপর সেই রুমাল নিংড়ানো জল ওর চোখে-মুখে দিয়ে ভিজে রুমালে করে সুন্দর মুখখানি সযতনে বারবার মুছিয়ে দিতে লাগল।

পঞ্চু আলোর মুখের দিকে চেয়ে থেকে ঘন ঘন লেজ নাড়তে লাগল।

বাবলুও একদৃষ্টে চেয়ে রইল সেই মুখের দিকে। এই বুঝি চোখ মেলে। এই বুঝি উঠে বসে। অবশেষে প্রতীক্ষার শেষ হল। এক সময় চোখ দুটি মেলে তাকাল আলো। ক্ষীণকণ্ঠে বলল, "আমি কোথায়?"

বাবলু বলল, "নীল আকাশের নীচে। ঘাসের বিছানায়। তবে ভয় নেই, তুমি এখন মুক্ত। নিরাপদ জায়গাতেই আছ তুমি। আমি তোমাকে ডাকাতের হাত থেকে রক্ষা করেছি।"

বিস্ময়ভরা চোখে আলো বলল, "সত্যি!"

"হ্যাঁ।"

"তুমি কে?"

"আমাকে তুমি চিনবে না। আমি বাবলু। জব্বলপুরে ট্রেনে উঠে তুমি আমাদেরই দুটি মেয়ের সঙ্গে কথা বলছিলে মনে আছে?"

"ও হ্যাঁ হ্যাঁ। এবার মনে পড়েছে। বাচ্চু আর বিচ্ছু ওদের নাম। কিন্তু তুমি এখানে কী করে এলে?"

"ওসব পরে শুনবে। এখন আমার সঙ্গে যেতে পারবে কী?"

"কোথায়?"

"লাইন ধরে স্টেশনের দিকে।"

"পারব। আমার বাবা-মা-বোনেরা— ওদের খবর কিছু বলতে পারো?"

"ওঁরা ঠিকই আছেন। তবে তোমার বাবার বুকে ওরা খুব জোরে আঘাত করেছে।"

আলো ধীরে ধীরে উঠে বসল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে চেয়ে দেখল বাবলুকে। পঞ্চু কুঁই কুঁই করে ওর পায়ে মুখ ঘষল। আলো সস্নেহে ওর পিঠে হাত বুলিয়ে বলল, "এটা তোমার কুকুর বুঝি?"

"এটা আমাদের কুকুর।"

তারাভরা আকাশের দিকে একবার তাকিয়ে দেখে উঠে দাঁড়াল আলো। এলোমেলো চুলগুলো একটু ঠিকঠাক করে স্কার্টটাকে টেনেটুনে নিল। তারপর দু'হাতের তালুতে চোখ-মুখ ঘষে নিয়ে বলল, "চলো।"

বাবলু ডাকল, "পঞ্চু!"

পঞ্চু লেজ নেড়ে নেড়ে এগিয়ে এল।

আলো বলল, "এই অন্ধকারে কোথায় যাবে?"

"আপাতত লাইন ধরে এগোতে থাকি এসো। এ ছাড়া যাবই-বা কোথায়? যেতে যেতে তবু ছোটখাটো একটা স্টেশন তো পাব। ডাকাতরাই ট্রেনের চেন টেনে স্পিড কমিয়েছে। কাজেই একটু দূরে কোথাও নিশ্চয়ই থেমে যাবে ট্রেনটা। আমরা পা চালিয়ে গেলেই পেয়ে যাব।"

পঞ্চুকে সামনে রেখে ওরা দু'জনে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলল লাইন ধরে। ট্রেনটা এখন কোথায় কতদূরে তা কে জানে? আসলে দ্রুতগতি ট্রেন তো। চেন টানলেও ব্রেক কষতে কষতে অনেক দূরে চলে যাবে।

বাবলুর ধারণাই অবশ্য ঠিক। বেশ কিছু পথ যাওয়ার পর দেখল ট্রেনটা মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়েছে। গার্ডের কম্পার্টমেন্টের লাল আলোটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ওরা।

বাবলু পঞ্চুকে নির্দেশ দিল ছুটে এগিয়ে গিয়ে ওদের উপস্থিতিটা জানান দিতে।

বাবলুর নির্দেশ পেয়ে পঞ্চু 'ভৌ ভৌ' করে ডাকতে ডাকতে গাড়ির পেছন দিকের আলো লক্ষ্য করে ছুটে চলল।

আলোকে নিয়ে বাবলুও টর্চের আলোয় পথ দেখে এগিয়ে চলল ধীরে ধীরে।

হঠাৎ পেছনদিক থেকে মাথার ওপর একটা প্রচণ্ড আঘাত অনুভব করল বাবলু। আঘাতটা কোথা থেকে এবং কীভাবে এল তা কিছু বুঝে ওঠার আগেই লাইনের ওপর পড়ে গেল ও।

দু'জন বন্দুকধারী এগিয়ে এল ওদের দিকে। তারপর বাবলুর অচৈতন্য দেহ এবং আলোকে নিয়ে হারিয়ে গেল অন্ধকারে।

এদিকে ট্রেন থামলে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, আলোর-মা এবং অন্য যাত্রীরা সবাই দলবদ্ধ হয়ে ছুটে এলেন এদের খোঁজে।

পঞ্চু এসে ওদের দেখেই আনন্দে ডিগবাজি খেয়ে ওর উচ্ছ্বাস প্রকাশ করল।

বিলু বলল, "তুই একা কেন? বাবলু কোথায় পঞ্চু?"

পঞ্চু বলল, "ভৌ ভৌ।" অর্থাৎ কিনা আসছে তো।

কিন্তু কোথায় বাবলু?

ওরা টর্চের আলো ফেলে চারদিক তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কারও দেখা পেল না। পঞ্চু তো হাঁকডাক করে ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে ছুটোছুটি শুরু করে দিল। এমনকী সেই আহত ক্ষত-বিক্ষত ডাকাতটাও পড়ে আছে। নেই শুধু বাবলু আর আলো।

বিলু, ভোম্বল চিৎকার করে ডাকল, "বাবলু! বাবলু!"

সাড়া নেই। শব্দ নেই।

আলোর-মা চেঁচিয়ে ডাকলেন, "আলো! আলো!"

কিন্তু সেই অন্ধকারে আলো কোথায়?

॥ পাঁচ ॥

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু এবং পঞ্চু ভোপালে এসে স্টেশনের ডান দিকে একটি লজে উঠল। লজের তিন তলায় একশো চার নম্বর ঘরে জায়গা পেল ওরা। বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন লজ। তবে মশা খুব। যাই হোক, ওদের মনে কিন্তু আনন্দ নেই। বাবলু ছাড়া ওরা তো অসহায়। ওদের যত রাগ গিয়ে পড়ল তাই শশাঙ্কবাবুর ওপর। কেন যে লোকটা এ-কাজে নামাল ওদের! না ওরা ভোপালে আসতে যাবে, না এই কাণ্ডটা হবে। এই বিদেশ বিভুঁইয়ে কোথায় খুঁজবে ওরা বাবলুকে?

ভোম্বল বিলুকে বলল, "আমাদের এখানে কাজটা কী হবে? আমরা এখানে চুপচাপ বসে থাকব?"

"হ্যাঁ। আপাতত দু'-চারদিন তাই থাকতে হবে। কেন না, বাবলুর নির্দেশই ছিল তাই। ও যদি প্রাণে বেঁচে থাকে তা হলে যেভাবেই হোক ফিরে আসবে। আমরা সব সময় স্টেশন চত্বরে ঘোরাফেরা করব। তা ছাড়া করবারও তো কিছু নেই। শশাঙ্কবাবু কে তাই জানি না আমরা। একদিন শুধু বাবলুর বাড়ি থেকে বেরোবার সময় দূর থেকে দেখেছিলাম ভদ্রলোককে। ক্রাচে ভর দিয়ে চলছিলেন।"

"আমার মনে হয় এইবেলা বাড়িতে একটা ট্রাঙ্ককল করে সব কথা জানাই। আর সবাইকে বলি বেশি করে টাকা-পয়সা নিয়ে চলে আসতে।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, 'না না। এত তাড়াতাড়ি বাড়িতে কিছু জানিয়ে দরকার নেই। কান্নাকাটি পড়ে যাবে তা হলে। আরও দু'-একটা দিন দ্যাখো।"

ওদের এত কথাবার্তাতেও পঞ্চুর কিন্তু এতটুকুও সাড়াশব্দ নেই। ও যেন হঠাৎই কেমন বোবা হয়ে গেছে।

ওরা সবাই পোশাক পরিবর্তন করে বাইরে বেরোল। চা-জলখাবার খেল। পথে পথে ঘুরল। কিন্তু এইভাবে বেশিক্ষণ ঘুরতে পারল না ওরা। নিদারুণ মানসিক অস্থিরতায় ছটফট করতে করতে আবার ফিরে এল লজে। এসেই দেখল, পুলিশের দু'জন ইনস্পেক্টর রেলপুলিশসহ অপেক্ষা করছেন ওদের জন্য।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু গিয়ে ঘরের দরজা খুলতেই পুলিশের লোকেরা কোনও কথা না বলে সর্বপ্রথম ওদের জিনিসপত্রগুলো সার্চ করে দেখতে লাগল। খুব ভালভাবে সব কিছু হাতড়ে হাতড়ে দেখে বলল, "কুছ নেহি।"

এরা তো হতভম্ব। বিলু বলল, "ব্যাপারটা কী?"

পুলিশ যা বলল তার অর্থ হল, তোমাদের প্রচেষ্টায় টয়লেট-বন্দি কিছু ডাকাতকে আমরা ধরতে পেরেছি, সেজন্য তোমাদের ধন্যবাদ। তোমাদের গুলিতে দু'-একটা ডাকাত মরেছে সেজন্যও তোমাদের ধন্যবাদ। কিন্তু ব্যাপার হল এই, রিভলভার বা পিস্তল যাই থাকুক না কেন তোমাদের কাছে, সেজন্য তোমরা সন্দেহভাজন। অতএব তোমাদের বিরুদ্ধেও পুলিশি তদন্ত চলবে।

সব শুনে ওরা হাসল একটু। তারপর পুলিশের লোকেদের সব কথা বুঝিয়ে বলল। বিলু বলল, "আমরা এখানে এসেছিলাম বিখ্যাত সাঁচিস্তূপ আর ভীমবেটকা দেখতে। সেইসঙ্গে উজ্জয়িনী, ইন্দোর, ধার, মাণ্ডু। আমাদের মনে কোনও কুমতলব নেই। আর পিস্তল বা রিভলভারের ব্যাপারে জানতে চান? ও ব্যাপারে আপনারা হাওড়া বা কলকাতার পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। তা হলেই আমাদের সম্বন্ধে সব কিছু জানতে পারবেন আপনারা।"

বিলুর মুখে এইরকম উত্তর শুনে নির্বাক হয়ে গেল ওখানকার পুলিশ। তারপর বলল, "আচ্ছা-আচ্ছা। সমঝ গিয়া। তুম সব আরাম করো। কুছ তকলিফ হলে আমাদের জানাবে। আর খুব সাবধানে ঘোরাফেরা করবে। অবশ্য দূর থেকে পুলিশ তোমাদের দিকে নজর রাখবে।" এই বলে পুলিশ চলে গেল।

বিলু বলল, "হল ভাল। এমন জালে জড়ালাম যে, কোনও কিছুই আর করা যাবে না।"

এইভাবে একটা বিরক্তিকর দিন কেটে গেল।

সন্ধে হল। রেলইয়ার্ডের শান্টিং-এর শব্দ শুনতে শুনতে কলা, পাউরুটি খেয়ে শুয়ে পড়ল যে-যার। কিন্তু শুলেই কি ঘুম আসে? ওরা গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে দু' চোখ বুজে চুপচাপ পড়ে রইল। একবার করে তন্দ্রা আসে আবার ঘুমের ঘোর কেটে যায়। এইভাবে সময় পার হতে হতে রাত তখন একটা।

হঠাৎ দরজার কাছে ভারী বুটের মসমস শব্দ শোনা গেল। কে যেন একজন বলল, "এহি মকান। রুম নম্বর একশো চার।"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু উঠে বসল। পঞ্চুও লাফিয়ে এল দরজার কাছে।

দরজায় গুমগুম শব্দ।

বিলু বলল, "কে?"

বাবলুর গলা শোনা গেল, "দরজা খোল।"

পঞ্চু তো লাফালাফি শুরু করে দিল।

সবাই উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল, "হুররে।"

ভোম্বলই সর্বাগ্রে ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিল। খুলেই দেখল দু'জন সশস্ত্র পুলিশের সঙ্গে বাবলু আর আলো দাঁড়িয়ে আছে।

বাবলু পুলিশদের ধন্যবাদ জানিয়ে আলোকে নিয়ে ঘরে ঢুকল।

সবাই অবাক বিস্ময়ে বলল, "কী ব্যাপার বাবলু! কাল ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়ে কোথায় উধাও হলি? তোর কোনও বিপদ হয়নি তো? আমরা যে কী চিন্তায় পড়ে গিয়ে ছিলাম। আজ সারাটাদিনই বা কোথায় ছিলি?"

বাবলু বলল, "এত প্রশ্নের উত্তর একসঙ্গে কী করে দেব বল? তবে এটুকু জেনে রাখ, আমরা মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছি।"

"কীরকম!"

"আগে একটু জল খাওয়া। কিছু খাবারদাবার আছে?"

"বিস্কুট, কলা, পাউরুটি সবই আছে।"

"যা আছে অল্প করে দে দু'জনকে।"

বাচ্চু-বিচ্ছু সঙ্গে-সঙ্গে যা যা ছিল ওদের কাছে তাই নিয়ে দু'জনকে ভাগ করে দিল।

আর পঞ্চু তো সমানে গড়াগড়ি খেতে লাগল বাবলুর পায়ে। বাবলুকে ফিরে পেয়ে ওর বুকে যেন বল এল।

খাওয়াদাওয়ার পর সবাই মিলে ঠাসাঠাসি করে শুয়ে পড়ল বিছানায়। ভাগ্যিস বিছানাটা বড় ছিল তাই রক্ষে। একদিকে শুল বাবলু, বিলু, ভোম্বল। অপরদিকে বাচ্চু, বিচ্ছু, আলো। পঞ্চু শুয়ে রইল একটা চেয়ারের ওপরে। শুয়ে শুয়ে বাবলু যা বলল তা হল এই—

কাল রাতে লাইন ধরে আসার সময় অন্ধকারে সম্ভবত বন্দুকের কুঁদোর বাড়ির ঘা খেয়ে সরাসরিভাবে জ্ঞান হারাল বাবলু। জ্ঞান যখন ফিরল তখন দেখল একটি স্যাঁতসেঁতে ঘরের মেঝেয় বন্দি অবস্থায় পড়ে আছে ও। ঘরের ভেতর অন্ধকার। বাবলু যখন কিছুতেই কিছু বুঝে উঠতে পারছে না তেমন সময় চাপা গলায় কে যেন ডাকল ওকে, "বাবলু।"

"কে? কে ডাকে?"

"আমি আলো। তোমার জ্ঞান ফিরেছে?"

"আমরা কোথায়?"

"শত্রুপুরীতে। তুমি এক কাজ করো, পেছন দিক থেকে আন্দাজে কোনওরকমে আমার বাঁধনটা খুলে দাও। তারপর আমি তোমাকে মুক্তি দিচ্ছি।"

বাবলু অতিকষ্টে টেনে টুনে আলোকে বাঁধনমুক্ত করতেই আলো তৎপর হয়ে ওর বাঁধন খুলে দিল।

বাবলুর তখন পকেটে কিছুমাত্র নেই। টাকা-পয়সা, পিস্তল, টর্চ, কিছু না। ক্ষোভে-দুঃখে ওর চোখে তখন জল এসে গেল। বারবার ধিক্কার দিল নিজেকে। কেন যে পঞ্চুকে ও এগিয়ে যেতে বলল। পঞ্চু কাছে থাকলে ওদের কারও সাধ্য ছিল না যে ওদের ধরে।

বাবলু এদিক-সেদিক করে দেওয়াল হাতড়ে দরজার কাছে গিয়ে দেখল দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ। পেছন দিকে একটা জানলা ছিল। সেখানে গিয়ে উঁকি মেরে বুঝল একটি টিলা পাহাড়ের গায়ে জঙ্গলের ঘরে বন্দি আছে ওরা। আলো বলল, "ওরা কিন্তু খুব বেশি দূর আনেনি আমাদের। বড়জোর মিনিট দশেক বয়ে এনেই এই ঘরে ঢুকিয়ে হাত-পা বেঁধে ফেলে রেখে গেছে।"

"তুমি বাধা দিলে না কেন? চেঁচালে না কেন?"

"বাঃ রে! যদি ওরা মারত? তা ছাড়া চেঁচিয়েই বা লাভ কী? কে আছে এখানে? তাই চুপচাপ ছিলাম।"

"কিন্তু এখন এখান থেকে মুক্তি পাব কী করে?"

"মুক্তি পেতেই হবে।"

"মুক্তি পাওয়ার এতটুকু সম্ভাবনাও আমি দেখছি না।"

"আমি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি। তুমি এক কাজ করো। কোনওরকমে আমার কাঁধে ভর করে ওপরে উঠে টালি সরিয়ে বাইরে যাও। তারপর শিকল বা তালা যাই থাকুক না কেন ভেঙে আমাকে বার করো।"

বাবলু বলল, "দি আইডিয়া। এইরকমই করতে হবে।"

"তবে খুব সাবধানে কিন্তু। যেন কোনওরকম শব্দ না হয়।"

বাবলুরা যখন এইভাবে পালাবার তাল করছে তেমন সময় শুনতে পেলে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে কারা যেন এদিকে আসছে। ভয়ে বুক শুকিয়ে গেল ওদের। তবুও এই মুহূর্তে কী করতে হবে বাবলু তা শিখিয়ে দিল আলোকে। দিয়েই ওদের বাঁধন দড়িটা দু'জনে দু'দিকে ধরে দরজার দু'পাশে ঘাপটি মেরে বসে রইল।

যারা এল তাদের হাতে টর্চ আছে। দরজায় অবশ্য তালার বদলে শিকল দেওয়া ছিল। তাই খুলে ওরা যেই না ভেতরে ঢুকতে যাবে অমনই দড়ির ফাঁদে পা আটকে টিপঢাপ পড়ল ওরা। আর সেই সুযোগে বাইরে বেরিয়েই দরজার শিকল টেনে দৌড় দৌড় দৌড়।

ওদিকে ঘরে ভেতরে ওরা চিৎকার করে লাথি মেরে দরজা ভেঙে ফেলবার চেষ্টা করল। বাবলুরা তখন ছুটতে ছুটতে রেল লাইনের ধারে চলে এসেছে। ওরা লাইন ধরে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে সেই ঝোপটার কাছে চলে এল। আর এইখানে আসতেই বাবলুর মনে পড়ল বন্দুকটার কথা। যে বন্দুকটা ও ডাকাতের হাত থেকে নিয়ে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল এই ঝোপের ধারে। তাই মনে হতেই সামান্য একটু খোঁজাখুঁজির পর পেয়ে গেল বন্দুকটা। বন্দুকটা কুড়িয়ে নিয়েই বাবলু বলল, "ভাগ্যিস এটা এখানে ফেলে দিয়েছিলাম। তাই বেঁচে গেলাম এ যাত্রা। প্রাণটা অন্তত রক্ষা করতে পারব।"

আলো বলল, "এটা তুমি কোথায় পেয়েছিলে?"

"সে কী! যে ডাকাতটা ট্রেনের কম্পার্টমেন্ট থেকে তোমাকে চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছিল এটা তো তারই। পঞ্চু লোকটাকে ফেলে দিতেই আমি এই বন্দুকটা ওর নাগাল থেকে দূরে ফেলে দিই।"

বাবলু আর না ছুটে আলোকে নিয়ে বন্দুক হাতে ঘাপটি মেরে বসে রইল ঝোপের ধারে।

একটু পরেই দেখতে পেল যমের মতো দু'জন লোক দরজা ভেঙে বেরিয়ে এসে লাইন ধরে ছুটে আসছে ওদের দু'জনকে ধরবার জন্য। এখন অবশ্য ওরা নিরস্ত্র। বাবলু বন্দুক তাগ করেই ফায়ার করল একজনের পায়ে। লোকটা ধপাস করে পড়ে গিয়ে চিৎকার করে উঠল, "আরে মার ডালা রে। মর গিয়া রে বাবা।"

আর-একজন, যে ছুটে আসছিল, সে তখন সঙ্গীর ওই অবস্থা দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। তারপর এগোবে কি পেছোবে ভাবতে গিয়ে যেই না একটু সময় নষ্ট করেছে অমনই আবার একটা গুলি করল বাবলু। লোকটার বডি শূন্যে ছিটকে উঠল একবার। তারপর মাটিতে পড়ে ছটফট করতে লাগল। বাবলু ছুটে গিয়ে ওদের পকেট হাতড়ে বার করে নিল ওর পিস্তলটাকে। তারপর আবার ছুটল লাইন ধরে। ছুটতে ছুটতে একটা স্টেশনের কাছে আসতেই কিছু রেলপুলিশ ধরে ফেলল ওদের।

পুলিশ অবশ্য ওদের ব্যাপারে সজাগ ছিল। তাই ওদের মুখে সব শুনে স্টেশনে নিয়ে গেল ওদের। তখন ভোর হয়ে আসছে। এরপর প্রায় সারাটা দিন ওদের বসিয়ে রেখে নানারকম জিজ্ঞাসাবাদের পর একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেনে চাপিয়ে একটু আগে ভোপাল পৌঁছে দিল। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুর কথা এখানকার পুলিশ জানত। তাই ওরাই এসে এই লজে পৌঁছে দিয়ে গেল দু'জনকে।

এই রোমহর্ষক ঘটনার কথা শুনতে শুনতে একসময় গভীর ঘুমে দু' চোখ বুজে এল ওদের। ঘুম যখন ভাঙল তখন সকাল হয়ে গেছে।

সকালে ঘুম থেকে উঠে বাবলুরা প্রথমেই চলল আলোর বাড়ি। শ্যামলা পাহাড়ের কোলে যে ফ্ল্যাটে আলোরা থাকে, সেখান থেকে শহরের অনেক কিছুই দেখতে পাওয়া যায়। আলোকে ফিরে পেয়ে ওদের পরিবারের সকলেই খুব খুশি। আলোর বাবা অসুস্থ। ডাকাতের কনুইয়ের ঘা খেয়ে বুকে প্রচণ্ড ব্যথা নিয়ে বিছানায় শুয়ে আছেন। ডাক্তার দেখাতে হচ্ছে। সেই অবস্থাতেও উনি বাবলুকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন।

আলোর মা কত কী খাওয়ালেন ওদের। খাওয়াদাওয়ার পর বাবলুরা সাঁচি যাওয়ার জন্য বিদায় নিল।

আলো বলল, "আমিও যাব। সাঁচি এই তো ঘণ্টা দেড়েকের পথ। যাতায়াতে চার-পাঁচ ঘণ্টা সময় লাগবে। ওখান থেকে ঘুরে এসে এখানে খাওয়াদাওয়া করে বিকেলবেলা একটা অটো নিয়ে সারা শহর ঘুরব। আজ সারাদিন তোমরা আমাদের।"

আলোর প্রস্তাব লোভনীয় তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু বাবলুরা তো এখানে বেড়াতে আসেনি। এসেছে অন্য কাজে। তাই এখানে জমে গেলে কী করে হবে? বাবলু তাই বিলুর মুখের দিকে তাকাল। বিলু তাকাল অন্যদের দিকে। মহাসমস্যার ব্যাপার। ওরা প্রথমে যাবে সাঁচি। তারপর বিদিশা। সেখানে প্রয়োজন হলে এক রাত

থাকবে। অথচ সেই সময় আলোর উপস্থিতি ওদের মোটেই কাম্য নয়। কেন না, আলো এখানকার স্থানীয় মেয়ে। সব জেনে ফেললে গোলমাল হয়ে যাবে।

বাবলু বলল, "কিন্তু আলো, আজ তো আমরা ফিরব না।"

"সে কী! কোথায় যাবে তোমরা?"

"আমরা সাঁচিতে যাব ঠিকই। সেখান থেকে আমরা বিদিশা যাব।"

"বিদিশায় কী করতে যাবে? দেখার মতো ওখানে আহামরি কিছুই নেই। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর শুঙ্গরা ওখানে রাজত্ব করে। ওদের রাজধানীই ছিল বিদিশা। তবে ওখান থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে উদয়গিরিটা তোমরা দেখে আসতে পারো। ওই উদয়গিরির পাথর দিয়েই তৈরি হয়েছিল সাঁচি স্তূপ।"

"বিদিশাতে আমরা কিছুই দেখব না। কেন না, অত সময় আমাদের নেই। শুধু একজনদের বাড়িতে যাব একটু দেখা করতে।"

"আমিও যাব।"

"যদি তারা একটা দিন আটকে দেয়?"

"তোমরা থাকলে আমিও থাকব।"

বাবলু বুঝল আলোকে এড়ানো যাবে না। ও এমনভাবে ওদের সঙ্গে মিশে যেতে যাইছে যে, শত অনিচ্ছাতেও ওকে না করা যায় না। তাই বলল, "যদি আমাদের সঙ্গে একরাত বিদিশায় থাকতে পারো তা হলে এসো। অবশ্য নাও থাকতে হতে পারে। তবে তোমার মাকে বলো উনি যেন আমাদের জন্য রান্নাবান্না কিছু না করেন।"

আলো বলল, "তা অবশ্য বলছি। তবে আমাকে না নিয়ে তোমরা কোথাও যেতে পাবে না। যে ক'দিন তোমরা এখানে আছো সে ক'দিন আমি কিন্তু তোমাদের সঙ্গ একদম ছাড়ছি না। তোমাদের খুব ভাল লেগে গেছে আমার।"

আলো আর একটুও দেরি না করে ওদের সঙ্গে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে নিল। জিনসের প্যান্ট, পপলিনের জামা আর রঙিন চশমা পরে অনেকটা বিদেশিনী সাজে বিদিশায় চলল। ওদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটা অটোয় চেপে শহরের চৌমাথায় বড় বাসস্ট্যান্ডে এল ওরা। তারপর সাঁচির টিকিট কেটে বিদিশার সরকারি বাসে চেপে বসে রইল চুপচাপ। বসে বসে অনেক কথাই ভাবতে লাগল। আলো সঙ্গে থাকায় একটা সুবিধে অবশ্য হয়েছে, সাঁচি বা বিদিশায় পথ চিনতে ওদের অসুবিধে হবে না। ফলে দর্শনীয় স্থানগুলো চটপট দেখে নিতে পারবে।

একটু পরেই বাস ছাড়ল।

রাজধানী শহর ভোপাল থেকে সাতচল্লিশ কিলোমিটার দূরে সাঁচিতে প্রায় ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে পৌঁছে গেল ওরা। বাস থেকে নেমেই আনন্দে ভরে উঠল ওদের মন। কী সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ এখানকার। একপাশে রেলওয়ে স্টেশন। একপাশে সাঁচি গ্রামে ছোট একটি পাহাড়ের ওপর বিখ্যাত স্তূপ। বাস থেকে নেমে ডান দিকে যে পিচ-ঢালা পথটি সাঁচি পাহাড়ে উঠে গেছে সেই পথ ধরেই এগিয়ে চলল ওরা।

দু'-একটা দুষ্টু ছেলে পঞ্চুকে ঢিল ছুড়ল।

আলো হিন্দিতে তাদের একটা ধমক দিতেই পালাল তারা।

ওরা ধীরে-ধীরে পাহাড়ে উঠতে লাগল। মধ্যপ্রদেশ সরকার অতি যত্নে এই বৌদ্ধ তীর্থটিকে রক্ষণাবেক্ষণ করছেন। বাচ্চু-বিচ্ছু তো পাহাড়ে উঠতে খুবই ভালবাসে। আর তেমনই আমুদে হল পঞ্চু। সে কখনও ছুটে ওপরে উঠে যায়, আবার কখনও ওদের পায়ে এসে লুটোপুটি করে।

এইভাবেই ওরা পাহাড়ের মাথায় উঠল। এখানে মোট তিনটি স্তূপ আছে। পাশাপাশি আছে এক নম্বর এবং তিন নম্বর স্তূপ। আর দু' নম্বর স্তূপটি ডান দিকে কয়েক ধাপ নেমে একটু নিচুতে। সেটির আকর্ষণও বড় কম নয়।

সাঁচির এই বিখ্যাত স্তূপ দেখতে কোনও ট্যুরিস্ট নেই এখন। তবু এই স্বর্গীয় পরিবেশে পঞ্চুসহ পাণ্ডব গোয়েন্দারা আনন্দে অভিভূত হয়ে গেল। পঞ্চু তো তরতরিয়ে স্তূপে ওঠার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে ছুটোছুটি লাগাল। বাবলুরাও উঠল। বিশাল স্তূপ। যার উচ্চতা বিয়াল্লিশ ফুট এবং একশো ছ' ফুট যার ব্যাস।

আলো বলল, "এই নিয়ে আমি পাঁচবার এলাম। আসলে যখনই কেউ ভোপালে আসে তখনই সাঁচিটা অন্তত দেখে যায়। তাই সকলের সঙ্গে আসতে আসতে এখানকার সব কিছু চেনা হয়ে গেছে আমার। এই যে তোরণগুলো দেখছ, ভাল করে দ্যাখো, এর কারুকার্য লক্ষ করো। এইরকম চারটি তোরণ আছে এখানে।

প্রতিটি তোরণ দুটি করে বর্গাকৃতি স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে। ওপরের অংশে আছে হাতি আর সিংহের সামনে দণ্ডায়মান বামনমূর্তি। আর প্রত্যেকটিতে আছে জাতক থেকে নেওয়া বুদ্ধজীবনীর নানান ঘটনাবলী। সর্বপ্রথম দক্ষিণ তোরণটি তৈরি হয়। তারপর উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিম।"

বিচ্ছু বলল, "এই স্তূপ কার আমলে তৈরি?"

বাবলুর এই বিষয়ে কিছু পড়াশোনা ছিল। তাই বলল, "এই স্তূপ সম্রাট অশোকের আমলে তৈরি। তবে এই স্তূপটি তাঁর আমলে তৈরি হলেও সম্পূর্ণ হয়নি। এর নির্মাণ-কার্য শেষ করেন তাঁর উত্তরপুরুষরা। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকে এর নির্মাণ শেষ হয়।"

আলো বলল, "বাবার মুখে শুনেছি সম্রাট অশোক এইখানেই নাকি কলিঙ্গ যুদ্ধের পর উপগুপ্তর কাছে দীক্ষা নিয়ে চণ্ডাশোক থেকে ধর্মাশোক হন। আর এই সাঁচি থেকেই পুত্র মহেন্দ্রকে সুদূর সিংহলে পাঠিয়েছিলেন বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য।"

ওরা নিউ বিহার স্তূপ দর্শন করে আশেপাশে ঘুরে বেড়াতে লাগল। দক্ষিণ তোরণের সামনে একটা পিলার দেখিয়ে আলো বলল, "ওই যে দেখছ পিলারটা, ওইখানেই ছিল সেই বিখ্যাত সিংহমূর্তি। যা আমাদের ভারতের রাষ্ট্রীয় প্রতীক।"

ওরা অপলকে পিলারটির দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর দু' নম্বর স্তূপ দেখার জন্য এগিয়ে চলল।

প্রথম সারিতেই আছে বাচ্চু-বিচ্ছুকে নিয়ে আলো এবং ওদের সঙ্গেই পঞ্চু। আর অনেকটা ব্যবধানে বাবলু, বিলু ও ভোম্বল। আলো নিজের মনেই কী যেন একটা গানের কলি গুনগুন করছে। বাচ্চু-বিচ্ছুও সুর দিচ্ছে তার সঙ্গে।

বাবলুরা এলোমেলো দু'-একটা কথা বলছে আর প্রকৃতি দেখছে। যেতে যেতে বাবলু বলল, "শোনো, এই আলো মেয়েটা খুব সহজ সরলভাবে আমাদের মধ্যে মিশে গেলেও আমাদের সব কিছুই কিন্তু ওর কাছে গোপন রাখতে হবে। আর কোনওমতেই বিদিশায় ওকে নিয়ে যাওয়াটা ঠিক হবে না।"

"কারণ?"

"আলো ভোপালের মেয়ে। যদি কোনওরকমে শশাঙ্কবাবুকে চিনে ফেলে?"

"তা হলে কি আজ যাবি না বলছিস?"

"উঁহু। আমি অন্য কথা ভাবছি। আমি ভাবছি কী, তোরা ওকে নিয়ে ভোপালেই ফিরে যা। আমি একাই গিয়ে চট করে ঘুরে আসি বিদিশা থেকে।"

বিলু, ভোম্বল বলল, "কিন্তু...।"

"এতে কোনও কিন্তু নেই। আমি আর দু' নম্বর স্তূপ দেখতে যাব না। আমি এখান থেকেই বিদায় নিচ্ছি। তোরা ওদের বলবি বাবলুর যার সঙ্গে দেখা করবার কথা ছিল তার সঙ্গে হঠাৎই দেখা হওয়ায় বিদিশায় চলে গেছে। আজ সন্ধের সময় অথবা কাল সকালেই ফিরে আসবে ও। আমি না-আসা পর্যন্ত তোরা আলোদের বাড়িতেই থাকবি।"

"তুই একা যাবি বাবলু?"

"গেলেই বা। এখন তো আমি কোনও অভিযানে যাচ্ছি না। এখন যেখানে যাচ্ছি সেখানে বরং একা যাওয়াই ভাল। শশাঙ্কবাবুর বাড়ি যাব, গোপন কথাবার্তা কিছু বলব, মঙ্গলময়বাবুর খবরটা শোনাব, ছেলে-মেয়েদের ফোটো নেব, তারপর আসব। আলো না থাকলে সবাই যেতাম। বিশেষ করে আলোরা ভোপালের বাসিন্দা না হলে এই তদন্তে ওকে আড়ালে রাখার কোনও প্রয়োজনই ছিল না।"

"তা হলে খুব সাবধানে যাস কিন্তু। কেমন?"

"তোরা নির্ভয়ে থাক।"

বাবলু আর একটুও না থেকে চলে গেল।

॥ ছয় ॥

বড় রাস্তার কাছাকাছি এসেছে এমন সময় একটা বাসের শব্দ শুনতে পেল বাবলু। ও কোনওরকমে বাসটাকে ধরবার জন্য ছুটে গিয়ে হাজির হল। বিদিশারই বাস। বাবলু হাত দেখিয়ে উঠে পড়ল বাসে।

ফাঁকা রাস্তায় ঝড়ের গতিতে বাস ছুটে চলল।

বাসে ভিড় নেই যদিও, তবুও বসবার জায়গা পেল না বাবলু। আর সামান্য কিছু সময়ের মধ্যেই বিদিশাতে পৌঁছে গেল। বাসস্ট্যান্ডে নেমে শহরের চেহারা দেখে মোটেই ভাল লাগল না ওর। অনুন্নত ছোট্ট শহর। ছোট ছোট ঘরবাড়ি। রাস্তার ধারে কয়েকটি হোটেল। টাঙ্গা চলছে। বাবলু পকেট থেকে ঠিকানা লেখা কাগজ বার করে সেটা মিলিয়ে দেখে সিনেমা হলের পেছনে একটি গলির মধ্যে ঢুকে একটি দোতলা বাড়ির সামনে থমকে দাঁড়াল। দেওয়ালে নেমপ্লেট আছে। এস এস বাসু। সঠিক ঠিকানাতেই এসেছে তা হলে। ডোর-বেলে চাপ দিতেই একজন এদেশীয় লোক বেরিয়ে এল, "কিসকো মাংতা?"

বাবলু বলল, "বাবু আছেন?"

"বাবু নেহি হ্যায়। বাহার গয়া।"

"কোথায় গেছেন?"

"ও তো মুঝে মালুম নেহি।"

"কখন আসবেন?"

"সামকো।"

"কারও আসবার কথা তোমাকে কিছু বলে যাননি উনি?"

"তুমহারা ভাষা হামকো সমঝমে নেহি আতা।"

"উনহোনে কুছ বতায়া নেহি তুমকো?"

"নেহি।"

"ঠিক আছে। আমি আজ এখানে থাকব। কলকাতা থেকে আসছি আমি। একটা ঘর খুলে দাও। আর শোনো, খুব খিদে পেয়েছে আমার। কোনও হোটেল থেকে পারো তো ভাত-টাত আনাবার ব্যবস্থা করো।"

লোকটি বলল, "লেকিন তুম কাঁহাসে আয়া? হাম তো কভি নেহি দেখা তুমকো। ক্যায়সে তুমকো ঘরমে ঘুসনে দেগা হাম? মাজি বহত গোঁসসা করে গা।"

বাবলু চমকে উঠল, "মাজি! কৌন মাজি!"

লোকটি এবার গম্ভীর গলায় বলল, "মাজিকো পয়ছান্তা নেহি? ইস ঘর কি বহু। হাম তুমকো অন্দরমে ঘুসনে নেহি দেগা। যাও, বাহার যাও।"

বাবলু বুঝল, নিশ্চয়ই কোথাও কিছু একটা গড়বড় হয়ে গেছে। তাই বাইরে বেরিয়ে এসে নেমপ্লেটটা আবার ভাল করে দেখতে লাগল। এমন সময় পাশের বাড়ির বারান্দা থেকে একটি পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেল ও, "আরে বাবলু না কি? এসো এসো। ও বাড়ি নয়।"

বাবলু দেখল শশাঙ্কবাবু ডাকছেন ওকে।

"আমি ঠিক ধরেছি, তুমি। আর সবাই যা করে সেই ভুলই তুমি করেছ। তোমার অবশ্য দোষ নেই। আমি তো তোমার সঙ্গে দেখা না করেই চলে এসেছি। কাজেই লোকেশানটা ভাল করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়নি। ও-বাড়িটা হল এস এস বাসুর। আর আমি হলাম এস এস বসুরায়। উনিও বাঙালি। আমিও বাঙালি। উনি হলেন শৈলশেখর, আমি শশাঙ্কশেখর।"

বাবলু লজ্জিত হয়ে ও-বাড়ির লোকটিকে বলল, "কিছু মনে কোরো না ভাই। ভুল বাড়িতে ঢুকে পড়েছিলাম।"

লোকটি হেসে বলল, "নেহি নেহি। অ্যায়সা তো হোতাহি হ্যায়।"

বাবলু শশাঙ্কবাবুর বাড়িতে গেলে দশ-বারো বছরের একটি ছেলে এসে দরজা খুলে ওকে নিয়ে গেল ওপরে।

শশাঙ্কবাবু বললেন, "কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছি না, এত তাড়াতাড়ি তুমি এলে কী করে? আজ এই সময়ের মধ্যে তো তোমার আসবার কথা নয়।"

বাবলু বলল, "আমরা তো প্রথম শ্রেণীতে চাপার লোভে শিপ্রা এক্সপ্রেসে আসিনি। আমরা বম্বে মেলের ইন্দোর বগিতে এসেছি।"

"ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না।"

"সব ব্যাপার বুঝে কী লাভ বলুন? আপনি যেমন হঠাৎই সিদ্ধান্ত পালটে নির্দিষ্ট দিনের আগেই চলে এলেন, আমরাও তেমনই নির্ধারিত দিনের আগেই উঠে পড়লাম অন্য ট্রেনে। আগে এলাম তাই প্রাণে বাঁচলাম। না হলে এমন একজনের টার্গেট হয়ে পড়েছিলাম যে, বেঘোরে মরতে হত। আপনার বন্ধুর কোনও খবর জানেন?"

"না। কেন! কী হয়েছে ওর?"

"উনি এখন পি জি হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন।"

"কী বললে!" শশাঙ্কবাবুর মুখ ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেল। বললেন, "শুধুমাত্র আমাকে বাঁচাতে গিয়েই ও মরল।" তারপর অনেকক্ষণ কপালে হাত দিয়ে বসে রইলেন চুপচাপ।

বাবলু বলল, "আমি একটা কথা কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি না, আপনি তো থাকেন বিদিশায়। কলকাতার মাটিতে পা দেওয়া মাত্রই আপনার শত্রুরা আপনাকে মারবার জন্য তৎপর হয়ে উঠল কেন? অথচ এখানে তো দেখছি আপনি বহাল তবিয়তেই আছেন। ওরা টেরই বা পেল কী করে যে, আপনি কলকাতায় গেছেন?"

শশাঙ্কবাবু বললেন, "সেদিন ওইটুকু সময়ের মধ্যে তোমাকে তো কিছুই বলা হয়নি। আজ বলছি শোনো। সত্যি কথা বলতে কী, এখানে আমার এখন কোনও শত্রুই নেই। তবে কলকাতার সঙ্গে এখন আমার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। না হলে আমার ছেলে-মেয়েদের জন্য আমি ওইখানেই বা বাড়ি কিনতে গেলাম কেন? মঙ্গলময় আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু। কলকাতায় গেলে আমি ওর ওখানেই উঠি। আমার যে ব্যবসার জন্য কলকাতায় যাতায়াত, সেই ব্যবসায়ে জয়সওয়ালজি নামে আমার এক প্রতিদ্বন্দ্বী আছেন। তা ওই জয়সওয়াল একবার দারুণ ক্ষতি করে আমার। সেই থেকেই আমি মনে মনে ওর ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর হই। হঠাৎই সেদিন বাবুঘাটে মুখোমুখি দেখা। আমাকে দেখেই ভূত দেখার মতো পালাল ও। তবে পরে অবশ্য আমার পেছনে এমন দু'জনকে লেলিয়ে দিল যারা মোস্ট ডেঞ্জারাস। সত্যি কথা বলতে কী, ওদের ভয়েই আমি এত তাড়াতাড়ি কলকাতা ছেড়ে পালিয়ে এলাম। আমি আর একদিনও ওখানে থাকলে খুন হতাম। তবে আবার আমি কলকাতায় যাব এবং রীতিমতো তৈরি হয়ে।"

"কিন্তু মঙ্গলময়বাবুর ওপর ওদের এই আক্রোশ কেন?"

"যেহেতু ও আমার বন্ধু এবং আমার ব্যবসায়ে সহযোগিতা করে। আমার জিনিসপত্র ওর বাড়িতে লুকিয়ে রাখতে সাহায্য করে। আমাকে রক্ষা করে। আর আমার কাছ থেকে আমার ব্যবসায়ের একটা লভ্যাংশও ও পায়।"

"বাবুঘাটে আপনারা যাতায়াত করতেন কেন?"

"আসলে ওটা হচ্ছে আমাদের মিটিং প্লেস। আমাদের কাজ-কারবার সব খিদিরপুরে। আর যা কিছু যোগাযোগ ওখানেই।"

এমন সময় সেই কাজের ছেলেটি রীতিমতো জলখাবার নিয়ে এসে ওদের সামনে রাখল। একেবারে এদেশীয় খানা। পুরি, পকৌড়া ইত্যাদি।

শশাঙ্কবাবু বললেন, "আমি খাব না। আমাকে তো এক্ষুনি বেরোতে হবে। বাবলু তুমি খাও।"

"সে কী! কোথায় বেরোবেন আপনি?"

"বেশি দূরে নয়। কাছাকাছি। ঘণ্টা তিন-চারেকের মধ্যেই ফিরে আসব।"

বাবলুর খিদে পেয়েছিল খুব। তাই আর কথা না বলে খেতে লাগল। খেতে খেতেই চা এল। ছেলেটি চা করে ভাল। চা খেতে খেতে বাবলু বলল, "আচ্ছা ওই জয়সওয়াল থাকেন কোথায়?"

"মাণ্ডুতে। খুব নিরাপদ স্থানে। আসলে ওঁর বাড়িটাই একটা দুর্ভেদ্য দুর্গ বলতে পারো।"

"বলেন কী! ওঁর ব্যবসাটা কীসের?"

"ফিল্মের। জাল ওষুধের।"

"আর সেই ওবেরয়?"

"জাল বেবি ফুড এবং জাল ওষুধ তৈরির জগতে এক পরিচিত নাম। শুধু তাই নয়, খুন, জখম, রাহাজানি, ডাকাতি—সবরকমেই সিদ্ধহস্ত সে। তবে মজার ব্যাপার কী জানো? আজ পর্যন্ত এই কুখ্যাত মানুষটিকে চোখে দ্যাখেনি কেউ। সবসময় ছদ্মবেশে ঘোরে।"

বাবলুর মনের মধ্যে একটা সন্দেহ উঁকি দিল এবার। এই জয়সওয়ালই তা হলে...? আবার ভাবল, তা হলে বজবজের ওই ডাক্তারবাবুটি কে? যাই হোক, বাবলু যে জয়সওয়ালকে চেনে একথা বেমালুম চেপে গেল।

তবে একটা কথা বলতে ছাড়ল না বাবলু, "আপনি তো ফিল্মের ব্যবসা করেন। ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে টাকা খাটান। কলকাতায় যখন আপনার এত দৌড়ঝাঁপ, তখন এখানেই বা আপনি পড়ে আছেন কীসের মায়ায়?"

"আর পড়ে থাকছি না তো? এবার তো আমি কলকাতাতেই থেকে যাব।"

"সে কী! যে জায়গায় আপনি একটা দিনও থাকতে না পেরে পালিয়ে এলেন, আপনার বন্ধু যেখানে অর্ধমৃত হয়ে পড়ে রইল, সেখানে আপনি আবার যাবেন?"

"হ্যাঁ। যেতে আমাকে হবেই। এখন থেকে সেটাই হবে আমার আসল ঘাঁটি। ওখানে স্থায়ীভাবে চেপে বসে থাকলে এমন একটা সময় আসবে যখন ওরাই আমাকে ভয় পাবে।"

"আপনাদের ব্যবসাগত ব্যাপারে আমি কিন্তু একটু ক্রাইমের গন্ধ পাচ্ছি।"

"তা তোমাকে মিথ্যে বলব না বাবা। আমাদের এইসব কাজ-কারবারে একটু অপরাধ জগতের ব্যাপার আছে। তবে আমার ওষুধের দোকানটা যদি নষ্ট না হত বা ছেলেমেয়ে দুটো চুরি না যেত, তা হলে আমি এইসবের মধ্যে জড়াতাম না।"

বাবলু বলল, "যাকগে ওসব কথা। ভাল কাজ করলে ভাল ফল পাবেন। খারাপ কাজ করলে খারাপ ফল পাবেন। এখন আর দেরি করে লাভ নেই। আপনি তো বেরোবেন? এখন দিন তো দেখি আপনার কাঞ্চন-কুন্তলের ছবি।"

শশাঙ্কবাবু একটা অ্যালবাম মেলে ধরলেন বাবলুর সামনে। একেবারে ঘরোয়া ছবি। কোনওটি সাঁচি স্তূপের কাছে, কোনওটি বিদিশায়, কোনওটিবা ভোপালের শ্যামলা পাহাড়ে তোলা। বাবলু প্রত্যেকটা ছবি খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখল। পুষ্পার মুখের সঙ্গে এই ছবির মুখের সামান্য একটু মিলও পাওয়া যায় কি না তা নিয়ে চিন্তা করতে লাগল। কিন্তু না, কোথাও কোনওরকম মিলই নেই। দু'-একটা ছবি একটা খামে পুরে বাবলু বলল, "আমি এগুলো আমার কাছেই রাখছি।"

বাবলু ছবিগুলো নিজের কাছে রেখে বলল, "আচ্ছা, মি. জৈনের ব্যবসাপত্র যিনি দেখাশোনা করছেন সেই দীনেশ মেহতা কোথায় থাকেন?"

"ওঁর খোঁজে তোমাদের দরকার কী?"

"আছে। যদি আমাদের এই অভিযান সফল হয় তা হলে ওঁরও মোকাবিলা করব আমরা। জৈনের একমাত্র পুত্রের হত্যাকারীকেও আমরা ছেড়ে দেব না।"

"দীনেশ প্যালেক গ্রাউন্ডে থাকে।"

"আমি লোকটাকে দূর থেকে চিনে রাখতে চাই।" বলে বাবলু অস্থিরভাবে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল।

শশাঙ্কবাবু কাজের লোককে ডেকে বললেন, "গোপাল! তুই এই খোকাবাবুর একটু দেখাশোনা করিস। আমি বিকেল নাগাদ ফিরব।" বলে বাবলুকে বললেন, "তুমি এবার একটু বিশ্রাম করো বাবা। আমি আসি। আজ আশা করি থাকছ। রাত্রে শুয়ে শুয়ে আরও কথা হবে।"

"আপনি যাবেন কোথায়?"

"এই কাছাকাছিই। বিশেষ জরুরি কাজে।"

বাবলু বলল, "স্নান-খাওয়া সেরে আমিও চলে যাব। কেন না, আর এখানে থেকেই বা কী করব আমি? আমার বন্ধুরা ওদিকে হানটান করছে।"

"ওদের সবাইকেই নিয়ে আসতে পারতে তো?"

"আনব। এখন তো কিছুদিন আছি।"

শশাঙ্কবাবু কী যেন ভেবে বললেন, "তোমাদের আর কিছু টাকা-পয়সার দরকার আছে?"

"পেলে ভাল হয়। কাল রাতে ট্রেনের মধ্যে আমরা কিছু ডাকাতের মুখোমুখি হই। সেই সময় আমার কাছে যা ছিল সবই প্রায় খোয়া গেছে।"

শশাঙ্কবাবু হেসে বললেন, "শেষকালে গোয়েন্দার পিকপকেট!"

"পিকপকেট ঠিক নয়, ছিনতাই। অবশ্য এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। প্রধানমন্ত্রীও তাঁর দেহরক্ষীর গুলিতে প্রাণ হারাতে পারেন ডাক্তারের ছেলেও ভুল চিকিৎসায় মারা যেতে পারে।"

শশাঙ্কবাবু টাকা বার করতে করতে বললেন, "সত্যি, তুমি হচ্ছ কথার রাজা।" বলে হাজার দুই টাকা বাবলুর হাতে দিলেন।

বাবলু বলল, "শুধু টাকায় তো হবে না। এই মুহূর্তে আমার আর-একটা জিনিস চাই যে।"

"কী জিনিস বলো?"

"আমার পিস্তলের জন্য কয়েকটি বুলেট।"

"তাও পাবে।" বলেই ড্রয়ার টেনে একটা পিস্তল বের করে শশাঙ্কবাবু বললেন, "আজকাল এ-জিনিসও আমি সঙ্গে রাখি। খুব বিপদে না পড়লে অবশ্য ব্যবহার করব না। কেন না, আমি এখন কোনও ঝামেলায় না জড়িয়ে সুস্থ সুন্দরভাবে বেঁচে উঠতে চাই। কাজেই তোমার দরকারের জন্য অফুরন্ত বুলেট আমি সাপ্লাই দিতে পারি।"

বাবলু আড়চোখে একবার শশাঙ্কবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল। একবার ভাবল জিজ্ঞেস করে, এইরকম অফুরন্ত বুলেট আপনি সংগ্রহ করলেন কী করে? কিন্তু তা আর করল না। কেন না, এই মুহূর্তে শশাঙ্কবাবু সম্বন্ধে ওর ধারণা খুব একটা ভাল নয়। ও কয়েকটা বুলেট পকেটস্থ করে যাওয়ার জন্য তৈরি হল।

শশাঙ্কবাবু বললেন, "না না, এখন যাবে কী? স্নান-খাওয়া করো, বিশ্রাম করো। পরে যাবে। তুমি আজকেই আসবে তা তো জানতাম না। জানলে আজ আমি কোনও কাজই রাখতাম না। অথচ এমন একটা জরুরি অ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যাপার আছে যে, না গেলেই নয়।" বলেই ডাকলেন, "গোপাল! রান্না কতদূর?"

"ভাত নেমে গেছে বাবু। এবার মাংসটা বসালেই...।"

"ঠিক আছে। তুমি দেখো বাবলুবাবুর যেন কোনও অসুবিধে না হয়। আমি আসছি।"

শশাঙ্কবাবু তৈরি হয়ে চলে গেলেন।

আর বাবলু গোপালের সঙ্গে ভাব জমিয়ে ঘুরে-ফিরে ঘরদোর দেখে সময় কাটাতে লাগল। গোপাল মাত্র এক বছর কাজ করছে এখানে। কলকাতার বেহালার পরুই দাস পাড়া থেকে এসেছে ও। বেচারি ছেলেমানুষ। আর নতুন। অতএব ওর মুখ থেকে পুরনো দিনের খবর কিছুই সংগ্রহ করা গেল না।

যাই হোক, বাবলু ঘুরে দেখার ফাঁকেই ঘরময় রীতিমতো তল্লাশি চালিয়ে যেতে লাগল। এখানেও সেই বেআইনি ফিল্মের ছড়াছড়ি। যা ওর মনের মধ্যে ঘৃণার উদ্রেক করল। হঠাৎ সিঁড়ির গায়ে তালাবন্ধ একটা ঘরের কাছে এসে থমকে দাঁড়াল বাবলু। গোপালকে ডেকে বলল, "গোপাল! এ-ঘর বন্ধ কেন?"

"ওতে বাবুর কী সব জিনিসপত্র আছে।"

"আমি একটু দেখতে চাই। চাবি কোথায়?"

"চাবি আছে। কিন্তু এ-ঘরে বাবু ঢুকতে মানা করেন।"

"আমি দেখব।"

গোপাল বাবলুর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। তারপর বলে, "তুমি বেড়াতে এসেছ, ঘোরো, বেড়াও, চলে যাও। আবার ও-ঘরে ঢোকা কেন?"

বাবলু ওর পকেট থেকে দশটা টাকা বার করে গোপালের হাতে দিয়ে বলে, "তুমি কিছু কিনে খেয়ো। তালাটা খুলে দাও। আমি যে কেন এসেছি তা তো তুমি জানো না। তাই ভয় পাচ্ছ। বাবু থাকলে বাবুও খুলে দেখাতেন।"

গোপাল টাকাটা পকেটে পুরে চাবি এনে তালা খুলল। ঘরটা একটু নিচুতে। কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভেঙেই অন্ধকার একটি ঘরে ঢুকে গিয়ে ভ্যাপসা গন্ধে বাবলু যেন হাঁফিয়ে উঠল। গোপাল ছুটে গিয়ে একটা টর্চ এনে বাবলুকে দিতেই যা ও দেখল, তাতে আপাদমস্তক জ্বলে উঠল বাবলুর। সে রীতিমতো গম্ভীর হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, "ঠিক আছে। তালা লাগাও। আমি যে এ-ঘরে ঢুকেছিলাম বাবুকে যেন বোলো না।"

"আমি তো বলবই না। তুমিও যেন বোলো না। তা হলে আমাকে খুব বকবেন।"

বাবলু মনে মনে স্থির করল কাঞ্চন ও কুন্তলকে উদ্ধার করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টাও যেমন করবে, তেমনই চেষ্টা করবে এই লোককে জেলের ঘানি টানানোর। আর এই লোকের দেওয়া ওই দশ হাজার টাকাও ওরা ছুড়ে ফেলে দেবে।

কোনওরকমে দুটি খাওয়াদাওয়া করেই বাবলু ফিরে এল ভোপালে। আলোদের বাড়িতে সবাই অপেক্ষা করছিল ওর জন্য। বাবলু যেতেই আনন্দে অধীর হয়ে উঠল সব।

বিলু বলল, "কী রে! কাজ হল?"

বাবলু ওর কানে কানে কী যেন বলতেই বিলু বলল, "বলিস কী রে!"

কথাটা মুহূর্তে কানাকানি হয়ে গেল।

আলো সব দেখেশুনে বলল, "ও, আমি বুঝে বানের জলে ভেসে এসেছি? আমাকে কিছু বলবে না?"

বাবলু বলল, "বললেও কি তুমি বুঝবে আলো? তাই তো চুপিচুপি বললাম। খুব গোপন কথা। এখন চলো, তোমাদের ভোপাল শহরটা একটু ঘুরে দেখে আসি।"

"এই তো এলে। একটু বিশ্রাম নেবে না?"

"বিশ্রাম নেওয়ার জন্য আমরা নই। আর নষ্ট করবার মতো সময়ও আমাদের হাতে নেই।"

অতএব ওরা একটা অটো নিয়ে তক্ষুনি চলল ভোপাল শহরটা ঘুরে বেড়াতে। হাজার হলেও রাজধানী শহর তো! ঘুরে দেখতে হবে বইকী! আগে অবশ্য রাজধানী ছিল নাগপুরে। পরে নাগপুর মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত হলে ভোপাল মধ্যপ্রদেশের রাজধানী হয়। একাদশ শতকে পারমার অধিপতি মহারাজ ভোজ ভোজপাল নামে একটি সরোবরের তীরে এই শহরের পত্তন করেন। তাই এর নাম হয় ভোজপাল থেকে ভোপাল। যাই হোক, অটোয় চেপে ওরা তাজ-উল-মসজিদ, জুম্মা মসজিদ, হাতিমহল, সদর মঞ্জিল, ভারতভবন— সব কিছুই দেখে নিল। তারপর বড়িতালাওতে সন্ধে পর্যন্ত নৌকাবিহার করে ওদের ঘোরা শেষ করল।

দেখাশোনার পাট যখন শেষ হল তখন সন্ধে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। বাবলু আলোকে বলল, "আচ্ছা আলো, তুমি কি বলতে পারো, প্যালেক গ্রাউন্ডটা কোথায়?"

আলো ওর সুন্দর মুখে চোখের দুটি তারা নাচিয়ে বলল, "কেন পারব না? কিন্তু কী ব্যাপার বলো তো?"

"ব্যাপার অবশ্য একটা আছে।"

"কী ব্যাপার! তোমরা এখানে নতুন। এসেই হঠাৎ বিদিশায় যেতে চাইলে। পাছে আমি যাই তাই আমাকে এড়াবার জন্য তুমি একাই পালালে। এখন আবার প্যালেক গ্রাউন্ডের নাম করছ। ব্যাপারটা কী?"

বাবলু বলল, "শোনা আলো। তোমার যে-রকম আগ্রহ তাতে সব কথা তোমাকে খুলে বলতে পারলে আমি অত্যন্ত খুশি হতাম। কিন্তু সত্যি বলতে কী, এমন কিছু ব্যাপার আছে এখানে, যা তোমাকে বলা যাবে না। পরে অবশ্য তুমি সবই জানবে।"

আলো বলল, "তা হলে শোনো। এমন কোনও বাঙালি ঘরের ছেলেমেয়ে নেই, যারা তোমাদের চেনে না। তোমরাই যে বিখ্যাত পাণ্ডব গোয়েন্দা তা আমি অনেক আগেই জেনেছি। কিন্তু আমিও অত্যন্ত চাপা মেয়ে। যেহেতু তোমরা তোমাদের পরিচয় দাওনি, সেইহেতু আমিও সব জেনেও চুপচাপ আছি। আর আঠার মতো লেগে আছি তোমাদের সঙ্গে। কিছুতেই তোমাদের পিছু ছাড়িনি।"

বাবলু অবাক হয়ে চেয়ে রইল আলোর দিকে।

আলো বলল, "হয় তোমরা এক্ষুনি আমার সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করো, না হলে আমি ছায়ার মতো ঘুরে বেড়াব তোমাদের পেছনে। বাচ্চু-বিচ্ছুর মুখে আমি শুনেছি তোমরা ইন্দোর যাবে, মাণ্ডু যাবে। আমি মাণ্ডু কখনও দেখিনি। তাই তোমাদের সঙ্গ ছাড়ব না। আমাকে কিছুতেই এড়াতে পারবে না তোমরা।"

বাবলু বলল, "তুমি আমাদের সঙ্গে থাকলে আমরা অত্যন্ত খুশি হব। কিন্তু তোমার বাড়িতে কি তোমাকে ছাড়বে?"

"আমাকে কেউ কোনওদিন আটকে রাখতে পারেনি। আমি নামে আলো। কিন্তু আমাকে বাধা দিলেই আমি অন্ধকার।"

বাবলু ওর পিঠ চাপড়ে বলল, "শাবাশ।"

"এবার বলো প্যালেক গ্রাউন্ডে তোমরা কেন যাবে?"

"ওখানে দীনেশ মেহতা নামে একজনের সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই।"

আলোর মুখ কালো হয়ে গেল। বলল, "ওরে বাবা। ও কিন্তু সাংঘাতিক লোক। তোমরা যেয়ো না ওর কাছে।"

"কেন? গেলে কী করবে? আমাদের চিবিয়ে খাবে?"

"অসম্ভব কিছু নয়।" তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, "সত্যিই কি তোমরা যাবে?"

"হ্যাঁ। যেতেই হবে একবার।"

"এসো তবে।"

আবার একটা অটো নিয়ে ওরা প্যালেক গ্রাউন্ডে দীনেশ মেহতার বাড়ির সামনে এসে হাজির হল। বাড়ি তো নয়, প্রাসাদ একটি। এর গোটা চৌহদ্দির মধ্যে কয়েকটা ভয়ংকর দর্শন কুকুর ছাড়া থাকে সব সময়। গেটের কাছে তাই বড় বড় হরফে লেখা আছে, "বিওয়্যার অব ডগস।"

ওরা যেতে প্রথমেই দারোয়ান আটকাল ওদের। বলল, "বাবুকা সাথ মুলাকাত নেহি হোগা।"

বাবলু বলল, "বিশেষ দরকার। একবার তাঁর সঙ্গে আমাদের দেখা করিয়ে দাও ভাই। আমরা অনেক দূর থেকে এসেছি। মি. জৈনের ব্যাপারে একটা খবর আছে।"

এইবার কাজ হল। দারোয়ান একজন লোককে ভেতর বাড়িতে পাঠিয়ে দিতেই লোকটি একটু পরে ঘুরে এসে বলল, "আইয়ে।"

পঞ্চু তো ভেতরে যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়েই ছিল। কিন্তু ওরা যেতে দিল না। শুধু পঞ্চু কেন, কাউকেই না। একমাত্র বাবলুই গেল। আর ওরা অপেক্ষা করতে লাগল গেটের বাইরে।

বাড়ির ভেতরে যেখানে বাবলুকে নিয়ে যাওয়া হল সেখানে গিয়ে বাবলু দেখল একজন ভীষণদর্শন লোক, চাপদাড়ি, গড়গড়ায় নলে তামাক খাচ্ছেন। বাবলুর দিকে একবার ফিরেও তাকালেন না তিনি। চোখদুটো দেওয়ালের দিকে নিবদ্ধ। আর পাথরের চোখের মতো স্থির। বাবলুর বুক ভয়ে শুকিয়ে গেল। ওর সর্বাঙ্গে একটা হিম-স্রোত বয়ে গেল তখন। এই নাকি মানুষ। এ যে বাঘের চেয়েও ভয়ংকর।

বাবলু কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, "আপনিই দীনেশ মেহতা?"

লোকটি এবার সরাসরি তাকালেন বাবলুর দিকে। কোনও মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে এইভাবে কখনও পা কাঁপেনি বাবলুর। উনি গম্ভীর গলায় ডাক দিলেন, "দীনেশ! এ দীনেশ! দেখো তো কৌন আয়া।"

ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের ভেতর থেকে লাল মুখ একজন যুবক সন্ত্রস্ত হয়ে এগিয়ে এসে বাবলুকে বলল, "ক্যা চাহিয়ে?"

"আপনিই দীনেশ মেহতা?"

"হাঁ। ম্যায় হুঁ দীনেশ মেটা।"

বাবলু যে কেন এল, কী বলবে কিছুই ভেবে পেল না এবার। মানুষ দেখে এত ভয় ওর কখনও হয়নি। পরিবেশের জন্যই কি? এখন মনে হচ্ছে এখানে না এলেই বুঝি হত। তবুও চট করে একটা বুদ্ধি মাথায় এনে বলল, "শুনুন, আমরা ক'জন বন্ধু মিলে কাল সকালে ইন্দোর যাচ্ছি। আপনাদের কনসার্নের মালিক মি. জৈনের সঙ্গে আমি একটু দেখা করতে চাই। আমার বাবা কোনও একটা ব্যাপারে ওঁর কাছে বিশেষভাবে ঋণী। তাই তিনি বারবার বলে দিয়েছেন আমরা যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করি। আমরা ভোপালে এসেছিলাম সাঁচি দেখতে। এসে শুনলাম আপনি নাকি ওঁর ট্রাস্টি দেখাশোনা করেন।"

"তুমহারা বাত মেরা সমঝমে নেহি আতা।"

"অন্য কিছু নয়, এইসময় উনি ইন্দোর শহরের বাইরেও থাকতে পারেন তো? যদি না থাকেন তা হলে ওঁদের কোনও ধর্মশালা বা গেস্টহাউসে আমাদের একটু থাকার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন কি?"

"ও বাদ মে দিখা যায়েগা। লেকিন মতলব ক্যা তুমহারা?"

"এতে আর মতলবের কী আছে?"

সেই ভয়ংকর লোকটি এবার মুখ খুললেন, "কিন্তু ওইখানে থাকলে তোমাদের কাজকামের কি কুছু সুবিধা হোবে?"

বাবলুর পায়ের তলার মাটি আবার যেন দুলে উঠল। এই লোকটি ওদের কাজকর্মের কথা টের পেয়ে গেল নাকি? বলল, "আপনি কে?"

"হামকো সমঝনে কা কোসিস মাত করো। হামি বহত ডেঞ্জারাস আদমি আছে। আর শশাঙ্কবাবুকে বলে দিয়ো উনি যেন আমার সঙ্গে বেশি চালাকি করতে না আসেন।"

এইভাবে যে ধরা পড়ে যাবে বাবলু তা ভাবতেও পারেনি। তাই সে কোনও কথাই বলতে পারল না।

বজ্রকঠিন কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল, "তুমি লোগ কাল রাত কো ট্রেন মে দো-তিন ডাকাইত কো ঘায়েল কিয়া থা না? হিঁয়াকা পোলিশ হামকো বতায়া তুম ক্যালকাটা পোলিশকা হেলপার। প্রাইভেট সি আই ডি।"

বাবলু ঘাড় হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল।

উনি বলেই চললেন, "আজ সবেরে তুম সাঁচি দেখনে গিয়া থা! বিদিশা দেখা?"

"দেখেছি।"

"শশাঙ্কবাবুকা মকান ক্যায়সা দেখা?"

বাবলু বলল, "আপনি তো আমাদের ব্যাপারে সব খবরই রেখেছেন দেখছি।"

"হামি ভি সি আই ডি আছে। দেখো তো দীনেশ। সার্চ করো ইসকো। কুছ-না-কুছ রহেগা ইসিকা পাস।"

দীনেশ ঝাঁপিয়ে পড়ল বাবলুর ওপর। প্রথমেই ও টেনে বার করল কাঞ্চন ও কুন্তলের ফোটোগুলো। তারপর পেয়ে গেল পিস্তলটা।

কোনও মানুষের চোখে কখনও আগুন জ্বলতে দেখেনি বাবলু। এই লোকটির চোখে আজ তাই দেখল। ভয়ংকর ক্রোধে উনি বললেন, "এ ফোটো কাঁহাসে মিলা?"

বাবলু বুঝতে পারল আর ভয় পেয়ে কোনও লাভ নেই। বলল, "শশাঙ্কবাবুই দিয়েছেন।"

"ও দোনো জিন্দা হ্যায় ক্যা মুরদা ও দেখনে কে লিয়ে?"

"ঠিক তাই।"

গম্ভীর গলা আবার গমগমিয়ে উঠল, "হরকিষণ!"

একজন বলিষ্ঠ চেহারার লোক এসে দাঁড়াল সেখানে।

" বাহার লে যাও এ বাঙালি বাচ্ছা কো। জলদি লে যাও।" বলেই চোখ টিপে দিলেন।

বাবলুর চোখে তখন জল এসে গেছে। এইরকম বিপজ্জনক মুহূর্তে পিস্তলটাই ওর একমাত্র অবলম্বন। অথচ সেই পিস্তলটাই এখন ওদের হাতে। দীনেশ মেহতা শক্ত করে ধরে আছে সেটা।

হরকিষণ বাবলুকে প্রায় টেনেহিঁচড়েই নিয়ে গেল বাইরে। তারপর ধাক্কা মেরে ফেলে দিল লনে। দিয়েই মুখে একটা বিশ্রী রকমের আওয়াজ করল। সঙ্গে সঙ্গে আশপাশ থেকে ছুটে এল ভীষণ দর্শন চারটে কুকুর।

বাবলু চিৎকার করে প্রাণভয়ে পালাবার চেষ্টা করল। কিন্তু কোনও লাভ হল না। যেদিকে যায় সেদিকেই ঘেরা পাঁচিল আর ক্ষুধিত কুকুরের তাড়া।

সেই ভয়ংকর মানুষটি তখন মজা দেখে ঘরের ভেতর থেকে প্রচণ্ড হাসিতে ফেটে পড়ছেন। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

বাবলু তখন বাবলুর মধ্যে নেই।

কুকুরগুলো ওকে ছিঁড়ে খাওয়ার জন্য উল্লাসে দাপাদাপি করছে। আর বাবলু ওদের আক্রমণের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করবার জন্য এলোপাথাড়ি ছুটোছুটি করছে। এইভাবে ছুটোছুটি করতে করতে একসময় দারুণ রকমের হাঁপিয়ে পড়ল। প্রচণ্ড ভয়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে পাঁচিলের গায়ে ঠেস দিয়ে বসে পড়ল ও। শুধু এইটুকু অনুভব করতে পারল যে, চারটি মৃত্যুদূত ধীরে ধীরে ওর দিকে এগিয়ে আসছে।

ওদিকে বাবলুর ওইরকম অবস্থা দেখে দূরে দাঁড়িয়ে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু আর আলো চিৎকার করতে লাগল।

পঞ্চুও শুরু করল প্রচণ্ড হাঁক-ডাক ও দারুণ দাপাদাপি।

কিন্তু মেন গেটটি দারোয়ান তখন এমনভাবে বন্ধ করে দিয়েছে যে, ওরা হাজার চেষ্টা করেও ভেতরে ঢুকে বাবলুকে উদ্ধার করতে পারল না। অতএব আর একটুও দেরি না করে একটা অটো নিয়ে সোজা চলে গেল এখানকরা পুলিশ হেড কোয়ার্টারে।

সেখানে তখন ভীষণ ভিড়।

বরাত যখন মন্দ হয় তখন এইরকমই হয়। একটি পরস্পর বিরোধী রাজনৈতিক দলের মোকাবিলা করতে পুলিশ তখন এমনই বিব্রত যে, ওদের কথা কেউ ভাল করে শুনলই না।

অনেক পরে অবশ্য একজন ইনস্পেক্টর ওদের অভিযোগমতো একটা ডায়রি লিখে নিয়ে বললেন, "চলিয়ে তো, ক্যা তামাসা দেখা যায়।"

পুলিশের ভ্যানেই ওরা এসে হাজির হল প্যালেক গ্রাউন্ডে। সেই কুখ্যাত বাড়িটার সামনে।

পুলিশের গাড়ি দেখামাত্রই দারোয়ান এসে গেট খুলে দিল।

কয়েকজন কনস্টেবলসহ ইনস্পেক্টর নামলেন। তারপর শুরু হল তল্লাশি।

দীনেশ মেহতা ঘরেই ছিল। পুলিশ দেখে ভূত দেখার মতো চমকে উঠে বলল, "বাত ক্যা!"

বিলু কঠিন গলায় বলল, "বাবলু কোথায়?"

"হাম ক্যা জানে? ইধার তো কোঈ নেহি আয়া।"

ভোম্বল তখন ছিঁড়ে ফেলা ফোটোর কপিগুলো কুড়িয়ে নিয়ে বলল, "কেউ যদি আসেইনি তো এগুলো এখানে কী করে এল? এগুলো তো বাবলুর কাছেই ছিল।"

পঞ্চু তখন টেবিলের ওপরে রাখা বাবলুর পিস্তলটা মুখে নিয়ে চুপিচুপি বিলুর হাতে দিয়েছে। কিন্তু দিলেই বা কী হবে? বিলু তো এর ব্যবহার জানে না। আর জানলেও পুলিশের সামনে প্রয়োগ করা যায় না।

দীনেশ ফোটোর ব্যাপারে কোনও কিছু না বলতেই ক্রুদ্ধ ভোম্বল রাগের মাথায় গদাম করে একটা ঘুষি বসিয়ে দিল দীনেশের মুখে।

ইনস্পেক্টর বললেন, "কানুন আপনা হাত মে মাত ওঠাও ভাই। যব তক হাম হ্যায় তব তক তুম কুছ না করো।"

দীনেশ তখন অপমানে ক্রোধে কিছু একটা করতে যাচ্ছিল। কিন্তু পঞ্চু তখন ভয়ংকর।

এদিকে পুলিশের সাহায্য নিয়ে সকলে সারা বাড়ি তোলপাড় করেও বাবলুর কোনও সন্ধান পেল না। অগত্যা বাবলু ছাড়াই পাণ্ডব গোয়েন্দারা আবার ফিরে এল ওদের লজে।

॥ সাত ॥

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুর মুখে সব কথা শুনে হায়-হায় করতে লাগল আলো। বলল, "কী করলে বলো তো? জেনেশুনে বাঘের গুহায় ঢুকে পড়লে? আর এই কথাগুলো আগে তোমরা একবারও জানালে না আমাকে। তোমরা যতই কৃতী হও, আমি তো এখানকারই মেয়ে। আমি তো কোনও-না-কোনওভাবে তোমাদের সাহায্য করতে পারতাম। তোমরা কি জানো আমার বাবা ওই জৈনেরই ফার্মে কাজ করেন।"

বিলু, ভোম্বল একসঙ্গে বলে উঠল, "আলো!"

"আর আলো। ওই দীনেশ মেটার খপ্পর থেকে বাবলুকে আর ফেরত পাবে ভেবেছ? ওরা শত্রুর শেষ রাখে না। এতক্ষণে হয়তো বাবলুকে ওই কুকুরগুলো একটু-একটু করে খেয়েই শেষ করেছে।"

বাচ্চু বলল, "কিন্তু ওই বাড়িতে ঢুকে কুকুরগুলোকে তো আমরা আর দেখতে পেলাম না।"

"হয়তো আমরা যে-সময় পুলিশে খবর দিতে গিয়েছিলাম, ঠিক ওইসময় ওরা বাবলুকে এবং কুকুরগুলোকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। অথবা কুকুরগুলোকে রেখেছে অন্য কোনও ঘরে। তবে শুনেছি কুকুরগুলো এমনই ট্রেনিংপ্রাপ্ত যে, কামড়াতে না বললে ওরা কামড়ায় না। শুধু ভয় দেখিয়ে ছুটিয়ে মারবে। আর যাকে কামড়াতে বলবে তার হাড় পর্যন্ত চিবিয়ে না খেয়ে ওরা মুখ তুলবে না।"

"বলো কী! তা হলে বাবলু...!"

"আমার তো একটুও ভাল মনে হচ্ছে না। বিশেষ করে তোমরা যার সঙ্গে লাগতে এসেছ সেই ওবেরয় হচ্ছে এই অঞ্চলের সন্ত্রাস। শুনেছি নিমারের উপত্যকা জুড়ে ওর দুষ্টচক্রের ঘাঁটি। আর ওই মি. জৈন। উনিও একজন ড্রাগিস্ট ছিলেন। ওবেরয়েরও জাল ওষুধ, ভেজাল বেবিফুডের কারবার। এই নিয়েই ওঁদের বিরোধ। এখানকার সবাই জানে ওই মি. ওবেরয়ই শশাঙ্কবাবুর ছেলে-মেয়েকে মেরে ফেলেছে অথবা আটকে রেখেছে কিংবা বেচে দিয়েছে কারও কাছে। আর ওঁরই ষড়যন্ত্রে মারা গেছে মি. জৈনের একমাত্র সন্তান। পরে অবশ্য জৈনজি আবার বিয়ে করেন। এখন উনি দুই সন্তানের পিতা। আর এও জেনে রাখো, এইসব ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর থেকে জৈনজির সঙ্গে দীনেশ মেটার সম্পর্ক খুব একটা ভাল নয়। এইরকম অবস্থায় ওইসব তাবড়-তাবড় লোকেরা যখন ওদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছে না, তখন তোমরা কোন সাহসে এই কাজের জন্য এগিয়ে এলে?"

বিলু বলল, "এখন তা হলে কী করব আমরা? এই বিদেশে-বিভুঁইয়ে, এই রহস্যের অন্ধকারে তুমিই আমাদের আলো দেখাও।"

আলো বলল, "আমি উপায় খুঁজে বার করছি। তোমরা লড়ে যাও। এখানকার পুলিশের ওপর একদম ভরসা রেখো না। ওরা সামনে ভাল, পেছনে কালো। কাল সকালে মালোয়াঁ (ট্রেন) ধরে চলো আমরা ইন্দোর যাই। মি. জৈনের সঙ্গে দেখা করি। তাঁর পরামর্শ চাই। উনি আমাকে চেনেন। তোমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে উনি কী বলেন শুনে সেইমতো ধীরে-ধীরে এগনো যাবে। তবে বাবলুর আশা কিন্তু মন থেকে মুছে ফ্যালো।"

পঞ্চু কখনও কাঁদে না। এইসব আলোচনা শোনার পর হঠাৎ কেমন করুণ সুরে 'আঁ-আঁ-আঁউ' করে কেঁদে উঠল ও।

বাচ্চু-বিচ্ছু সঙ্গে সঙ্গে ওকে বুকে জড়িয়ে সান্ত্বনা দিল। আর বিলু, ভোম্বল মাথায় হাত দিয়ে বসে রইল চুপচাপ।

কী সুন্দর ছবির মতো সাজানো শহর এই ইন্দোর। আর সেই ইন্দোর শহরের বুকে চমৎকার পরিবেশে শোভা পাচ্ছে আদিকেশর জৈনের সফেদওয়ালা জৈনপুরী। আলোরা যখন গেল মি. জৈন তখন ওঁরই বাড়ির পাশে নেমিনাথের মন্দিরে ছিলেন। আলোকে দেখে হাসিমুখে বললেন, "রিনি ঠিনি।" অর্থাৎ কিনা একটু দাঁড়াও।

উপাসনা শেষ হলে মি. জৈন ওদের নিয়ে তাঁর বসবার ঘরে এলেন।

এমন শান্ত সুন্দর মূর্তি সচরাচর দেখা যায় না। দেখলেই প্রণাম করতে ইচ্ছে করে।

মি. জৈন প্রথমেই পঞ্চুর গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন। তারপর নিজে উঠে গিয়ে নানারকম লোভনীয় খাবার নিয়ে এসে একটি একটি করে নিজের হাতে খাইয়ে দিলেন পঞ্চুকে।

একজন লোক এসে ডিশে করে নামকিন আর দরবেশের মতো লাড্ডু এনে খেতে দিল সকলকে।

সকলের খাওয়া হলে জৈনজি আলোর দিকে তাকিয়ে বললেন, "বাবা কা হাল ক্যায়সা?"

"তবিয়ত ঠিক নেহি। জব্বলপুরসে আনেকা টাইম টেরেন মে ডাকু পিছু লাগ গিয়া হামারা। ওহি বখত এক...।"

"ব্যস। জায়দা মাত বোলো। তো এহি হ্যায় ও কুত্তা। আর ও লেড়কা কৌন?"

আলো বলল, "সে নেই। না জানে কাঁহা ছুপাকে রাখ্‌খা আপকা দীনেশ।"

"দীনেশ!"

"জি হাঁ।"

আলো তখন সমস্ত ঘটনার কথা খুলে বলল মি. জৈনকে। আর বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুও ওদের আসবার কারণ, এমনকী জৈনজির ছেলের হত্যাকারীর ওপর চরম বদলা নিতে গিয়েই যে দীনেশ মেটার তদন্ত করতে ওই বাড়িতে ঢুকেছিল তাও বলল।

সব শুনে কপালে হাত দিয়ে জৈনজি বললেন, "না জানে ভগবান তুমনে কিস লিয়ে ভেজা। ম্যায়নে তো ছোড় দিয়া ও শয়তান কো।"

বিলু বলল, "এখন আপনি একটু দীনেশকে ফোন করে বলে দিন বাবলুকে যেন ফিরিয়ে দেয়।"

মি. জৈন অস্থিরভাবে ঘরময় পায়চারি করতে-করতে বললেন, "নেহি নেহি নেহি। ইসমে দীনেশ কা কোঈ হাত নেহি হ্যায়। জরুর ও ওব্বেরয় কি চক্করমে ফাঁস গয়া।" বলেই স্বগতোক্তি করলেন, "হায় ভগবান! আভি তক খেল খতম নেহি হো চুকা ও শয়তান কা। কিতনি বুরা কাম করতে হ্যায় এ লোগ। ওব্বেরয়-ওব্বেরয়-ওব্বেরয়। যাঁহা দুশমনি বঁহা ওব্বেরায়। যাঁহা খারাবি বঁহা ওব্বেরয়।" তারপর একসময় স্থির হয়ে আবার আসন গ্রহণ করে বললেন, "তো শুনো। তুমি লোগ্ ভাল কামকে লিয়ে ইখানে আসিয়েছ। ভগবান কি দুনিয়ামে কিসিকো ছোটা শোচতে নেই। হামারা এক লেড়কা থা। উসকা নাম থা চন্দ্রনাথ। জালি দাওয়াই কি ওজোঃসে ও মর গিয়া। বেচারি কিতনি মাসুম থা।" কথা বলতে বলতেই ছেলের শোকে জৈনজির চোখে জল এসে গেল।

বিলু বলল, "কত বয়স ছিল আপনার ছেলের?"

"ষোলো বরষ কা লেড়কা থা।" জৈনজি রুমালের খুঁটে চোখের জল মুছে বললেন, "ওহি টাইম মে আমার দিমাক এমন খারাপ হয়ে গেল যে আমি ভোপাল ছোড় কর ইন্দোর চলে এলাম। মিসেস জৈন মারা গেলেন। আমি প্রপারটি বাঁচানে কে লিয়ে ফিন শাদি করলাম। আমার দুই লেড়কা হল। ওদের আমি ভগবান নেমিনাথের চরণো মে উৎসর্গ করে দিয়েছি। হামারা দাওয়াই কা বিজনেস থা। ড্রাগিস্ট। তুমি লোক যে শশাঙ্কবাবুকে লিয়ে কাম করতে এসেছ, উনি ছিলেন আমার অল ইন্ডিয়া রিপ্রেজেন্টেটিভ। আউর সেলসম্যান ভি। আমরা দুনো জনে এই ওব্বেরয় কি চক্করমে ফেঁসে গেলাম। মেরা বিজনেস হাম জয়সওয়ালকো দে দিয়া। পহলে ও আদমি আচ্ছা থা। লেকিন বাদ মে ও আদমি ভি বুরা বন গয়া। মুঝে এ নেহি মালুম থা কি ও ভি ওব্বেরয় কা দোস্ত। আভি ও নকলি দাওয়াই বনাতা। খারাপ পিকচার বনাতা। উসকা এক ভাই থা..."

বিলু বলল, "থা কেন? এখনও তো আছে।"

"উসকো পাগল বনাকে রাখ্‌খা। দো-তিন ঝুটা ডিপ্লোমা কা ডাক্তার ভি হ্যায় উন লোগোন কা সাথ।"

"শুনেছি কলকাতার কাছে বজবজে নাকি এইরকম একজন ডাক্তার আছেন।"

"কলকাত্তা মে তো হ্যায়ই। দিল্লি বোম্বাই মে ভি হ্যায়।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "তা এখানকার পুলিশ কি জানে না? কেন কিছু বলছে না ওদের?"

"ওরা কাকে কী বলবে? পুলিশ প্রশাসন ভি এদের ভয় পায়।"

"কিন্তু কেন?"

"ইসি লিয়ে যে পুলিশের আপার লেভেলেরও কিছু অফিসার এদের সঙ্গে ইনভলভড আছে।"

"তা হলে?"

"তা হলে আর কী! আদিনাথ, নেমিনাথের অহিংসার দেশে হিংসাই চলতে থাকবে। ওই দীনেশ আচ্ছা আদমি না আছে। জয়সওয়াল আচ্ছা আদমি না আছে। শশাঙ্কবাবু ভি আচ্ছা আদমি না আছে। তাই আমি এই

আদমিদের কাছ থেকে দূরে চলে আসিয়েছে। ও শশাঙ্কবাবু খারাপি পিকচার বনাতা। স্মাগলিং করতা। জয়সওয়াল কা সাথ পহলে দোস্তি থা। আভি কুছ গড়বড় হো গিয়া। ও এক রেসপেক্টেবল অফিসার থা। লেকিন ও হামারা দেশ কি দুশমন। ইসি লিয়ে উসকো নোকরি সে হটায়া দিয়া হোগা।"

"বলেন কী!"

"ও সরকারি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কা এক অফিসার থা। বহত ভ্যালুয়েবল মূর্তি চুরাকে ও ফরেন কান্ট্রিমে ভেজ দিয়া।"

বিলু বলল, "আমরা জানি ওঁর আরও অনেক দুষ্প্রাপ্য মূর্তি কোথায় কোনখানে লুকনো আছে। বাবলু নিজে চোখে দেখে এসেছে ওঁর বিদিশার বাড়িতে আন্ডার গ্রাউন্ডে ওইসব মূল্যবান সম্পদ কীভাবে আছে। আমাদের কাজ শেষ হলেই সব কথা জানিয়ে দেব এখানকার পুলিশকে।'

"লেকিন আভি তুম ক্যা করো গে?"

"সেই পরামর্শ নিতেই তো আপনার কাছে এসেছি আমরা। বলুন না কীভাবে কী করব?"

মি. জৈন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "তুম এক কাম করো। হিঁয়াসে মাণ্ডব চলা যাও। জয়সওয়াল কা সাথ তো জান-পয়চান হো গিয়া পহলে। উসকো সব কুছ বতাও। বাবলু জিন্দা রহেগা তো তুমকো জরুর মদত করেগা।"

বিলু বলল, "কিন্তু একটা কথা। আমরা যখন ওঁর বাড়িতে গিয়ে আপনার কথা বললাম উনি তখন অত ভয় পেয়ে গেলেন কেন? কেনই বা আমাদের এড়িয়ে গেলেন?"

মি. জৈন একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "বোলনা নেহি চাতা, লেকিন বোলনা হি পড়েগা। আমি ওর এমন কুছু কথা জানি যা কেউ জানে না। তোমরা যদি সাবধানীসে কাম করো তো আমি তোমাদের বলতে পারি।"

"আপনি আমাদের ওপর এটুকু বিশ্বাস রাখতে পারেন। এমনকী আমরা যে এখানে এসেছিলাম বা আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছে তাও কলব না ওঁকে।"

"তো শুনো।" বলে বিলুর কানে-কানে কী যেন বললেন জৈনজি।

শুনেই বিলুর চোখদুটো বড় বড় হয়ে গেল, "সত্যি!"

"যাও। দের মাত করো। আভি চলা যাও। দশ মিনিট কা বাদ এক বাস মিলেগা। ধার হো কর যায়েগা ও বাস। লেকিন খুব সাবধানীসে কাম করনা। কুছ গড়বড় হো যায়েগা তো ওব্বেরয় মার ডালেগা সবকো।"

"ওরা সকলে জৈনজির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উঠে পড়ল। তারপর রেলওয়ে স্টেশনের বিপরীত দিকে বাসস্ট্যান্ডে এসে মাণ্ডুর বাসে চেপে বসল। সরকারি বাস নয় অবশ্য। প্রাইভেট। কন্ডাক্টর বাসের সামনে দাঁড়িয়ে সমানে হেঁকে চলেছে, "মাণ্ডব! মাণ্ডব! ছুটনেবালি হ্যায়। জলদি আ যাও ভাই। মাণ্ডব...।"

মাণ্ডুর বাস ধার হয়ে মাণ্ডু যখন পৌঁছল তখন সন্ধে হয়ে গেছে। ওই দুর্ভেদ্য গিরিদুর্গে পৌঁছতে এই পার্বত্য-প্রদেশে আলমগীর দরওয়াজা, ভাঙ্গি দরওয়াজা, কামানি ও গাদি দরওয়াজা প্রভৃতি কয়েকটি ফটক বাসে করেই পেরোল ওরা। তারপর যখন সুবিশাল জুম্মা মসজিদের গায়ে অন্ধকারে বাস থেকে নামল মন তখন ভয়ে বিস্ময়ে আনন্দে ভরে উঠল ওদের।

এই সেই মাণ্ডু। কিংবদন্তির দেশ। রানি রূপমতীর মাণ্ডু। বিন্ধ্য পর্বতমালার উপরিভাগে প্রায় পঁয়তাল্লিশ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে ছড়ানো গড়মহলের মাণ্ডু। ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে আনন্দদেও নামে এক রাজপুত রাজা প্রথম মাণ্ডুর দুর্গ স্থাপন করেন। শোনা যায় তারাপুর গ্রামে মণ্ডপ নামে এক স্বর্ণকার একবার একটি পরশমণি কুড়িয়ে পায়। তা সেটি সে নিজের কাছে না রেখে দিয়ে দেয় ধার রাজ্যের রাজাকে। ধার-এর রাজা সেই পরশমণির প্রভাবে অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী হন। তিনি তখন ভালবেসে এইখানে একটি দুর্গ নির্মাণ করে তার নাম দেন মণ্ডপ। এই মণ্ডপই পরে মাণ্ডু হয়। দশম শতাব্দীতে এই দুর্গ ছিল গুর্জর প্রতিহারী রাজাদের কনৌজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। এই শতাব্দীর একেবারে শেষের দিকে মালোঁয়ার পারমার রাজাদের খুব রমরমা হয়। তবে রানি রূপমতী আর বাজবাহাদুরের অমর ভালবাসার স্মৃতি নিয়েই মাণ্ডু আজও রূপমতী। গুলাম ইয়াজদানি এই মাণ্ডুর নাম দিয়েছেন 'শারাংপুর' বা আনন্দনগরী অর্থাৎ কিনা 'সিটি অব জয়'। সারা পৃথিবীতে মাণ্ডু এখন এই নামেই পরিচিত। আর রূপমতীর নাম ঐতিহাসিকরা দিয়েছেন 'লেডি অব লোটাস'। অর্থাৎ 'পদ্মবালা'।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু আর আলো পঞ্চুকে সঙ্গে নিয়ে বাস থেকে নেমে কোথায় যাবে, কী করবে তাই

ভাবতে লাগল। বিলু পুষ্পার মুখে বাসস্ট্যান্ডের গায়ে যে সর্দারজির হোটেলটা আছে, তার কথা শুনেছিল। বিলু দূরে দাঁড়িয়ে লক্ষও করল হোটেলটাকে। তবুও যেতে সাহস করল না ওখানে। তাই পায়ে পায়ে একটু এগিয়ে বড় রাস্তার গায়ে এসে পড়ল। এক জায়গায় ছোট্ট একটি পানের দোকানে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আমরা মাণ্ডু দেখতে এসেছি। এখানে থাকার মতো কোথাও একটা ঘর-টর ভাড়া পাওয়া যাবে ভাই?"

দোকানদার ওদের দিকে এক নজর তাকিয়ে সস্নেহে বলল, "জরুর মিলেগা। ও দেখো রামমন্দির। ধরমশালা। উঁহা রুম মিল যায়েগা। ভাড়া কমতি হোগা, আরাম ভি মিলেগা।"

ওরা সেই আধো-আলো, আধো-অন্ধকারে পায়ে পায়ে রামমন্দিরে এসে হাজির হল। মন্দিরের ভেতরটা সেবাইত ও সাধু-সজ্জনে পরিপূর্ণ ছিল। ওরা যেতেই একজন এগিয়ে এসে বললেন, "কী চাই?"

বিলু বলল, "আমরা মাণ্ডু বেড়াতে এসেছি। আপনাদের ধর্মশালায় আমাদের দু'-একটা দিন থাকতে দেবেন?"

মন্দিরের লোকটি একবার সকলকে দেখে বললেন, "ঠারো। তারপর হাঁক দিলেন, "ছোট্টু! এ ছোট্টুলাল! রুম খালি আছে রে?"

একটি ছিপছিপে চেহারার বারো-চোদ্দো বছরের ছেলে চাবি নিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে বলল, "হাঁ হ্যায়। দো রুম খালি হ্যায়।"

"যাও যাও। জলদি করো। আরতি কা টাইম হো রহা।"

সুস্থ সুন্দর ছেলেটি চাবি নিয়ে মন্দিরের বাইরের দিকে সারিবদ্ধ কয়েকটি ঘরের কাছে নিয়ে গিয়ে তালা খুলে একটি ঘরে ঢুকিয়ে দিল ওদের।

বিলু বলল, "বেশ বড় ঘর আছে দেখছি। কত ভাড়া দিতে হবে ভাই?"

"বিশ রুপিয়া। এক দিনকে লিয়ে। বিস্তারা ভি মিলেগা।" বলেই পাশের একটি ঘর থেকে তোশক আর বালিশ এনে ধপাধপ ফেলে দিল। তারপর বলল, "হাম যা রঁহে। আরতি কা টাইম হো গিয়া। তুম সব আ যাও।" বলে চাবিটা ওদের হাতে দিয়ে চলে গেল।

ওদের ঠিক পাশের ঘরেই কলকাতার দিক থেকে দু'জন বয়স্ক ভদ্রলোক এসে উঠেছিলেন। তাদের কথাবার্তার শব্দ কানে আসতেই বিলু দরজায় টোকা দিল।

ভেতর থেকে উত্তর এল, "কে?"

"আমরা। বাংলা কথা শুনে আপনাদের সঙ্গে আলাপ করতে এলাম। দরজাটা একবার খুলবেন?"

"আমরা সন্ধের পর দরজা কাউকে খুলি না ভাই। বাইরেও যাই না। কাল সকালে আলাপ করব। কেমন? কিছু মনে কোরো না।"

অগত্যা ওরা দরজায় তালা লাগিয়ে মন্দিরে এল আরতি দেখতে।

আরতি শেষ হলে আলো ছোট্টুলালকে ডেকে বলল, "ছোট্টুভাই! তোমাদের মন্দিরে কোনও ভোগ-প্রসাদ কিছু পাওয়ার ব্যবস্থা আছে? কেন না, রাত্রের জন্য কিছু খাবার তো আমাদের চাই।"

ছোট্টুলাল অবাক হয়ে বলল, "তোমরা বাঙালি? আমি খুব ভাল বাংলা বলতে পারি। তোমরা এই মন্দিরের উলটো দিকেই রাস্তাটা যেখানে বাঁক নিচ্ছে ওইখানে গেলে গুজরাতিদের একটা হোটেল দেখতে পাবে। ওখানে সবরকম খাবার পাবে। আর না হলে বাসস্ট্যান্ডে সর্দারজির হোটেলে চলে যাও। ওখানেও খাবার ভাল পাবে। সর্দারজি ভাল লোক আছে।"

ছোট্টুলালের কথামতো ওরা সবাই বাসস্ট্যান্ডে সর্দারজির হোটেলই খেতে আসবার জন্য মনঃস্থির করল। এমন সময় আশ্রমবাসিনী এক তরুণী মিষ্টি হাসিমুখে ওদের কাছে এসে বলল, "এই ছেলে-মেয়েরা, তোমরা কতক্ষণ এসেছ এখানে?"

বিলু বলল, "এই একটু আগে এসেছি আমরা।"

"চলো, আগে ঘর খুলে বালতি বার করে দেবে চলো। জল ভরে দিই। পরে না হলে মুশকিলে পড়ে যাবে।"

আলো ছুটে গিয়ে ঘর থেকে বড় একটা বালতি এনে তরুণীকে দিল।

তরুণী বলল, "এর ভেতরে কোনও মগ ছিল না?"

"হ্যাঁ। সেটা রেখে এসেছি ঘরে।"

"শোনো, এখানে সবসময় জল পাওয়া যায় না। তাই খুব চেষ্টা করবে অল্প জল খরচ করবার। আর এই জলই খাবে তোমরা।" বলে বালতি নিয়ে চলে গেল। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই এক বালতি জল এনে ঢুকিয়ে দিল ঘরে। তারপর বলল, "আরও শুনে রাখো, তোমরা যদি রাত-ভিত ওঠো, তা হলে এই সামনেই মাঠ

আছে। তবে বেশিদূর যাবে না কিন্তু। পাশেই খাদ। অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না এখন। একটু অসাবধান হলেই পড়ে যেতে পারো।"

বিলু বলল, "না বাবা। রাত্রে আমরা উঠব না কেউ। তবুও আপনি বলে দিয়ে ভালই করলেন।"

"এখানে তোমাদের কোনও অসুবিধে হলে আমাকে ডাকবে, কেমন? আমার নাম উমাদি।"

"আপনি বাঙালি?"

"হ্যাঁ। এই মন্দিরে অনেক বাঙালি সাধুও আছেন।"

আলো বলল, "ভালই হল দিদি। আপনার সঙ্গে একটু প্রাণভরে বাংলায় কথা বলে বাঁচব।"

উমাদি বলল, "কাল সকালে আবার দেখা হবে কেমন?" বলে চলে গেল।

ওরাও পঞ্চুসহ সেই নির্জন অন্ধকারে এগিয়ে চলল বাসস্ট্যান্ডে সর্দারজির হোটেলের দিকে।

সর্দারজি সত্যিই ভাল লোক। ওদের খুব যত্ন করে বসালেন। খানিকক্ষণ নানারকমের খোশগল্প করে মন্দির সম্বন্ধেও বেশ কিছু কাহিনী শোনালেন। এও শোনালেন এখানে আর-একটি বড় মন্দির শিগগির তৈরি হবে। সেটি হবে রাধাকিষাণজির মন্দির। এখানকার ধনী ব্যক্তিরা প্রচুর টাকা ঢালছেন সেই মন্দিরের জন্য। মি. জয়সওয়াল, ধামনোরের এস কে মেটা, ধার-এর প্রভুদয়াল, সবাই দিচ্ছেন টাকা।

ভোম্বল শুনেই বলল, "আর আপনাদের ওবেরয়! উনি কিছু দিচ্ছেন না?"

সর্দারজির মুখ নিমেষে গম্ভীর হয়ে গেল। কালোমুখে ভারিক্কি গলায় বললেন, "ওই নাম তোমরা কী করে জানলে? ওই নাম ভুলেও কখনও মুখে আনবে না তোমরা। একদম চুপ হো যাও। খানা খা লো, আউর ঘর চলা যাও।"

এরপর আর কথা নয়। ওরা ফুলকপির তরকারি আর রুটি খেয়ে পেট ভরাল। তারপর খাবারের দাম দিয়ে চলে এল ধর্মশালায়।

সে-রাতে বাবলুর চিন্তা মাথায় নিয়ে শুয়ে পড়ল সকলে। কাল যেভাবেই হোক, জয়সওয়ালজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বাবলুর কথা বলতে হবে। কিন্তু বাবলু কি বেঁচে আছে? যদি থাকে তা হলে সে আছেই বা কোথায়? ভোপালে, না এইখানেই ওবেরয়ের গোপন ঘাঁটিতে এই নিমারের উপত্যকায়? মি. জৈন নিজে যখন ওদের এখানে আসতে বলেছেন এবং সাহায্য চাইতে বলেছেন জয়সওয়ালজির, তখন উনিও নিশ্চয়ই অনুমান করেছেন এখানেই কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়েছে বাবলুকে। তাই ওরা মনে-মনে কতকটা সান্ত্বনা নিয়েই ঘুমিয়ে পড়ল একসময়।

ঘুম যখন ভাঙল তখন ভোর হয়ে গেছে। ভোরের আলোয় ওরা রূপমতী মাণ্ডুর রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। চারদিকে গাছপালা-মসজিদ-মহল। ঢেউ খেলানো পাহাড়মালা দিগন্তে বিলীন। শুধু সবুজের সমারোহ সেখানে। আজ আবার মন্দিরে উৎসব। তাই সকাল থেকেই লোক আসছে দলে-দলে।

ওরা মুখ-হাত ধুয়ে বড় রাস্তায় এল চায়ের দোকানে চা খেতে। রামমন্দির থেকে বেরিয়েই বাঁ দিকে পড়ল আসরফি মহল। এটি মামুদ শাহ তৈরি করেন। এখানে স্বর্ণমুদ্রা রাখা হত। আর তার সামনেই জুম্মা মসজিদ। দামাস্কাসের বিখ্যাত মসজিদের অনুকরণে তৈরি এই মসজিদটি ভারতের পাঠান স্থাপত্যের সর্ববৃহৎ এবং সুন্দর নিদর্শন। যাই হোক, বিলুরা খুব মনোযোগ দিয়ে এগুলো এক্ষুনি না দেখে আগে একটা ভাল দোকান দেখে চা খেতে বসে গেল।

এইখানেই পরিচয় হল ওদের পাশের ঘরের সেই দুই বাঙালি ভদ্রলোকের সঙ্গে। তাঁরা একখানি বাংলা খবরের কাগজের ওপর চোখ বোলাচ্ছিলেন।

বিলু বিস্মিত হয়ে বলল, "এখানে বাংলা কাগজ!"

"এ আমরা কলকাতা থেকে এনেছি। পুরনো কাগজ।"

"তবু দেখি একবার।"

ভদ্রলোকরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও কাগজটি দিলেন। আর সেই কাগজের পাতায় চোখ বোলাতে-বোলাতেই বিলু বলল, "ভোম্বল! এইখানে একটু পড়ে দ্যাখ, কাণ্ডখানা কী হয়েছে।" সবাই তখন একধার থেকে ঝুঁকে পড়ল কাগজটার ওপর। কাগজের এককোণে একটি সংবাদের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করল ওরা। সংবাদে লেখা ছিল "মঙ্গল মৈত্রর হত্যাকারী পক্কা মুকুল বজবজে গ্রেফতার। মহাজন ও বালিয়াল নামের আরও দু'জনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য জেল-হাজতে রাখা হয়েছে। একজন ভুয়া ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে একটি জাল ওষুধ তৈরির কারখানায় পুলিশ দীর্ঘদিন ওত পেতে থাকে। অর্জুন জয়সওয়াল নামের এক অর্ধোন্মাদ যুবককেও...।" এই পর্যন্ত পড়া হয়েছে, ভদ্রলোক দু'জন ওদের হাত থেকে কাগজটা ছিনিয়েই নিলেন

প্রায়। বললেন, "কাগজ কখনও পড়োনি না কি বাবা? বাপ রে। একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে সব।"

বিলুরা ততক্ষণে যা দেখবার তা দেখে নিয়েছে।

ভদ্রলোক দু'জনে উঠে চলে গেলে ওরাও চা খেয়ে চায়ের দাম দিয়ে চলে এল। ভাগ্য সুপ্রসন্ন বলতে হবে। ওরা যেই না আবার মন্দিরের কাছাকাছি এসেছে অমনই দেখতে পেল মিসেস জয়সওয়াল পুষ্পাকে এবং পরমাসুন্দরী এক তরুণীকে নিয়ে মন্দিরে পুজো দিতে আসছেন।

একমাত্র বিলু ছাড়া পুষ্পা বা মিসেস জয়সওয়ালকে কেউ দ্যাখেনি ওরা। তবে এই পরমাসুন্দরীকে বিলুও দ্যাখেনি। এই কি তবে চম্পাদিদিমণি? এঁরই বিয়ে দু'মাস বাদে? বিলু পুষ্পাকে দেখেই আনন্দে অধীর হয়ে ডাকল, "পুষ্পা! আমরা এসে গেছি।"

মিসেস জয়সওয়াল বললেন, "কখন এলে তোমরা! কোথায় উঠেছ।"

"আমরা কাল রাত্রিবেলা এসে রামমন্দিরে উঠেছি।"

"লেকিন আমি তো তোমাদের বোলিয়ে দিয়েছিলাম, তোমরা আমার মকানে উঠবে।"

চম্পাদিদিমণি বলেন, "তোমাদের কথা আমি শুনেছি পুষ্পার মুখে। ঠিক আছে, তোমরা তোমাদের মালপত্র নিয়ে আমাদের মকানে চলে এসো।"

পুষ্পা বলল, "কিন্তু বাবলুদা কই? তাকে দেখছি না কেন?"

মিসেস জয়সওয়াল বললেন, "পুষ্পা, তুমি ওদের সঙ্গে বাতচিত করো। আমি মন্দিরে যাচ্ছি।"

চম্পাদিদিমণি এবং মিসেস জয়সওয়াল মন্দিরে চলে গেলেন। আর ওঁরা চোখের আড়ালে চলে যেতেই বিলু পুষ্পার একটা হাত ধরে প্রায় টানতে টানতেই নিয়ে চলল আসরফি মহলের দিকে। যেতে যেতে বলল, "সব বলব তোমাকে। বাবলুর খুব বিপদ। এই বিপদে একমাত্র তুমিই আমাদের সাহায্য করতে পারো।"

পুষ্পা সভয়ে বলল, "কেন, কী হয়েছে বাবলুর?"

"বলব বলেই তো তোমাকে আড়ালে নিয়ে যাচ্ছি।"

ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, আলো এবং পঞ্চুও এল ওদের সঙ্গে।

শূন্য আসরফি মহলের এক নির্জন স্থানে বসে বাবলুর বিপদের কথা খুলে বলল বিলু। তারপর বলল, "তোমার বাবুজিকে একটু ঝুলিয়ে বলো পুষ্পা, উনি যেন যে-কোনও উপায়েই হোক ওবেরয়ের কবল থেকে বাবলুকে ফিরিয়ে আনেন। অবশ্য যদি সে বেঁচে থাকে।"

পুষ্পা দু' হাতে মুখ ঢেকে বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, "বাবলুদাদা বেঁচে আছে বলে তো আমার মনে হয় না। তবে ওবেরয় আদমি খুব খারাপ আছে। ও কারও কথা শোনবার লোক নয়। ওর মুখের গ্রাস কেউ কেড়ে নিতে পারেনি আজ পর্যন্ত। কিন্তু তোমরা কী করে ধরে নিলে ওবেরয় নিয়ে গেছে বাবলুদাকে?"

"ভোপালের পুলিশ তাই ধারণা করল।" বিলু জৈনের নাম না করে বানিয়েই বলল কথাটা। তারপর আবার বলল, "আমরা দীনেশ মেটার বাড়ি সার্চ করে কোথাও পেলাম না যখন বাবলুকে, তখনই পুলিশ বলল, মেটার সঙ্গে ওবেরয়জির দোস্তি আছে। ও ঠিক ওকে সরিয়ে দিয়েছে ওদের আন্ডার গ্রাউন্ডে।"

পুষ্পা বলল, "তা হলে শোনো, বাজবাহাদুর প্যালেস, রানি রূপমতীর মহল ছাড়িয়ে পাহাড়ের ঢালটা যেখানে নর্মদাখাতের দিকে নেমে গেছে ওইখানেই আমাদের বাবুজির ল্যাবরেটরি। আর তারপরই দেখা যাবে কয়েকটা ভাঙা গড়, অনেকদূর পর্যন্ত ভাঙা প্রাসাদের খণ্ডহর হয়ে পড়ে আছে। সেইখানেই ওবেরয়জির গোপন ঘাঁটি। চারদিকে তার সশস্ত্র প্রহরা।"

"ওঁর ল্যাবরেটরি তা হলে কোথায়?"

"ওঁর তো নিজের বলে আলাদা কিছু নেই। বাবুজির ওখানেই কাজ-কাম সব হয়। ধরে নাও বাবুজিরটাই ওঁর। কাজেই পুলিশ কখনও রেড করলে বাবুজির হাতেই হাতকড়া লাগবে। ওবেরয় পার পেয়ে যাবে বেকসুর।"

"কিন্তু বাবলুর খোঁজ আমরা কোথায় পাব?"

"তোমাদের ওই খণ্ডহরেই যেতে হবে।"

"বেশ যাব। তুমি তা হলে আমাদের চিনিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করো।"

পুষ্পা বলল, "বাবুজি ফিরে আসার আগেই তা হলে যা কিছু করার করে ফেলতে হবে। না হলে বাবুজি খুব রাগ করবেন। ল্যাবরেটরির দিকে যেতেই দেন না আমাদের।"

"বাবুজি কখন ফিরবেন?"

"তা তো জানি না। উনি তো আমাদের এখানে পৌঁছে দিয়েই ট্রাঙ্কল পেয়ে আবার চলে গেলেন কলকাতায়।"

"বলো কী! আবার কলকাতায়! কেন?"

"ওই কাকাজির তবিয়ত নাকি ঠিক নেই।"

বিলু বলল, "পুষ্পা, তুমি এখান থেকে চলো আমাদের সঙ্গে। এরা লোক কেউ ভাল নয়। তুমি আমাদের বোনের মতো, আমাদেরই কারও বাড়িতে থাকবে। তুমি তো জানো না এরা কী দারুণ পাপের ব্যবসা করে। আর এও জেনে রেখো, তোমার বাবুজি আর ফিরবেন না।"

শিউরে উঠল পুষ্পা, "কেন! কেন?"

"সম্ভবত কলকাতা পুলিশের কাছ থেকে ফল্‌স টেলিফোন পেয়েই চলে গেছেন উনি। কলকাতার মাটিতে পা দিলেই অ্যারেস্ট হবেন।"

পুষ্পা চমকে উঠে বলল, "না না। মাজির স্ট্রোক হয়ে যাবে তা হলে।"

"এটা আমার অনুমান মাত্র। তবে জেনে রাখো, তোমাদের ওই বজবজের ডাক্তারবাবু অ্যারেস্ট হয়েছেন। ওখানকার জাল ওষুধের ঘাঁটি পুলিশ কব্জা করে ফেলেছে।"

"তোমরা এসব কথা কী করে জানলে?"

"আমরা কাগজে দেখেছি।"

পুষ্পা 'মাগো' বলে বসে পড়ল। তারপর বলল, "আমি এই মাণ্ডু ছেড়ে, মা'জিকে ছেড়ে, চম্পাদিদিকে ছেড়ে কোথাও যাব না। আমি এদের দারুণ ভালবেসে ফেলেছি।"

"বেশ, তা না-হয় না গেলে। তোমার বাবলুদাদার জন্য কিছু তুমি করবে তো?"

পুষ্পা এবার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, "হ্যাঁ। আমি করব। কিন্তু বাবলুদাদা যদি বেঁচে থাকে তাকে মরতে দেব না। তোমরা এসো আমার সঙ্গে। রূপমতী মহলে তোমাদের বসিয়ে রেখে আমি বাবলুদাদার খোঁজটা নিয়ে আসি। তারপরে ভেবে দেখব কীভাবে কী করা যায়।"

"তুমি তা হলে মা'জিকে একটু বলে এসো।"

ওরা সবাই আসরফি মহল থেকে বেরিয়ে এল। বাইরে তখন কয়েকজন ট্যুরিস্ট একটা টেম্পোর সঙ্গে মাণ্ডুদর্শনের জন্য ভাড়া নিয়ে দর কষাকষি করছেন।

পুষ্পা মা'জির সঙ্গে দেখা করে এসে ওদের বলল, "মা'জির বলছেন আগে তোমাদের ঘরে নিয়ে যেতে। তাই চলো। না হলে উনি রাগ করবেন।"

জয়সয়ালজির বিশাল প্রাসাদ সন্নিকটেই। ওরা সেখানে গিয়ে অনেকক্ষণ নানা কথাবার্তা বলে সময় নষ্ট করল। তারপর মিসেস জয়সওয়ালের হাতে তৈরি হালুয়া, পুরি ইত্যাদি খেয়ে অযথা অনেক দেরি করে পুষ্পাকে নিয়ে রওনা হল বাবলুর খোঁজে। হেঁটে হেঁটেই চলল ওরা। নির্জন পাহাড়ি পথে এই অবেলায় অচেনা প্রান্তরে পথ চলতে ভালই লাগল ওদের।

এক জায়গায় এসে পুষ্পা বলল, "এই যে দেখছ জায়গাটা, এটা হল ইকো পয়েন্ট। এখানে জোরে কাউকে ডাকলে প্রতিধ্বনি হয়। এক জায়গায় একবার, এক জায়গায় দু' বার। আগে নাকি এইখান থেকে হাঁক দিলে ধার রাজ্যেও পৌঁছে যেত কণ্ঠস্বর।"

পুষ্পা বলেই চলল। কিন্তু পাণ্ডব গোয়েন্দাদের মন এখন বাবলুর দিকে। আলো অমন প্রগলভ মেয়ে। এখন সেও কেমন চুপচাপ। আর পঞ্চু! তার কোনও সাড়া নেই। শব্দ নেই। একেবারেই কেমন যেন হয়ে গেছে সে।

ওরা বাজবাহাদুরের প্রাসাদ অতিক্রম করে রূপমতী প্যাভিলিয়নে চলে এল। সেইখানে প্রাসাদের অলিন্দে দাঁড়িয়ে পুষ্পা ওদের দেখিয়ে দিল নর্মদার প্রবাহ। তারপরে বলল, "ওই যে দেখছ খণ্ডহর, ওইখানেই ওবেরয়ের দুর্ভেদ্য দুর্গ। আর ওই হল বাবুজির ল্যাবরেটরি। তোমরা এখানে একটু অপেক্ষা করো। অন্তত ঘণ্টাখানেক। আমি তার ভেতরেই খোঁজখবর নিয়ে আসছি।"

আলো বলল, "আমি কি যাব তোমার সঙ্গে?"

"খবরদার। আমার সঙ্গে কেউ আসবে না তোমরা। ওদের মনে এতটুকু সন্দেহ হয়ে গেলে সব কিছু বরবাদ হয়ে যাবে।"

বিলু বলল, "তোমার নিজের কি কোনও বিপদের আশঙ্কা আছে ওখানে?"

পুষ্পা হেসে বলল, "আছে।"

"তা হলে আমাদের এই কুকুরটাকে তুমি সঙ্গে নিয়ে যাও।"

পুষ্পা একবার কী যেন ভাবল। তারপর বলল, "আচ্ছা, আসুক ও।"

পঞ্চু তো তাই চাইছিল। আমন্ত্রণ পেয়েই ও পুষ্পার সঙ্গ নিল। তারপর একদম কাছছাড়া না হয়ে

ধীরে-ধীরে এগিয়ে চলল পুষ্পার সঙ্গে। কিন্তু সেই যে গেল আর কেউ ফিরে এল না। না পুষ্পা, না পঞ্চু। সন্ধে উত্তীর্ণ হল। তবু কারও পাত্তা নেই। তাই দারুণ ভয়ে অস্থির হয়ে সকলে ফিরে আসার জন্য প্রস্তুত হল।

ভোম্বল কিছুতেই আসতে চায়নি।

আলো বলল, "অযথা গোঁয়ার্তুমি করে বিপদ বাড়িয়ো না। আমরা নিরস্ত্র। তায় এই সন্ধের অন্ধকারে ওই শত্রুপুরীতে গিয়ে কীই-বা করব আমরা? পঞ্চু যেখানে ফিরল না সেখানে আমাদের শক্তি কতটুকু? তার চেয়ে চলো, আমরা বরং রামন্দিরে ফিরে যাই। ওখানে গিয়ে মন্দিরের লোকজনকে আমাদের বিপদের কথা বলি। সর্দারজিকে সব কথা জানাই। পুষ্পার মা'জিকে খবর দিই। আর ফোনে যোগাযোগ। করি এখানকার পুলিশের সঙ্গে। এ ছাড়া আর কোনও রাস্তা খোলা নেই। এখন ভাবছি এই অন্ধকারে আমরা রামমন্দিরেই বা ফিরব কী করে? পথ চলতে বাঘের পেটে না যাই।"

আলোর কথা মিথ্যে নয়। ঘন বনানীর অন্তরালে বাওবাব বনের গাছের ছায়ান্ধকারে এই পার্বত্য প্রদেশে পথ চলা বড়ই বিপজ্জনক। তবুও ওরা সাহসে বুক বেঁধে ধীরে-ধীরে এগিয়ে চলল। পেছনে পড়ে থাকা রূপমতী মহল অন্ধকারে ডুবে গেল। হঠাৎ কয়েকজন বলিষ্ঠ চেহারার লোক এসে সেই অন্ধকারে পেছনদিক থেকে মুখ চেপে ধরল ওদের। কী অমানুষিক শক্তি ওদের শরীরে। ওরা প্রত্যেকেই দারুণভাবে ছটফট করতে লাগল ওদের কবল থেকে নিজেদের রক্ষা করবার জন্য। কিন্তু সেই মহাশক্তির সঙ্গে ওরা পেরে উঠল না।

লোকগুলো ওদের ভয় দেখিয়ে অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা একটা গাড়ির ভেতরে তুলল।

একজন শুধু গম্ভীর গলায় বলল, "চিল্লাও মাত। চুপচাপ রহো। নেহি তো একদম ফিক দেঙ্গে পাহাড়সে।"

অতএব ওরা চুপচাপই রইল।

আলো না-জ্বলা অন্ধকার ভ্যানগাড়িটা পার্বত্য পথ বেয়ে ওদের যে কোথায় নিয়ে চলল তা ওরা কেউই বুঝতে পারল না। সত্যিই, পাণ্ডব গোয়েন্দারা এরকম সংকটে কখনও পড়েনি।

॥ আট ॥

হ্যাঁ। দীনেশ মেহতার ঘরে সেই যে ভয়ংকর লোকটির সঙ্গে বাবলুর কথা হচ্ছিল তিনিই কুখ্যাত ওবেরয়। কুকুরের তাড়া খেয়ে বাবলু যখন ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়ল, ঠিক তখনই লোক দিয়ে তুলিয়ে আনালেন ওকে। তারপর সে কী প্রচণ্ড মার। এইরকম অবস্থায় মার খেতে হয়। বাবলুও মার খেল। তারপর ও প্রায় সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ল, তখনই একটা গাড়ি করে ওকে এবং সেই চারটি ক্ষুধিত কুকুরকে তুলে নিয়ে ওবেরয় চলে এলেন মাণ্ডু দুর্গের কাছে নিমারের উপত্যকায় সেই খণ্ডহর অথবা অতীতের পরিত্যক্ত কোনও রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষের অভ্যন্তরে তাঁর গোপন ঘাঁটিতে।

বাবলুর যখন জ্ঞান ফিরল, তখন দেখল, একটি অন্ধকার কক্ষে মুক্ত অবস্থায় পড়ে আছে সে। কিন্তু পালাবার পথ নেই। সেই ভয়ংকর কুকুরগুলো তখন ওকে পাহারা দিচ্ছে। ওদের জ্বলজ্বলে চোখে দারুণ হিংস্রতা নিয়ে একভাবে চেয়ে আছে ওর দিকে। আর অদূরে বসে-বসে ভীষণদর্শন কয়েকজন লোক সমানে রুটি-মাংস খেয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে তার দু'-একটা টুকরো ছুড়ে দিচ্ছে কুকুরগুলোর দিকে। রাত তখন কত তা কে জানে? বাবলুর মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। এইভাবে কেটে গেল সারারাত।

ভোর হল। সকালের আলোয় ও বাইরের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারল, পাহাড়ের উচ্চস্থানে কোনও গিরিদুর্গের গুপ্তস্থানে বন্দি আছে ও। এরই মধ্যে একবার ওবেরয় এলেন। এসে পৈশাচিক হাসি হেসে বললেন, "কী! হামারা মাণ্ডু ক্যায়সা লাগতা হ্যায় বাবলুবাবু? ক্যালকাত্তা সে এম পি তক চলা আয়া হামকো ফাঁসানে কে লিয়ে। আভি সমঝো হাম ক্যায়সা আদমি। কুছ খানা মিলা?"

বাবলু বলল, "না। কেউ আমাকে কিছুই খেতে দেয়নি। বরং আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে নিজেরাই খেয়েছে।"

"আ-হা-হা। আরে কুছ খানা তো লে আও ইধার। লেড়কা ভুখা মরতি হ্যায়।"

একজন লোক গোচাকতক রুটি আর মাংস নিয়ে দিতে এল বাবলুকে। কিন্তু বাবলু যেই হাত বাড়িয়ে সেটা নিতে গেল ওবেরয় অমনই সেটা ছুড়ে ফেলে দিলেন। আর সেই কুকুরগুলো তারিয়ে তারিয়ে খেল সেই খাবারগুলো। বাবলুর দু' চোখ বেয়ে ঝরে পড়ল টপটপ করে জলের ধারা।

আজও আবার সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি।

এমন সময় বাবলু হঠাৎ দেখতে পেল পুষ্পাকে। সেইসঙ্গে চুপিসারে ঢুকতে দেখল পঞ্চুকেও। পঞ্চু এইসব তেজি কুকুরগুলোকে দেখে আধো অন্ধকারে দেওয়ালের গায়ে মিশে রইল।

আর গণ্ডগোল করে বসল পুষ্পা।

সে বাবলুকে দেখেই বলে উঠল, "এ কী! বাবলুদা তুমি এখানে?"

ওবেরয় রক্তচক্ষুতে পুষ্পার দিকে তাকিয়ে বলল, "পুষ্পা, তুম হিঁয়া!"

পুষ্পা ছুটে এসে ওবেরয়কে জড়িয়ে ধরে বলল, "আপনি আমার দাদাকে ছেড়ে দিন।"

"তেরা বাবুজি কাঁহা?"

"বাবুজি তো আবার কলকাতায় গেছে।"

"কিন্তু তুই এর ভেতর ঘুসলি কী করে?"

"আমি বাবলুদার খোঁজে এসেছিলাম। আমাকে সঞ্জুদাদা বললে বাবলুদাদা আপনার এইখানে আছে। তাই আমি সাহস করে এইখানে ঢুকে পড়লাম। আপনি আমার দাদাকে ছেড়ে দিন।"

ওবেরয় ভয়ংকর ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে বললেন, "না। ওকে আমি জিন্দা ছাড়বে না। ওই শশাঙ্কবাবুকে ধরবার জন্য আমার লোক লেগে গেছে। ওই শয়তান কাল রাতে মার ডালেছে আমার দীনেশ কো। পয়েন্ট থ্রি রিভলভারে গোলি করেছে। আজ আমি নিজে হাতে ওকে মেরে তার বদলা নিব। আমার এই কুত্তাগুলো বহুত দিন ভুখা আছে। ওর ডেডবডি এদের খাইয়ে দেব। তারপর নিজে হাতে গোলি করে মারব এই পোলিশবালেকা চামকা কো।" বলেই কাঁধে ঝুলেয়ে রাখা মেশিনগানটা নিয়ে তাগ করলেন বাবলুর দিকে।

যেই না করা অমনই অন্ধকারের ভেতর থেকে 'আউম' করে ওবেরয়ের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল পঞ্চু। আর সঙ্গে সঙ্গে গুলি ছেটকানোর একটা শব্দ। পরক্ষণেই দেখা গেল মেঝেয় পড়ে ছটফট করছে পুষ্পা। কোথায় কোনখানে যেন ছিটকে একটা গুলি লেগেছে ওর।

বাবলু তখন সেই বাবলু। শত ভয় উপেক্ষা করেও লাফিয়ে পড়ল ওবেরয়ের হাত থেকে ছিটকে পড়া মেশিনগানটার ওপর।

কুকুরগুলো তখন ছুটে গিয়ে পঞ্চুকে আক্রমণ করেছে। কিন্তু করলে কী হবে! বাবলুও ট্রিক্স জানে। ও পঞ্চুকে বাঁচাবার জন্য ইচ্ছে করেই পালাবার চেষ্টা করল। যেই না করা, কুকুরগুলো অমনি হাঁ-হাঁ করে ছুটে এল ওর দিক। বাবলু তো এইরকমই চাইছিল। হিংস্র এই কুকুরগুলোর ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার স্পৃহা ওর মনের মধ্যে কুরেকুরে খাচ্ছিল এতক্ষণ। এবার এল সেই সুবর্ণ সুযোগ। এ জিনিস এর আগে আর কখনও না চালালেও চালাবার কৌশল ও জানে। তাই উন্মত্ত আক্রোশে 'ঠ্‌রারারারা' করে এক লহমায় চারটে কুকুরকেই শেষ করে দিল।

ততক্ষণে রাইফেল উঁচিয়ে ছুটে এসেছে বেশ কয়েকজন ভীষর্ণদর্শন ওবেরয়-বাহিনী।

বাবলুর তখন দেখাশোনার সময় নেই। একধার থেকে সব ক'টাকে শেষ করে ছুটে গেল পুষ্পার কাছে। পুষ্পার ডান কাঁধে লেগেছে গুলিটা। বেচারি যন্ত্রণায় ছটফট করছে।

আর ওবেরয়! নিরস্ত্র ওবেরয়কে এদিক থেকে ওদিক আর ওদিক থেকে এদিকে ছুটিয়ে আনছে পঞ্চু। আনবে নাই-বা কেন? বাবলুর ওপর সেই নৃশংস অত্যাচারের ঘটনা তো ওর চোখের সামনেই ঘটেছিল।

ওবেরয় চিৎকার করতে লাগল, "বাঁচাও বাঁচাও! বাবলুভাই, হাম ছোড় দেঙ্গে তুমকো। তুমহারা কুত্তা সামালো।"

বাবলু বলল, "তুমি তো আমাকে ছেড়ে দেবে। কিন্তু আমি তো তোমাকে ছাড়ব না ওবেরয়জি! এমনকী তোমাকে আমি পুলিশের হাতেও দেব না। আইন আমি নিজের হাতেই তুলে নেব। ওই দ্যাখো, তোমার খারাপ পথের সঙ্গীরা তোমারই মেশিনগানের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে কেমন সুন্দরভাবে ঘুমিয়ে আছে। তুমি চম্বলের দস্যুর চেয়েও শয়তান। মি. জৈনের একমাত্র সন্তান তোমার চক্রান্তেই মরেছে। ওই দ্যাখো, সে তোমাকে ডাকছে। শুনতে পাচ্ছ তার ডাক? ওই শোনো। শশাঙ্কবাবুর স্ত্রীকে ইঞ্জেকশান দিয়ে তুমি পাগল করে দিয়েছ। সে বেচারি আত্মহত্যা করে তার জ্বালা জুড়িয়েছে। গাড়ির ড্রাইভারের লাশ তুমি শুইয়ে রেখেছিলে রাস্তার ধারে একটা ড্রেনের ভেতর। আর শশাঙ্কবাবুর ছেলে-মেয়ে দুটোকে তাদের মা-বাবার বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে কোথায় কী করেছ তা ভগবান জানে। এইবার তুমি মৃত্যুর প্রহর গোনো ওবেরয়!" ঠ্‌রা-রা-রা-রা-রা। বাবলু আবার মেশিনগান চালাল।

রক্তাক্ত ওবেরয় লুটিয়ে পড়ল মাটির বুকে। যাঃ, সব শেষ। দেহটা উলটেপালটে যেন ড্যালা পাকিয়ে গেল।

বাবলু পাঁজাকোলা করে পুষ্পার শরীরটা তুলে ধরে বলল, "তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে পুষ্পা! চলো, তোমাকে বাইরে নিয়ে যাই। খোলা হাওয়ায় গেলে একটু স্বস্তি পাবে।"

পুষ্পা কাতর কণ্ঠে বলল, "বাইরে বড় অন্ধকার বাবলুদা। এখন রাত্রি হয়ে গেছে না?"

"তা হোক।"

"তুমি আমাকে বয়ে নিয়ে যেতে পারবে? কত কষ্ট পেয়েছ তুমি। ওরা তো কিছু খেতেও দেয়নি তোমাকে।"

"তুমি আমার বোন। তোমাকে যদি না বইতে পারি তা হলে কীসের দাদা আমি?"

"বাইরে তোমার বন্ধুরা সবাই অপেক্ষা করছে।"

"কোথায়?"

"রানি রূপমতীর মহলে ওদের বসিয়ে রেখে এসেছি আমি।"

বাবলু পঞ্চুকে ডেকে নিয়ে পাঁজাকোলা করে বাইরে এসে দেখল চারদিকে ঘুটঘুট করছে অন্ধকার। সেই অন্ধকারে কোথায় কে? বাবলু চিৎকার করে ডাকল, "বিলু! ভোম্বল!"

সাড়া নেই, শব্দ নেই।

"বাচ্চু! বিচ্ছু!"

এবারও নিরুত্তর।

"আলো! আলো! আলো!"

বাবলুর কণ্ঠস্বর সেই অন্ধকারে গমগমিয়ে উঠল। খানিক বাদেই জয়সওয়ালজির ল্যাবরেটরির দিক থেকে প্রচণ্ড গুলির শব্দ ওদের কানে এল।

পুষ্পা বলল, "নিশ্চয়ই কোনও গোলমাল হচ্ছে ওদিকে। চলো, আমরা রূপমতী মহলের দিকে এগিয়ে যাই।"

ওরা যখন খানিকটা এসেছে তখন ওদের মুখের ওপর জোরালো টর্চের আলো এসে পড়ল একটা। ওরা দেখল ক্রাচে ভর দিয়ে শশাঙ্কবাবু ধীরে-ধীরে এগিয়ে আসছেন ওদের দিকে। আর সঙ্গে আসছে অসংখ্য পুলিশ।

বাবলু সবিস্ময়ে বলল, "এ কী, আপনি এখানে?"

"আমি ভোপালে গিয়ে পুলিশের মুখে যেই না শুনেছি তুমি এই বিদেশে ওবেরয়ের হাঁ-মুখে পড়ে গেছ তখনই আমি সিদ্ধান্ত নিই, আর চুপচাপ বসে থাকাটা ঠিক হবে না। আমার জীবনও এখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আর জয়সওয়ালজির অনুচরদের হাতে মরণ দোলায় দুলছে। তাই সোজা গিয়ে দীনেশের মোকাবিলা করি। এদিকে মি. জৈনও তোমাদের ব্যাপারে পুলিশে খবর দিয়েছিলেন। মাণ্ডু দুর্গ ওবেরয়ের দুষ্টচক্রের ঘাঁটি হওয়ার পর থেকে আমি এই অঞ্চলে কখনও আসিনি। আমি অবশ্য অনুমান করতাম আমার কাঞ্চন-কুন্তল বেঁচে থাকলে এই অঞ্চলেই হয়তো কোথাও আছে। যাই হোক, দীনেশকে হত্যা করে আমি সরাসরি পুলিশে আত্মসমর্পণ করি। তারপর যে মুহূর্তে জানতে পারি স্বয়ং আদিকেশর জৈন তোমাদের মদত দিচ্ছেন, পুলিশকে অনুরোধ করছেন তোমাদের জীবনরক্ষার জন্য, সেই মুহূর্তে আমি তাঁর কাছেও ছুটে যাই। আর সেই মুহূর্তে এও জানতে পারি, ওই জয়সওয়ালই আমার প্রকৃত বন্ধু। কেন জানো? জয়সওয়ালই তারই প্রাসাদে আমার কাঞ্চন ও কুন্তলকে ওবেরয়ের মুখের গ্রাস থেকে বাঁচিয়ে মানুষ করেছে এতদিন ধরে। আমি আর এখন আমার কাঞ্চন-কুন্তলকে ফিরে পেতে চাই না। কেন না, আমি তো এখন ফাঁসির মঞ্চে উঠব। অথবা দীর্ঘমেয়াদি জেল খাটব। ওরা এখন মাণ্ডুতেই থাকুক। যদি কখনও ফিরে আসি তখন আবার দেখা হবে।"

পুষ্পা অতিকষ্টে বলল, "ওরা কোথায়? বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, আলো!"

"ওরা পুলিশের হেফাজতেই আছে। জয়সওয়ালের প্যালেসে। অন্ধকারে সাদা পোশাকের পুলিশ ওদের তুলে নিয়ে গিয়ে নিরাপদেই রেখেছে।"

বাবলু বলল, "যাক। সব ভাল যার শেষ ভাল। আপনার অনুশোচনা হয়েছে, আপনি আত্মসমর্পণ করেছেন, এ খুবই আনন্দের কথা। আপনার গুপ্তকক্ষের মূল্যবান সম্পদগুলিও আপনি সরকারকে ফিরিয়ে দিন।"

"আমার বাড়িতে আর গোপনীয় কিছুই নেই। আমি সব কথা বলেছি পুলিশকে। এতক্ষণে সব কিছুই বোধ হয় জমা পড়েছে থানায়।"

"আপনাদের এখানে যদি কোনও ভাল ডাক্তার থাকেন তো পুষ্পাকে আগে নিয়ে চলুন সেখানে। ওবেরয়ের হাত থেকে ছিটকে আসা গুলি লেগেছে। ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে বেচারি।"

পুলিশ বলল, "সব কিছুর ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আগে চলো, তোমাদের এখান থেকে সরিয়ে দিই। ওবেরয়ের ব্যাপারে কোনও খবর দিতে পারো তোমরা?"

"হ্যাঁ পারি। তাঁকে আমি তাঁর অনুচরসহ একসঙ্গে যথাস্থানে পাঠিয়ে দিয়েছি।"

শশাঙ্কবাবু উল্লসিত হয়ে বললেন, "ওবেরয় নেই!"

"না। ওর খেল খতম হয়ে গেছে। মাণ্ডু উপত্যকায় আর কোনও সন্ত্রাসের রাজত্ব থাকবে না।"

পুলিশের গাড়িতে করেই ওরা দ্রুত চলে এল জয়সওয়ালজির প্রাসাদে। সেখানে তখন বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, আলো—সবাই অপেক্ষা করছিল ওদের জন্য। বাবলুকে ফিরে পেয়েই সবাই এসে জাপটে ধরল ওকে। তারপর গায়ে হাত-টাত বুলিয়ে বলল, "এ কী অবস্থা হয়েছে তোর বাবলু!"

বাবলু বলল, "আমার ওপর অকথ্য অত্যাচার করেছে ওরা। তবে পুষ্পা না থাকলে এ-যাত্রায় প্রাণে বাঁচতাম না আমি।"

"পুষ্পা কোথায়?"

"ওকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে। ওর ডান কাঁধে গুলি লেগেছে একটা।"

চম্পাদিদিমণি এবং মিসেস জয়সওয়াল শিউরে উঠলেন, "কুছ ডরনেকা কারণ নেহি তো?"

"ভয় পাওয়ার কিচ্ছু নেই। গুলিটা বার করে দিলেই ঠিক হয়ে যাবে।"

পুলিশ এবার শশাঙ্কবাবুকে নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

শশাঙ্কবাবু মিসেস জয়সওয়ালের হাত দুটি ধরে বললেন, "দিদি! ওইদিন আমার কাঞ্চন-কুন্তলকে আপনি না রক্ষা করলে শয়তান ওবেরয় ওদের মেরেই ফেলত। আমি তো চললাম। এতদিন আপনি যেমন ওদের মায়ের স্নেহ দিয়ে মানুষ করেছেন তেমনই করুন।"

মিসেস জয়সওয়াল আঁচলের খুঁটে চোখের জল মুছে বললেন, "আমি কিন্তু অনেকবার ভেবেছিলাম যে, আপনার জিনিস আপনাকে ফিরিয়ে দিই। কিন্তু এই ছেলে মেয়ে দুটোকে আমি ভালবেসে ফেলেছিলাম। তা ছাড়া জৈনজি অনেক আপত্তি করেছিলেন। বলেছিলেন, ওরা ওদের বাবার কাছে ফিরে গেলেই ওবেরয় আবার ওদের মেরে ফেলবার চেষ্টা করবে। তাই আমি আমার কাছেই লুকিয়ে রেখেছিলাম ওদের। এমনকী, মাণ্ডুর বাইরেও কখনও যেতে দিইনি। আমরা অনেক অনাথ ছেলে মেয়েকে মানুষ করেছি। আমাদের তো ছেলে মেয়ে নেই। পুষ্পাও এখন আমাকে ছেড়ে কোথাও যেতে চায় না। ওকেও মানুষ করেছি আমরা। ছোট্টুলাল আর উমাকেও মানুষ করে রামমন্দিরে ঠাকুরের সেবায় লাগিয়ে দিয়েছি।"

শশাঙ্কবাবু বললেন, "আপনি হলেন দেবী দুর্গা। কিন্তু জয়সওয়ালজি হঠাৎ এইসব কারবারে নেমে পড়লেন কেন?"

"উনি লোক খুবই ভাল ছিলেন। লেকিন সঙ্গদোষে এইরকমটা হয়ে গেলেন। ওই ওবেরয়ের চক্করে ফেঁসে গিয়েই সব কুছ বরবাদ হয়ে গেল আমাদের। তবে পাপের ফল তো পেতেই হবে।"

মিসেস জয়সওয়াল চম্পাকে বললেন, "বাবাকে প্রণাম করো চম্পা। সঞ্জু এসেছে?"

"আসছে ও।"

একটু পরেই সঞ্জু এল। চম্পা ও সঞ্জু অর্থাৎ কাঞ্চন-কুন্তল এক হয়ে গেল। বহুদিন পরে বাবার বুকে মুখ রাখল ওরা।

শশাঙ্কবাবু বিদায় নিলেন।

পুলিশের লোকেরা সারারাত ধরে তল্লাশি চালিয়ে জয়সওয়ালজির ল্যাবরেটরি ও গোডাউনের সমস্ত জিনিস আটক করল। মধ্যরাত্রে পুষ্পাও হাসপাতাল থেকে ফিরে এল ঘরে। মিসেস জয়সওয়ালের সেবাযত্নে, চম্পাদিদির স্নেহস্পর্শে বাবলুও সুস্থ হয়ে উঠল একদিনে।

জয়সওয়ালজি কলকাতা পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছেন শুনে মিসেস জয়সওয়াল সঞ্জুকে নিয়ে কলকাতায় চলে গেলেন। আর পাণ্ডব গোয়েন্দারা জয়সওয়ালজির মোটরে চেপে আলো ও পুষ্পাকে নিয়ে চম্পাদিদির সঙ্গে মাণ্ডুর সব কিছুই দেখে নিল। তাবেলি মহল, জাহাজ মহল, চম্পা বাওলি, মুঞ্জ তালাও—কত কী!

আর পঞ্চু! যে কদিন ছিল এই সুন্দর পার্বত্য প্রদেশে, ইকো পয়েন্টের কাছে গিয়ে মনের আনন্দে ডেকে উঠত, "ভৌ। ভৌ-ভৌ।" তারপর কান খাড়া করে শুনত শব্দটা কীভাবে ভেসে আসে। পরক্ষণেই যখন প্রতিধ্বনি ফিরে আসত তখন আনন্দ আর ধরত না। একেবারে উলুটিপালুটি খেয়ে গড়াগড়ি যেত চম্পাদিদির পায়ে। কী মজাই না হত!